-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

ভয়ঙ্কর 'একটি ফিতনার নাম হচ্ছে- "খারেজি ফিতনা" যেটা-আগের যুগের,ও বর্তমান সময়ে যুবোকদের মধ্যে এই লক্ষন গুলি পাওয়া যায়। (এদের থেকে সাবধান)।

- আসসালামু-আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহী ওয়াবারাকাতুহ?
- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'
- এইখানে রয়েছে-খাওয়ারিজদের/খারেজিদের বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে, বিস্তারিত আলোচনা ।
- প্রবন্ধ অনলাইনে পড়তে -ভিজিট করুন- খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য সকল পর্ব
- ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ (যিনি প্রসঙ্গত, নিজেও একজন মুজাহিদ ছিলেন) বলেছেন:
- قووا إذا بـ الأمة الـخوارج سيفعله ما عن (٥٨٥-٥٨٤ /١٠)"وال نهاية الـ بداية" كـ تابـه في . الله رحمه . الدمشقي كـ ثير ابـ ن الحافـظ الـ
- لا فساداً فـ سدوا قد عندهم الـ ناس لأن امرأة، ولا رجلاً ولا ط فلة، ولا طفلاً يـ تركوا ولم .وشاماً عراقاً كـ لها الأرض لأفـ سدوا هؤلاء واقَو لو إذْ جملة الـ قتل إلاّ يـ صلحهم
- "তারা (খারেজীরা) যদি কোনদিন শক্তি অর্জন করতে পারে, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে – ইরাকে, শামে, (এবং সর্বত্র)। তারা কোন ছোট বালক কিংবা বালিকাকেও রেহাই দিবে না, আর না কোন পুরুষকে বা কোন মহিলাকে ছাড়বে (তাদেরকে হত্যা করা ব্যতিত)। এর কারণ হচ্ছে তারা বিশ্বাস করে যে মানুষেরা এত খারাপ হয়ে গেছে যে কোন কিছুই আর তাদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না একমাত্র গণহত্যা ছাড়া"। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০/৫৮৪-৫৮৫)] ছবির উপর লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লিক করুন-

1>চরমপন্থি খারেজীদের ৩৫ টি বৈশিষ্ট্য ও আলামত :-

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

-চরমপন্থি খারেজীদের ৩৫ টি বৈশিষ্ট্য ও আলামত--

- ১. তারা হবে নবীন, তরুণ ও নির্বোধ, অথচ নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাববে। [বুখারী হা/৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩৪; মুসলিম হা/২৪৬২, ২৪৬৯]
- ২. তারা সর্বোত্তম কথা বলবে, কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ করবে। [মুসলিম হা/২৪৬২; আবুদাঊদ হা/৪৭৬৭; আহমাদ হা/২০৪৪৬]
- ৩. বাহ্যিকভাবে সুন্দর কথা বলবে। [বুখারী হা/৫০৫৭]
- ৪. মুখে ঈমানের কথা বললেও তাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না। [বুখারী হা/৩৪১৫]
- ৫. তাদের ঈমান ও ছালাত তাদের গ্রীবাদেশ অতিক্রম করবে না। [মুসলিম হা/২৪৬২]
- ৬. পথভ্রষ্ট হওয়ার পর এরা আর ঈমানের দিকে ফিরে আসবে না। যেমন তীর আর ধনুকের ছিলাতে ফিরে আসে না। [বুখারী হা/২৪৬২]
- ৭. তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী। লোকেরা তাদের ইবাদত দেখে অবাক হবে। [আহমাদ হা/১২৯৭২; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ হা/৯৪৫; আলবানী একে ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫]
- ৮. তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের মাথা থাকবে ন্যাড়া। [বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭]
- ৯. তারা মুসলমানদের হত্যা করবে আর কাফের, মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে। [বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১]
- ১০. তারা দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, এমনকি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। [বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; আহমাদ হা/৭০৩৮; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ, হা/৯২৯-৯৩০]
- ১১. তারা মুসলিম শাসকদের নিন্দা করে, অপবাদ দেয় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির বলে দাবী করে। যেমনটি খুওয়াইছারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে করেছিল।
- ১২. তারা মানুষকে কিতাবুল্লাহর দিকে আহবান করবে। কিন্তু সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই থাকবে না। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ দিয়ে দলীল গ্রহণ করবে। কিন্তু না বুঝার কারণে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল করবে। [আবুদাঊদ হা/৪৭৬৫; আহমাদ হা/১৩৩৩৮; মিশকাত হা/৩৫৪৩; আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৬৮]
- ১৩. তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করবে। [আহমাদ হা/১২৯৭২; বায়হাক্বী, মাজমা যাওয়ায়েদ ২২৯/৬; আলবানী ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫]
- ১৪. তারা সর্বোত্তম দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। যেমন আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে করেছিল। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৩০৫]
- ১৫. তারা তাদের নিহতদেরকে জান্নাতী মনে করে। যেমন তারা নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরকে 'জান্নাতমুখী' 'জান্নাতমুখী' বলে ডাকছিল'। [আল-বিদায়া ১০/৫৮৭]
- ১৬. ওরা এমন জাতি যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা। [আলে-ইমরান ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩১৩]
- ১৭. মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় এদের আবির্ভাব হবে। [বুখারী হা/৬৯৩৩]
- ১৮. তাদের উৎপত্তি পূর্ব দিক (ইরাক ও তৎসংলগ্ন) থেকে হবে। [বুখারী হা/৭১২৩]
- ১৯. যেসব আয়াত কাফেরের জন্য প্রযোজ্য তারা সেগুলিকে মুমিনদের উপর প্রয়োগ করবে। [বুখারী, হুজ্জাত কায়েম হওয়ার পর খাওয়ারেজ ও মুলহিদদের হত্যা করা অধ্যায়, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত]
- ২০. তাদের আগমন ঘটবে শেষ যামানায়। [আবুদাঊদ হা/৪৭৬৯]
- ২১. তারাও কুরআন ও সুন্নাহ দিয়েই কথা বলবে কিন্তু অপব্যাখ্যা করবে। [বুখারী হা/৩৪১৫] ফলে তারা আলেমদের সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষণকারী হবে। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করতে গিয়ে জাল হাদীছ পর্যন্ত রচনা করে। [আল-খাওয়ারিজ আক্বীদাতান ওয়া ফিকরান ৫৪-৬৮ পৃঃ]
- ২২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নামে এ সম্পর্কিত শরী'আতের দলীলগুলিকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।
- ২৩. তারা কেবল ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত আয়াতগুলি দিয়ে দলীল গ্রহণ করে। কিন্তু ভাল কাজের পুরস্কার বা উৎসাহমূলক আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করে।
- ২৪. তারা আলেমগণকে মূল্যায়ন করবে না। নিজেদেরকেই বড় জ্ঞানী মনে করবে। যেমন খারেজীরা নিজেদেরকে আলী, ইবনু আববাস সহ সকল ছাহাবী (রাঃ)-এর চেয়ে জ্ঞানী দাবী করেছিল।
- ২৫. ওরা হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে। [আল-খাওয়ারিজ আউয়ালুল ফিরাক্ব ফী তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৩৭-৩৮ ও ১৪৬]
- ২৬. তারাই সর্বপ্রথম মুসলিমদের জামা'আত হ'তে বেরিয়ে গেছে এবং তাদেরকে পাপের কারণে কাফের সাব্যস্ত করেছে। [ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭৯/৩৪৯, ৭/৩]
- ২৭. তারা ক্বিয়াস (ধারণা বা অনুমান) ভিত্তিক কাজে বেশী বিশ্বাসী। [আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১১৬/১]
- ২৮. তারা মনে করে যালেম শাসকের শাসন জায়েয নয়। [মাকালাতুল ইসলামমিয়্যিন ২০৪/১]
- ৩০. ওরা মুখে আহলে ইল্মদের কথার বকওয়ায করে কিন্তু তার মর্মাথ বুঝে না। [আশ-শারী'আহ ২৮ পৃঃ]
- ৩১. ওরা লোকদেরকে মুসলিম সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহবান জানায়। ফলে তারা নিজেরা মাদরাসা, শিক্ষা ইন্সটিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী এবং মুসলমানদের সাথে বসবাস করা পরিহার করে। [দিরাসাতুন আনিল ফিরাক্ব ওয়া তারীখিল মুসলিমীন পৃঃ ১৩৪]
- ৩২. তারা আত্মহত্যার মাধ্যমে এবং অন্যকে হত্যার মাধ্যমে সীমালংঘন করতঃ রক্তপাত ঘটাবে।

- ৩৩. যতবারই তাদের আবির্ভাব হবে, ততবারই তারা ধ্বংস হবে। এভাবে রাসূল (ছাঃ) বিশ বার বলেন। [ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী হাসান বলেছেন, ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৭২; আরনাউত্ব ছহীহ বলেছেন, মুসনাদ ৩৯৮/৯]
- ৩৪. ভূপৃষ্ঠে সর্বদাই খারেজী আক্বীদার লোক থাকবে এবং সর্বশেষ এদের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। [ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী একে হাসান বলেছেন, ছহীহা হা/২৪৫৫]
- ৩৫. তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। [মুসলিম হা/২৪৬৯, ২৪৫৭]

চরমপন্থি খারেজীদের ৩৫ টি
বৈশিষ্ট্য ও আলামত

2>>খারিজী থেকে সাবধান!! (হে যুবক তোমাকেই বলছি)

- >খারিজী থেকে সাবধান!! (হে যুবক তোমাকেই বলছি) 2

- আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
  সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
  ■ সুচনাঃ
  ইসলামের ইতিহাসজুড়ে, সময়ের পরিক্রমায় অসংখ্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যারা এই ধর্মের ব্যাপারে মৌলিকভাবে নতুন ও বিচিত্র ধরনের সব চিন্তাধারা প্রবর্তন করে এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম সহিংস গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছিল ৬৫৬ থেকে ৬৬১ সাল পর্যন্ত আলী (রাঃ) এর খিলাফতে রাজনৈতিক কোন্দলের সময়, যারা ‘খারিজী’ নামে পরিচিত ছিল। এক মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে এদের উত্থান হয়েছিল, যা পরবর্তীতে চরমপন্থায় রূপ নেয় এবং অন্য সকল মুসলিমদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। যদিও মুসলিম বিশ্বে তারা কখনোই বড় রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি, তবুও তাদের সময়ে তাদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। তাদের এই চিন্তাধারা সময়ের পরিক্রমায় গত ১৪০০ বছর ধরে অসংখ্যবার একই ধরনের অন্য অনেক গোষ্ঠীর মাঝে পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে যা আজও চলমান।
  ✍ প্রিয় নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
  আমি যদি তাদেরকে(খারিজীদেরকে) পাই তাহ’লে ‘আদ’ জাতির মত হত্যা করব।
  বুখারী হা/৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।
  ✍ উস্তাযুল আলেম, ইমাম আব্দুল আ’জিজ বিন বাজ রহি’মাহুল্লাহ বলেন -
  “হক্বপন্থী লোকেরা যদি কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, সেই কথা বর্ণনা না করতো, তাহলে ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে এমন লোকেরা তাদের ভুলের উপরেই থেকে যেত। তখন সাধারণ লোকেরা অন্ধভাবে সেই ভ্রষ্টতার অনুসরণ করতো। সুতরাং যারা সত্য জেনেও চুপ করে ছিলো, লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ তাদের উপরেও পড়তো।”
  মাজমু ফাতাওয়াঃ ৩/৭২।
  ► ওয়া'বাদ,
  প্রথমেই শাইখ ফায়সাল আল জাসিম হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত সমমনা খারিজী সংগঠন আল কায়েদা ও আই এস এর আকিদা সম্পর্কে জেনে নিন।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

▶ লিংকঃ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1108748282619256&id=100004522838130
✍ ফাজিলাতুস শাইখ আল আল্লামাহ ড.সালিহ আল ফাউঝান হাফিযাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে "আজকের সন্ত্রাসীরা কি খারিজী?

▶ [নোটঃ প্রশ্নকারী ঐ দলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন যারা বর্তমানে মুসলিমদেরকে ত্যাগ করেছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে। তারা বোমা হামলা ঘটায় আর মানুষদেরকে আতঙ্কিত করে, অথচ সেখানে একসময় মানুষজন নিরাপদ বোধ করতো। এরা(সমমনা উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো) কি সত্যিই খাওয়ারিজদের অন্তর্ভুক্ত নাকি এরা কাফের?]
উত্তরে যুগ শ্রেষ্ঠ ফাকিহ আল্লামাহ সালিহ আল ফাউজান হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

"এই দলগুলো মুসলিমদেরকে ত্যাগ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে- এ হচ্ছে আলেমদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পরিনাম। এর পরিণতি সম্পর্কে আমি এর আগের একটি লেকচারের শেষভাগে বলেছি। তারা আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মুসলিম শাসকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এবং কাফেররা এবং মুনাফিকেরা এই সমস্ত আদর্শ তাদের মাথায় ঢুকিয়েছে। সুতরাং তারা মুসলিমদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পরেছে। এরা খারেজী, নিঃসন্দেহে। তাদের এই কাজ হচ্ছে খারেজীদের কাজ। বরং তারা পূর্বেকার
(প্রথম যুগের) খাওয়ারিজদের থেকেও অধিক হিংস্র আর চরমপন্থি।

কেননা, আগের দিনের খারেজিরা যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়াতো। তারা যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতো অজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার পরেও। কিন্তু তারা সমস্ত বাসিন্দা সহ বাড়িঘর ধসিয়ে দিত না- যেখানে মহিলা, শিশু, নিরপরাধ মানুষ, এবং ঐ সব লোক যারা মুসলিমদের কোন ক্ষতি করেনি, যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি আছে, এবং অন্যান্যরা (যাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে) এমন সব মানুষ আছে।

পূর্বের খাওয়ারিজরা এরকম করতো না, এরা (বর্তমান খারিজীরা) হচ্ছে আরও খারাপ এবং পূর্বেকার খাওয়ারিজরা যা করতো তার থেকেও বেশী হিংস্র। এসব কাজ বরং 'কারামিতাহ' (একটি অতিমাত্রায় হিংস্র, পথভ্রষ্ট ফিরকা) এর সাথে বেশী মিলে যায়। তারা কারামিতাদের সাথেই অধিক মিল রাখে কেননা কারামিতাদের কার্যক্রম হয় গোপনে, তারা গোপনীয়তা আর নিচুতার সাথে তাদের কাজকর্ম করে থাকে আর আজকের এই লোকগুলো যা করে তাও তারা গোপনেই করে। আগেকার দিনের খাওয়ারিজরা- তাদের কাজকর্ম গোপন আর লুকায়িত রাখত না। তারা নিজেদের পরিচয় এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করে বেড়াতো, প্রকাশ করে দিত। সুতরাং এই লোকগুলো (পূর্বের) খাওয়ারিজদের থেকেও নিকৃষ্ট।
[আল ফাতাওয়া আশ শার'ইয়িয়্যাহ ফীল ক্বাদায়া আল 'আসরিয়্যাহ]

■ মুল প্রসংগে আসা যাকঃ

আমাদের মাতৃভুমি বাংলাদেশ নিয়ে আল-কায়েদার endgame টা কি তা হয়ত অনেকেরই অজানা। আপনি যদি তাদের বইপত্র ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলা সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে:

▶ প্রথমে যেকোনো উপায়ে সেই দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলা।

▶ তারপর যখন আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়, তখন নিজেরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের কিছু এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া।
▶ তারপর সেখান থেকে বাকি ভূখণ্ডের উপর এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে হামলা পরিচালনা করা। তাদের ধারণা যে এইভাবে তাদের ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে তাদের সেই পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ চলছে, যেই ধাপে তারা নিজেদের জন্য সমর্থনের একটা শক্তিশালী base তৈরি করে নিতে চায়। ২০১৩ সাল থেকে চলে আসা ব্লগার হত্যাসহ, আল-কায়েদা এই পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার সবই ছিল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য এক ধরণের পাবলিসিটি স্টান্ট। তারা বেছে বেছে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত লোকগুলোকে হত্যা করেছে, যাতে করে সাধারণ মানুষের মনে তাদের জন্য একটা সফট কর্নার তৈরি হয়।

ফেবু সেলিব্রেটি আসিফ আদনান কিংবা আলি হাসান উসামা এবং তাদের মতো আরও যারা আছে, এরা আল-কায়েদার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরা তরুণ প্রজন্মের কাছে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়ে তাদেরকে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অল্প জ্ঞান আর অধিক আবেগসম্পন্ন তরুণদেরকে তারা প্রকৃত আলিমদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আর তাদেরকে সহিংসতার দিকে লেলিয়ে দিচ্ছে। এই সব

কিছু করার উদ্দেশ্য আর কিছুই না, শুধু ভবিষ্যৎে আত্মঘাতী বোমা হামলা করার জন্য একপাল ব্রেইনওয়াশড সন্ত্রাসী তৈরি করা, যারা তাদের নেতার ইশারায় একটা বাচ্চাদের স্কুলের সামনে বোমা ফাটিয়ে দেয়ার আগেও দুইবার ভাববে না।

সত্যিই যখন তারা তাদের এসব নাশকতামূলক কাজ চালাবে, তখন পৃথিবীর অন্য দেশগুলো বসে থাকবে না। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা আল-কায়েদা এলিমেন্টরা যদি অন্য কোন দেশে গিয়ে হামলা করে, তাহলে নিশ্চিত থাকুন যে সেই দেশ আল-কায়েদা মারার কথা বলে বাংলাদেশে এসে ঢুকবে। আজকে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে যেমন সাধারন মানুষের উপর ড্রোন হামলা হয়, সেসব এখানেও হবে। হতে পারে আপনি তখন বাজার করতে গিয়ে অথবা ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে লাশ হয়ে ঘরে ফিরবেন। হয়তো লাশটাও পাওয়া যাবে না।
আর যদি বাইরের দেশের সৈন্যরা এদেশে ঘাটি গেড়ে থাকতে শুরু করে তাহলে তো কথাই নাই। শুরু হবে চেকপোস্টের নামে হয়রানি, রেইড দেয়ার নামে রাত ৩ টায় মানুষের বাসার দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পরিবারের কর্তাকে গুলি করে মেরে ফেলা, জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে যে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন... আরও বহু কিছু।

এসব তো শুধু প্রফেশনাল আর্মি যা করতে পারে সেগুলি। প্রতিশোধপরায়ন হয়ে (বা জাস্ট তাদের মুসলিম বিদ্বেষ ফলানোর সুযোগ পেয়ে) কোন দেশ যদি তাদের নিজেদের উগ্রপন্থী দলগুলিকে, কিংবা প্রাইভেট মিলিটারি কন্ট্রাক্টর বা ভাড়াটে সৈন্যদের এখানে এনে ছেড়ে দেয় তাহলে অবস্থাটা কি হবে ভেবেছেন? আপনি আমি যেভাবে ক্ষুধা লাগলে দোকান থেকে আলুর চিপস কিনে নিয়ে আসি, ওরাও সেভাবে আপনার বাসা থেকে আপনার মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাকে ধরে নিয়ে যাবে উপভোগ করার জন্য। যাওয়ার আগে হয়তো আপনার দুই হাঁটুতে গুলিও করে দিয়ে যাবে। নিজের রক্তের ছোটখাটো একটা ডোবায় শুয়ে আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন। ততক্ষণে আপনার করার মতো কিছুই থাকবে না।

আর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো চলতে থাকবে আল-কায়েদার উৎপাত। এরা কিছুদিন পর পর এখানে ওখানে আত্মঘাতী হামলা করবে। প্রতিপক্ষের একটা লোককে হত্যা করার জন্য ওরা একশ জন সাধারণ মানুষকে মারতেও দ্বিধা করবে না। আবার তাদের উপস্থিতির অজুহাত দিয়ে বহিঃশত্রুরাও এদেশে তাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করবে, নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে থাকবে। আর তাদের করা জুলুমের দোহাই দিয়ে আল-কায়েদাও তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকবে আর নতুন নতুন জঙ্গিকে তাদের দলে টানতে থাকবে। পুরো পরিস্থিতিটা একটা Downward Spiral বা দুষ্টচক্রে পরিণত হবে, যেখান থেকে বের হয়ে আসতে আমাদের দেশের হয়তো কয়েক প্রজন্ম লেগে যাবে।

এতক্ষণ আমি যা কিছু বলেছি তার বেশীর ভাগই এখনও আমাদের সাথে হয়নি। কিন্তু সিরিয়ার অধিবাসীরা আমাদের মতো এতো সৌভাগ্যবান না। উপরে বর্ণিত দুঃস্বপ্নই তাদের প্রতিদিনকার জীবন। তাদের জন্য দু'আ করা আর তাদেরকে আর্থিক সাহায্য পাঠানো ছাড়া আর কোনভাবে তাদেরকে সাহায্য করা এই মুহূর্তে আপনার আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু যে কাজটা করা এখনও আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তা হচ্ছে আল-কায়েদার এই ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার চলমান ধাপটাকে বাধাগ্রস্ত করা, আমাদের দেশকে কেন্দ্র করে তারা যে ষড়যন্ত্র করেছে তা শুরুতেই বিফল করে দেয়া। তাদের এদেশীয় এজেন্ট/রিক্রুটারদেরকে ধরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আপনিও তাদেরকে প্রতিরোধ করায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

অনলাইনে বা অফলাইনে যারা সক্রিয়ভাবে আল-কায়েদার প্রচার প্রচারণা করে বা তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে তাদের কথার রেকর্ডিং, অথবা অনলাইনে তাদের লেখার স্ক্রিনশটসহ পূর্ণ ডকুমেন্টস নিয়ে আপনার নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যালয়ে বিষয়টা অবহিত করুণ।

■ আই এস,আল-কায়েদাসহ সমমনা চরমপন্থী দলগুলোর প্রচারণাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার শরয়ী বৈধতা সম্পর্কে আল্লামাহ ড.সালিহ আল ফাউজান হাফিযাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয় যে,

হে সম্মানিত শাইখ! আপনি তরুণদের মধ্যে এমন কয়েকজনকে দেখবেন যারা বোমা হামলা এবং এরকম আরও যা কিছু ঘটেছে সেগুলোকে খারাপ মনে করে না, তারা এগুলোকে সমর্থন করে, অথবা এসব দলের কোন কোন কাজের পক্ষে কথা বলে এদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?

জবাবে শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,
"এরকম একজন ব্যক্তি দুইটি জিনিসের যেকোনো একটি হবে:

১. হয় সে অজ্ঞ!
জ্ঞানের অভাবের কারণে সে তাদের (সন্ত্রাসীদের) সম্পর্কে সু-ধারণা রাখছে। এবং এরকম একজনের কাছে, আপনি তার ভুল ধরিয়ে দিবেন, এবং তার কাছে ব্যাখ্যা করবেন, যতক্ষণ না এদের সম্পর্কে তার ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে।

অথবা

২. সে তাদের একজন!

সে তাদের ধারণাগুলোকে সমর্থন করে। সে তাদের মতই একই জিনিস বিশ্বাস করে এবং তাদের ধারণাগুলোই বহন করে। তার কাছেও আপনি সত্যি কথাটা খুলে বলবেন, যাতে করে হয়ত সে ফিরে আসবে। যদি সে ফিরে না আসে (সত্যের দিকে), তাহলে তার অপরাধ তার উপরেই বর্তাবে। যদি না এমনটা প্রতীয়মান হয় যে সে নিজেই শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে পারে এবং অপর মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে; সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কতৃপক্ষকে সতর্ক করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি তার কাছ থেকে এমন কিছু আঁচ করা যায় যা শান্তি ও নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাবে অথবা সে হয়তো অন্য মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করবে অথবা সে যদি তরুণদেরকে তার গোমরাহির দিকে আহ্বান করে, তাহলে তাকে অবশ্যই ধরিয়ে দিতে হবে বা তার ব্যাপারে তথ্য দিতে হবে যাতে তাকে থামানো যায়।

[ফাতাওয়া আশ শার'ইয়িয়্যাহ ফীল ক্বাদায়া আল 'আসরিয়্যাহ]

■ শেষ কথা,

অনলাইন অথবা অফলাইনে যারতার কাছ থেকে দ্বীনের ইলম (জ্ঞান) হাসিল করতে যাবেন না! এতে আপনিও নিজ অজান্তেই চরমপন্থীদের একজনে রুপান্তরিত হতে পারেন! সেই সাথে তাকফিরি, খারেজী মানহাজের এবং হিজবী টাইপের নিম্নের লেখক ও বক্তাগন থেকে সর্বদা সতর্ক থাকবেন!

● আরব বিশ্ব থেকে -

- সাইয়েদ কুতুব
- উসামা বিন লাদেন
- সফর আল-হাওয়ালী
- সালমান আল-আওদাহ
- মুহাম্মদ আল-সুরুর
- সুলায়মান আল-আলওয়ান
- হামুদ আল-উকলা
- নাসির আল-ফাহাদ
- আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি
- আব্দুল্লাহ আযযম

● অন্যান্য দেশ সমূহ থেকে কিছু বক্তা -

- জসিম উদ্দিন রাহমানী
- আনোয়ার আল-আওলাকি
- আবু কাতাদাহ
- Shake ফয়সাল
- আহমাদ মুসা জিব্রীল
- আনজেম চৌধুরী

.

● তাকফিরি, খারেজী এবং হিজবীদের সমর্থক কিছু ওয়েব সাইট ও পেইজ যা থেকে সতর্কতা আবশ্যকীয়!

- kalamullah. com
- Rain Drops
- সুতরাং
- Know Your Deen
- What Islam Says: (Know The True Islam)
- SALAT
- তাওহিদের পতাকা
- authentic tawheed
- Salafi not Madkhali

● Youtube এ বিভিন্ন খারেজী চ্যানেলসমুহঃ

- Titumir Media

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- Sheikh tamim al adnani
- Tamim Al Adnani
- Al-Qadisiyyah Media
- Muslim Ummah
- Ummah Network
- Ummah Network HD
- Balakot Media
- Sheikh Jashim Uddin Rahmani
- Islamic guidance
- Anwar Awlaki
- Ahmed Musa Jibreel
- Life Change bd
- Voice of islam
- Bod Or
- Raindrops Media
- AhmadMusaJibril
- Salman Al Farsi 344
- আল আনসার ম্যাগাজিন
- শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী
- শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরি

সর্বশেষ, চরমপন্থীদের বইপত্র ছাপায় এমন প্রকাশনীগুলো থেকেও সর্বদা সতর্কতা আবশ্যিক!

নিশ্চয় আল্লাহই পারেন পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। এই দীর্ঘ আলোচনায় কারো যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তার সকল প্রশংসা আল্লাহর! আর যদি এই আলোচনায় কোনো ভ্রান্তি থাকে তা নিশ্চয়ই আমার সীমাবদ্ধতা!

❒ সংকলনঃ

আল্লাহর এক গুনাহগার বান্দা, writer-আখতার বিন আমীর

3> খারেজিদের চিহ্নিতকরন ও তাদের বৈশিষ্ট্যঃ ০১

○ খারেজিদের চিহ্নিতকরন ও তাদের বৈশিষ্ট্যঃ ০১

- ○ খারেজিদের চিহ্নিতকরন ও তাদের বৈশিষ্ট্যঃ ০১ কি ভাবে খারেজীদের চিনবেন? 1
- ○ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
- ○ যুগের যুগের মুসলমানরা (বিশেষ করে যুবক শ্রেণী) মহাবিপদে পতিত হয়েছে নানাবিধ ফিরকার কবলে পড়ে যা আজকের দিনেও চলমান! যুবসমাজকে চতুর্দিক দিয়ে ফিতনা ফাসাদে ঘিরে রেখেছে এবং অনেক যুবকই সেসব ফিতনার সহজ শিকার হয়ে চরমপন্থী হয়ে যাচ্ছে।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- বলা বাহুল্য যে,যুবসমাজ যাদের দ্বারা মিসগাইড হচ্ছে তাদের আদিপিতাগণ অর্থাৎ প্রাচীন যুগের ওইসকল গোমরাহ, যালেম, খাওয়ারিজদের তলোয়ারের আঘাতে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দেহ!
- ✍ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার অন্য কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইশারা না করে। কারণ সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলিমকে হত্যার কারণে) সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে। [মুসলিম ৪৫/৩৫, হাঃ ২৬১৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৯২)
- ✍ উস্তাযুল আলেম, ইমাম আব্দুল আ'জিজ বিন বাজ রহি'মাহুল্লাহ বলেন -
- "হক্বপন্থী লোকেরা যদি কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, সেই কথা বর্ণনা না করতো, তাহলে ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে এমন লোকেরা তাদের ভুলের উপরেই থেকে যেত। তখন সাধারণ লোকেরা অন্ধভাবে সেই ভ্রষ্টতার অনুসরণ করতো। সুতরাং যারা সত্য জেনেও চুপ করে ছিলো, লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ তাদের উপরেও পড়তো।"
- মাজমু ফাতাওয়াঃ ৩/৭২।
- ▶ ওয়া'বাদ,
- আমরা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজী চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের প্রথম পর্ব।
- উল্লেখ্য যে, যেকোন আল্লাহর বান্দা কপি করতে চাইলে তা কোনরুপ কাটছাট ছাড়াই অনুবাদিত আর্টিকেল-টি হবহু কপি করুন!
- জাযাক্লুমুল্লাহ।
- *-------❒ খারেজিদের চিহ্নিতকারী ২৫টিরও বেশী বৈশিষ্ট্যঃ--*
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০১
- ইসলামের দলিলসমূহ নিজে নিজে ব্যাখ্যা করা।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০২
- তাকফির করার ক্ষেত্রে সবার আগে থাকা, আগেও এবং এখনও।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৩
- ইরাক এবং শামের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং অত্র এলাকায় তাদের বরবাদি নিয়ে আসা।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৪
- তারা হত্যাকে হালাল ঘোষণা করে (এবং ছেলেখেলা মনে করে) অথচ শক্তভাবে চুরির হুদুদ কার্যকর করে যার ফলে, মানুষ দেখে যে তাদের সম্পদ নিরাপদে আছে কিন্তু তাদের জীবন নয়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৫
- তারা তাদের ইসলামি এবং রাজনৈতিক মতবাদের সাথে একমত না, এমন প্রত্যেক মুসলিম দলকে তাকফির করে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৬
- তারা প্রত্যেক ইসলামি রাষ্ট্রকে দারুল কুফর বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং শুধুমাত্র তাদের খিলাফার ভূখণ্ডকেই দারুল ঈমান বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তারা মুসলিমদের আক্রমন এবং হত্যা করাকে অধিক বৈধ মনে করে কাফের এবং মুশরিক শত্রুকে আক্রমন করার থেকে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৭
- তারা তুচ্ছ কারণে মহিলা শিশু এবং অসমর্থদের হত্যা করার বৈধতা দেয়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৮
- তারা তাদের বিরোধিতাকারী প্রত্যেককে মুরজিয়া লেবেল লাগিয়ে দেয় এবং তাদের বিরোধী প্রত্যেককে কাফির ভাবে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৯
- এদের উৎপত্তি বন্ধ হবেনা যতদিন না তাদের শেষ দল আত্মপ্রকাশ করবে আল-মাসিহ আদ-দাজ্জাল এর সাথে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১০
- এরা সবসময় ফিৎনার সময় বের হয়। এমন এক সময়ে যখন মুসলিমরা ইতোমধ্যেই পরীক্ষা এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে আছে অথবা যখন মুসলিমরা তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১১
- তারা মসজিদ এবং অমুসলিমদের উপাসনালয়ে আক্রমণ চালায়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১২
- এরা অপরপক্ষের মুসলিম মহিলাদেরকে দাস হিসাবে বন্দি করাকে হালাল মনে করে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৩
- তাদের ফন্দি এবং চক্রান্ত সমসময় মুসলিম জনসাধারণদের ক্ষতি করে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৪

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- খাওারিজরা এবং তাদেরকে যারা সমর্থন করে তারা সচরাচর কর্কশ, নির্দয়, এবং অল্পতেই মানুষের সমালোচনা করতে অভ্যস্ত হয়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৫
- তারা তাদের ভুল ব্যাখ্যার দরুন লড়াই করে যতক্ষণ না ফিৎনার উৎপত্তি হয়, এর বিপরীত করার পরিবর্তে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৬
- তারা কমবয়সী মেয়েদের, স্ত্রীদের, এবং পরিবারের সদস্যদের প্ররোচিত করে তাদের পরিবার এবং দায়-দায়িত্ব ফেলে তাদের তথাকথিত সাম্রাজ্যে যোগ দিতে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৭
- তারা তাদের দাবীকৃত খিলাফার পক্ষে লড়াই করে যদিও তা করতে গিয়ে তাদের স্ফটিক স্বচ্ছ সুন্নাহর বিপরীতে যেতে হয়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৮
- তারা দ্বীনের বিধান প্রয়োগ করতে চায় নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৯
- তারা অমুসলিমদের দেশে বাস করতে থাকা তাদের সমমনা লোকদের এবং অনুসারিদেরকে আহ্বান জানায় যে তারা যেন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যদিও অমুসলিম দেশে বাস করার ভিসা দেয়ার সময় তাদেরকে আইন মেনে চলতে রাজি থাকার শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২০
- এরা বাদসাহ/ শাসকের প্রতি আনুগত্যের দায়িত্বকে স্বীকার করে না।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২১
- এরা মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দিবে কিন্তু মুসলিমদের হত্যা করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববে না।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২২
- এদের কাজকর্ম এত বেশী বিশৃঙ্খলা তৈরি করে যে এদেরকে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হয়েছে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৩
- তারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করে যে তারা তাদের পক্ষে কিনা এবং যদি তারা তাদের সমর্থক না হয় (এমনকি রাজনৈতিকভাবেও) তাহলে খারেজিরা তাদের হত্যা করা হালাল মনে করে।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৪
- এরা অধিকাংশই বয়সে তরুন হয়, জ্ঞানী, শিক্ষিত, এবং বয়োবৃদ্ধ আলেমরা এদের সঙ্গে থাকেন না এবং যারা তা করেন তারা ভয় থেকে করেন যেহেতু এরা তাদের ভুমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৫
- এদের মধ্যে প্রকৃত আলেমরা থাকবেন না।
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৬
- হত্যা থেকে শুরু করে তাদের ৫০ মিটার রক্তাক্ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, তথাকথিত খিলাফা এর সীমানার ভেতরে হুদুদ কার্যকর করা পর্যন্ত, তাদের প্রত্যেক কাজে তারা বাড়াবাড়ি করে।
- ■ *নোটঃ*
- এই আর্টিকেল এবং এতে যা আছে খাওয়ারিজরা যেসকল বৈশিষ্টের কারণে সুপরিচিত সেগুলোর তালিকা করে অনেক বই, পিডিএফ, আর্টিকেল, ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এখানে আমি ঐ বৈশিষ্টগুলি নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি যেগুলো:
- ১.খুব সহজেই (আমি আবারও বলছি, খুব সহজেই) বর্তমান সময়ের খাওয়ারিজ দলগুলোর সাথে মিলিয়ে নেয়া যায় যারা সবদিক থেকে মুসলিম দেশগুলোকে আক্রমণ করছে।
- ২. যে বৈশিষ্টগুলো বিশেষভাবে খারেজিদের জন্য প্রযোজ্য, যদি এককভাবে না-ও হয় তবুও অন্যান্য বৈশিষ্টের সাথে মিলে তা তাদের খারজিপনা প্রতিফলিত করে।
- ৩. আমি এখানে যতগুলো বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছি, আমাদের সময়ে খারেজিদের ঘটানো অন্ততপক্ষে ৫টি (আমি আবারও বলছি, অন্ততপক্ষে ৫টি) বড় ধরণের ঘটনায় তার প্রত্যেকটি প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে এখানকার বর্ণনার সাথে তাদের মিলিয়ে নেয়া খুব সহজ এবং বাস্তবসম্মত হবে। আপনি যেকোনো সংবাদমাধ্যম অথবা যারা ঘটনাস্থলে জুলুমের শিকার হচ্ছে তাদের সাথে কথা বলেও এগুলোর ব্যাপারে জানতে পারবেন। সুতরাং আপনি যখন আজকের খারেজিরা যা করে তা সম্পর্কে পড়বেন এবং এই পোস্টে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলোর সাথে তাদের কাজ মিলিয়ে দেখবেন তখন আপনি এই দুইয়ের মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাবেন।
- ৪. শুধুমাত্র খারেজিদের ব্যাপারেই আলোচনা করে- এমন কিতাবগুলোতে উল্লেখিত অনেক চিহ্নই আমি এখানে উল্লেখ করিনি। এছাড়াও, তাদেরকে কিভাবে হত্যা করা উচিৎ, কোন জিনিস ছেড়ে দিতে হবে, কোনটা ছাড়া যাবে না, কখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাথে যোগ দিব আর কখন দিব না, ইত্যাদি বিধান আমি এখানে নিয়ে আসিনি। কারও যদি এ ব্যাপারে পড়তে ইচ্ছা হয় তাহলে আমি শায়খ ডক্টর আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবির বই ফিকর আল-খাওয়ারিজ ওয়া আল-শিয়াহ বইটি পড়তে বলব।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- ডঃ আলি মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মদিনা এর একজন গ্রাজুয়েট এবং উম্ম দুরমান আল-ইসলামিয়া এর পিএইচডি ডিগ্রিধারী!
- প্রাথমিকভাবে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক বৈশিষ্টের আলোচনায় উপযুক্ত ভিডিও ক্লিপ, টুইটার এর স্ক্রিন শট, নিউজ আর্টিকেল যুক্ত করে পাঠকদের জন্য মিলিয়ে দেখে বুঝতে সহজ করে দেয়া যে কিভাবে এসব বৈশিষ্ট এবং তাদের কাজ শতভাগ মিলে যায়। তবে আমি উপলদ্ধি করলাম যে তা করা যে শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ হবে তাই না বরং তার চেয়েও যেটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে এর ফলে অনেক পাঠক নিরাপত্তাজনিত কারণে এই আর্টিকেল শেয়ার করতে পারবেন না । সুতরাং আমি অভয় দিচ্ছি যে আমি এই আর্টিকেলকে এই ধরণের বস্তু এবং এসবের ওয়েব লিঙ্ক থেকে মুক্ত রাখব কিন্তু একইসাথে আপনার সামনে খারেজিদের পরিচয় বহনকারী কিছু চিহ্নের তালিকা আপনাদের সামনে পেশ করব যেগুলোর মাধ্যমে তাদের চেনা যায় এবং যেগুলো দিয়ে তাদের চেনা উচিৎ।
- লক্ষ করুন যে যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি,এমনটা হওয়া অত্যাবশ্যক নয় যে কারও মধ্যে এগুলোর একটি বা দুইটি বৈশিষ্ট থাকলেই সে খারেজি হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি সামনে যা আছে তা পড়েন এবং সারা পৃথিবীতে যা চলছে তার সাথে তা মিলিয়ে দেখেন তাহলে আমি নিশ্চিত যা আপনার এক মুহূর্তের জন্যেও সংশয় অনুভূত হবে না বি'ইযনিল্লাহ।
- এবং আসুন আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে এই চরমপন্থিরা খাওয়ারিজ নয়; কিন্তু তাতেও প্রত্যেক মুসলিম দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর থেকে এই দায়িত্ব, কর্তব্য, এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মধ্যে নিহিত কল্যাণ কোনওভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় না; যেমনটা পরিস্কাররূপে বোঝা যায় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে:
- ✍ মহান আল্লাহ তাআলা "নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমিনে ফিতনা (সৃষ্টির চেষ্টা) করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কিছুই না যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে নির্বাসিত করা হবে। এ হচ্ছে দুনিয়াতে তাদের জন্য অপমান; এবং আখেরাতে তাদের জন্য আছে এক মহা শাস্তি"।
- [রেফারেন্সঃ কুরআন ৫:৩৪]
- এছাড়াও দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রে তারা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া মুসলিম শাসকের পর এসেছে এবং তারপর তারা তাদের তাকফির করেছে এবং তাদের মত করে যারা তাকফির করতে চায় না তাদের সকলকে হত্যা করতে চেয়েছে।
- ✍"আরফাযা থেকে কয়েকটি বর্ণনাকারীর ধারাসহ বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "তাদের সকলকে হত্যা কর"। আমি আল্লাহ্র রাসুল সাঃ কে বলতে শুনেছি যে যখন তোমরা একজন লোককে তোমাদের নেতা হিসাবে মেনে চলছ, তখন কেউ তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চাইলে অথবা তোমাদের একতা কমজোর করতে চাইলে তোমাদের উচিৎ তাকে হত্যা করা"।
- [রেফ: সাহিহ মুসলিম, কিতাব আল- ইমারা, ৪৫৬৭]
- ✍"আবু সা'ইদ আল-খুদরি রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে রাaসুলাল্লাহ সাঃ বলেছেন: যখন দুইজন খলিফাকে বায়াত দেয়া হয়, তখন যার জন্য পরে বায়াত দেয়া হয়েছে তাকে হত্যা কর"।
- [রেফ: সাহিহ মুসলিম, কিতাব আল ইমারা, ৪৫৬৮]
- এবং এমন আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে যা বিভেদ সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়, যেমন ঐ সমস্ত লোক যারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যায় উস্কানি দেয়, উৎসাহ দেয়, এবং নিজেরাও তা করে, যেমনটা আমরা দেখেছি বিগত ২-৩ বছরে।
- বিঃদ্রঃ ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে খারিজীদের উক্ত
- বৈশিষ্ট্যসমুহের আলোকে দালিলিক খন্ডন এবং তাদের মুল বিভ্রান্তির অপনোদন করা হবে!
- ❒ প্রবন্ধঃ"খারেজী চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমুহ"।
- ❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!
- ■ অনুবাদঃ সুন্নাহর পথযাত্রী এ্যাডমিন প্যানেল।

4> কি ভাবে খারেজীদের চিনবেন? পর্ব ২

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- *কি ভাবে খারেজীদের চিনবেন? পর্ব ২*

✓ আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

✓ ▶ ওয়া'বাদ,
আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব।
উল্লেখ্য যে, যেকোন আল্লাহর বান্দা কপি করতে চাইলে তা কোনরুপ কাটছাট ছাড়াই অনুবাদিত আর্টিকেল-টি যেন হবহু কপি করেন!
জাযাকুমুল্লাহ।

✓ **-● বিঃদ্রঃ**
অনুগ্রহ পূর্বক ১ম পর্বের ৩ নাম্বার পয়েন্টটা মনে রাখবেন যেখানে বলা হয়েছিল যে,
আমি এখানে যতগুলো বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছি, আমাদের সময়ে খারেজিদের ঘটানো অন্ততপক্ষে ৫টি (আমি আবারও বলছি, অন্ততপক্ষে ৫টি) বড় ধরণের ঘটনায় তার প্রত্যেকটি প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে এখানকার বর্ণনার সাথে তাদের মিলিয়ে নেয়া খুব সহজ এবং বাস্তবসম্মত হবে। আপনি যেকোনো সংবাদমাধ্যম অথবা যারা ঘটনাস্থলে জুলুমের শিকার হচ্ছে তাদের সাথে কথা বলেও এগুলোর ব্যাপারে জানতে পারবেন। সুতরাং আপনি যখন আজকের খারেজিরা যা করে তা সম্পর্কে পড়বেন এবং এই পোস্টে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলোর সাথে তাদের কাজ মিলিয়ে দেখবেন তখন আপনি এই দুইয়ের মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাবেন।

এবং আরও মনে রাখবেন:
নিম্নের বৈশিষ্টগুলো থেকে দুই একটি কারও মধ্যে থাকলেই সে খারেজি হয়ে যায় না। এমনটা মনে করা হলে তা হবে ভুল ধারণা। তবে, গত কয়েক দশক ধরে যা ঘটছে এবং এখন যা কিছু আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে তার আলোকে, এই বৈশিষ্টগুলোর অনেকগুলো সম্মিলিত হলে তা সুনিশ্চিতভাবে খাওারিজদের পরিচয় বহন করে। আর তবুও যদি কেউ তর্কের খাতিরে এগুলো মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যেমনটা এই ডকুমেন্ট এর শুরুতে দেখানো হয়েছে, এরকম উচ্চমানের ফিতনা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা ওয়াজিব।
সুতরাং আর কালক্ষেপণ না করে, আসুন আমরা মুল আলোচনা শুরু করি।

✓ ■ ***চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ (০১)***

✓ ইসলামের দলিলাদি নিজে নিজে ব্যাখ্যা করাঃ
খাওয়ারিজদের মধ্যে উপস্থিত সবচেয়ে বিপজ্জনক, সবচেয়ে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং তাদের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট হচ্ছে যে তারা কখনোই সালাফদের এবং উলামাদের উপদেশ অনুসরণ করবে না। কখনোই না, দরকার হলে তারা ১০ হিজরি থেকে ৮০০ হিজরি পর্যন্ত প্রতিটি লোককে প্রত্যাখ্যান করবে যদি সেসব বক্তব্য তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায়। তারা আধুনিক কালের অথবা ১৯ শতকে করা ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে কেননা এগুলো তাদের দৃষ্টিকোণের সাথে মিলে যায় এবং তারা নির্লজ্জভাবে সালাফদের মতবাদকে অস্বীকার করবে, যতই আপনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন।
✍ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি বর্ণনা করেছেন: খারেজিরা আলি রাঃ এর সাথে বের হয়ে আসলো, এবং তারা বলল:
لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন হুকুম চলবে না (১২:৪০)
আলি রাঃ বললেন:
كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ
কথাটি সত্য, কিন্তু একে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল জায়গায় প্রয়োগ (অথবা ভুল ব্যাখ্যা) করা হয়েছে।
[রেফ: সহীহ মুসলিম ১০৬৬;]

✓ ✍ ইমাম আল-নববী ব্যাখ্যা করেছেন: অর্থাৎ, তাদের বক্তব্যের সারকথা সত্যি ছিল। আল্লাহ্ বলেছেন:
আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন হুকুম চলবে না [১২:৪০] অবশ্য, তারা এটা দিয়ে যা বুঝিয়েছিল, তা ছিল আলী রাঃ এর সমঝোতাকে প্রত্যাখ্যান করা।
[রেফ:শারহ সহীহ মুসলিম ৭:১৫২]

✓ ✍ আলী রাঃ কর্তৃক অপব্যাখ্যার খণ্ডন করা সম্পর্কে রাসুল সাঃ আগেই ভবিষৎবাণী করে গেছেন।
عَلَيْهَا فَتَخَلَّفَ، عَلَّهُ ذَ فَانْقَطَعَتْ، مَعَهُ فَقُمْنَا :قَالَ ،نِسَائِهِ بُيُوتِ بَعْضِ مِنْ عَلَيْنَا فَخَرَجَ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولَ نَنْتَظِرُ جُلُوسًا كُنَّا :يَقُولُ الْخُدْرِيَّ سَعِيدٍ أَبَا سَمِعْتُ
عَلَى قَاتَلْتُ كَمَا ،الْقُرْآنِ هَذَا تَأْوِيلِ عَلَى يُقَاتِلُ مَنْ مِنْكُمْ إِنَّ " :فَقَالَ ،مَعَهُ وَقُمْنَا يَنْتَظِرُهُ قَامَ ثُمَّ ،مَعَهُ وَمَضَيْنَا وَسَلَّمَ هِعَلَيْ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ فَمَضَى ،يَخْصِفُهَا عَلِيٌّ
تَنْزِيلِهِ " ،فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ " .قَالَ: فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ (1) قَدْ سَمِعَهُ (2)
আবু সাইদ আল-খুদরি রাঃ বর্ণনা করেন: একবার আমরা বসে আল্লাহ্র রাসুল সাঃ এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যখন তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর

ঘর থেকে আসলেন। আসার পথে, তাঁর জুতা ছিড়ে গেল এবং আলি রাঃ থেমে তা মেরামত করতে লেগে গেলেন আর রাসুলাল্লাহ সাঃ হাটতে থাকলেন, এবং আমরা তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তারপর এক জায়গায় তিনি আলি রাঃ এর জন্য থামলেন এবং আমরা তাঁর সাথে থামলাম। তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে এই কুরআনের ব্যাখ্যার স্বার্থে লড়াই করবে ঠিক যেমন আমি এর ওহীর জন্য লড়াই করেছি"। সুতরাং আমরা পরস্পর জটলা করতে লাগলাম, এবং আবু বকর আর উমার তখন আমাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু রাসুল সাঃ বললেন: "না, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জুতা মেরামত করছে"। সুতরাং আমরা আলি রাঃ কে এই সুসংবাদ পৌঁছে দিলাম এবং মনে হল যে তিনিও রাসুল সাঃ কি বলেছেন তা শুনতে পেয়েছেন।

[রেফ:মুসনাদ আহমাদ (১১৭৯০); শায়েখ সু'আইব আল-আরনাউত বর্ণনাটিকে সাহিহ বলেছেন; এই বর্ণনা আরও পাওয়া যাবে: শারহ মুশকিলুল আসার, খণ্ড ১০, হাদিস নং ৪০৫৮, পৃষ্ঠা ২৩৭; তারিখ উল ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়াত আল মাশাহির ওয়াল আ'লাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৬; শারহ আস-সুন্নাহ খণ্ড ১০, হাদিস নং ২৫৫৭, পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৩; মুসনাদ আবু ইয়া'লা খণ্ড ২ হাদিস নং ১০৮৬ পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২ এই শব্দযোগে যে আবু বকর এবং উমার রাসুল সাঃ কে জিজ্ঞাসা করেন "সেই ব্যক্তি কি আমি হে আল্লহর রাসুল?"]

- ✓ প্রথম দিকের খারেজিরা "আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন হুকুম চলবে না" (১২:৪০) এই আয়াতের অপব্যবহার করেছিল, যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ সন্দেহাতীতভাবে বিধান জারি করে দিয়েছেন এবং যেসব বিষয় তিনি ব্যাখ্যা, পরামর্শ, এবং মানবীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন, এই দুই প্রকার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য না করার মাধ্যমে। আলী রাঃ কার্যকরভাবে তাদেরকে কুরআন দিয়ে রদ করে দেন।
- ✓ ✍ ইবনে হাজার বর্ণনা করেছেন: খারেজিরা আলীকে অভিযুক্ত করল এবং তারা বলল:

لِلَّهِ إِلَّا حُكْمَ وَلَا اللَّهِ دِينِ فِي الرِّجَالَ حَكَّمْتَ ثُمَّ بِهِ اللَّهُ سَمَّاكَ اسْمٍ وَمِنَ اللَّهُ أَلْبَسَكَهُ قَمِيصٍ مِنْ انْسَلَخْتَ

তুমি তোমার আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা আর আল্লাহ্ প্রদত্ত নামকে পরিবর্তন করে দিয়েছ! এরপর তুমি মানুষের বিধান দিয়ে বিচার করেছ যেখানে "আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন হুকুম চলবে না"। (১২:৪০)

- ✓ যখন আলি একথা শুনলেন, তিনি লোকদের জড়ো করলেন এবং সবচেয়ে বড় মুসহাফটিকে নিয়ে আসতে বললেন তারপর তিনি সেটিকে হাত দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন

النَّاسَ حَدِّثِ الْمُصْحَفُ أَيُّهَا

হে মুসহাফ, লোকদের সাথে কথা বল!

তারা বলল, "এটা তো কোনও মানুষ না। এ তো হচ্ছে কাগজ আর কালি। আমরা সেই বিষয়ের ব্যাপারে কথা বলছি যা এ থেকে বর্ণিত হয়েছে"। আলি তখন একটি উপমা দেয়ার মাধ্যমে তাদের যুক্তিখণ্ডন করলেন, তিনি তাদের বললেন:

- ✓ وَقَدْ مُعَاوِيَةَ تُكَاتَبْ أَنْ عَلَيَّ وَنَقَمُوا رَجُلٍ امْرَأَةِ مِنَ أَعْظَمُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةُ الْآيَةَ فَابْعَثُوا بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ رَجُلِ امْرَأَةِ فِي اللَّهُ يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ بَيْنِي اللَّهِ كِتَابُ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ وَلَقَدْ عَمْرٍو بْنَ سُهَيْلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ كَاتَبَ

আল্লাহ্র কিতাব আমার এবং এই লোকদের মাঝে রয়েছে। পুরুষ এবং মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন: তোমরা যদি তাদের দুজনের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে বিচারক পাঠাও... (৪:৩৫), নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের জাতি কোন পুরুষ আর মহিলার ব্যাপারের চাইতে বড়।

তারা আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কারণ আমি মুয়াবিয়ার কাছে পত্র দিয়েছি অথচ আল্লাহ্র রাসুল সাঃ, সুহাইল বিন আমর এর সাথে পত্রযোগে কথা বলেছিলেন: নিশ্চয়ই আল্লহর রাসুলের মাঝে তোমাদের জন্য এক চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। (৩৩:২১)

[রেফ:সুনান আল-বায়হাকি এর ফাতহুল বারী থেকে ১৬২৩০]

- ✓ ✍ ইবনে হাজার বলেন:

'তাদের ব্যাপারে বলা হত যে তারা "তেলাওয়াতকারী", কারণ তারা অক্লান্তভাবে কুরআনের তেলাওয়াত করতো এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে ভীষণ আন্তরিকতা দেখাত। শুধু পার্থক্য এটাই ছিল যে তারা কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকৃত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া উপায়ে এর ব্যাখ্যা করত, তারা উদ্ধত ছিল, এবং যুহদ অবলম্বনের ক্ষেত্রে, সালাতে বিনয় (খুশু) দেখানোর ব্যাপারে। এবং এরকম অন্যান্য বিষয়ে তারা বাড়াবাড়ি করত।

[রেফ: ফাতহুল বারী, ১৫:৩৭১]

- ■ ***চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ (০২):***

সবার আগে তাকফির করা, আগে এবং এখনও!

তারা আল্লাহ্র রাসুলের মেয়ে জামাই, আলি রাঃকে তাকফির করেছিল এবং যত মানুষ- রাসুল সাঃ এর নাপিত এবং ওহি লেখক মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে তার মধ্যস্ততাকে সমর্থন দিয়েছিল তাদেরকেও। অর্থাৎ তারা চোখের নিমিষে লক্ষাধিক মুসলিমকে তাকফির করেছিল এবং আমরা দেখতে পাই যে আজকের অবস্থাও খুব একটা ভিন্ন না, বরং আজকের পরিস্থিতিও হবহু একই! খারেজিদের একজন আলি রাঃ এর দিকে হাক ছেড়েছিল যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করছিলেন, এই বলে:

الْخَاسِرِينَ مِنَ وَلَتَكُونَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ أَشْرَكْتَ لَئِنْ قَبْلِكَ مِن الَّذِينَ وَإِلَى إِلَيْكَ أُوحِيَ وَلَقَدْ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম তো সব নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (কুরআন ৩৯:৬৫)

- ✓ "আলি রাঃ সালাতের ভেতর থেকেই এই আয়াত দিয়ে জবাব দিলেন

يُوقِنُونَ لَا الَّذِينَ يَسْتَخِفَّنَّكَ وَلَا حَقٌّ اللهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে"। (কুরআন

৩০:৬০)

[রেফ: তাফসীর ইবনে কাসির ৬/৩২৯, তাফসীর তাবারী ২০/১২১; ফাইযান শাইখ আল-হিন্দি এর মাধ্যমে সত্যায়িত]

✓ ✍শাইখুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (যার উক্তিসমূহ তারা তাদের খেয়ালখুশির মোতাবেক অপ্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করে এবং অপপ্রয়োগ করে) বলেছেন: 'খারেজিরাই সর্বপ্রথম মুসলিমদেরকে তাদের গুনাহের কারণে কাফের ঘোষণা করে। তারা তাদের বিদ'আতের বিরোধিতাকারী সকলকে তাকফির করত, এবং রক্তপাত ঘটানো এবং সম্পদ কেড়ে নেয়াকে তারা বৈধ করে নিয়েছিল'।

[রেফ: মাজমু আল-ফাতাওয়া ৩:২৭৯]

■ চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৩:

ইরাক এবং শামের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং অত্র অঞ্চলে তাদের ধ্বংস নিয়ে আসা!

✍ ইমাম ইবনে কাসীর (যিনি প্রসঙ্গত, নিজেও একজন মুজাহিদ ছিলেন) বলেছেন:

إذا بـ الأمة الـ خوارج سـ يـ فعـ له ما عن (٥٨٥-٥٨٤ /١٠)"والـ نهاية الـ بداية" كـ تابـ ه فـ ي ـ الله رحمه ـ الـ دمـ شـ قي كـ ثـ ير ابـ ن الـ حافـ ظ الـ قـ ووا

فساداً فـ سدوا قـ د عـ ندهم الـ ناس لأن امرأة، ولا رجلاً ولا طـ فـ لة، اول طفلاً يـ تركوا ولـ م ،وشاماً عراقاً كـ لها الأرض لأفـ سدوا هؤلاء قَووا لـ و إذْ جـ ملة الـ قـ تل إلاّ يـ صـ لحهم لا

"তারা (খারেজিরা) যদি কোনদিন শক্তি অর্জন করতে পারে, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে – ইরাকে, শামে, (এবং সর্বত্র)। তারা কোন ছোট বালক কিংবা বালিকাকেও রেহাই দিবে না, আর না কোন পুরুষকে বা কোন মহিলাকে ছাড়বে (তাদেরকে হত্যা করা ব্যতিত)। এর কারণ হচ্ছে তারা বিশ্বাস করে যে মানুষেরা এত খারাপ হয়ে গেছে যে কোন কিছুই আর তাদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না একমাত্র গণহত্যা ছাড়া"।

রেফ: আল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়া (১০/৫৮৪-৫৮৫)]

✍ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন:

✓ جاهلـ ية الإ سلام أمر لـ عاد وإذن ، الـ حرام الله بـ يت من الـ حج وقُطع ، الـ سـ بل وقُطعت ، الأرض لـ فـ سدت رأيهم من الـ خوارج الله أمكن ولـ و منهم لـ يس رجلا عـ شريـ ن أو عـ شرة من أكـ ثر لـ قام وإذن ، الـ جاهلـ ية فـ ي كـ انـ وا كما ، الـ جـ بال بـ رؤوس يـ سـ ثـ غـ يـ ثون الـ ناس يـ عود حـ تـ ى ، عـ لى بـ عـ ضهم ويـ شهد ، بـ عـ ضا بـ عـ ضهم يـ قاتـ ل ، آلاف عـ شرة من أكـ ثر مـ نهم رجل كل ومع ، بـ الـ خلافـ ة نـ فـ سه إلـ ى دعـ وي وهو إلا رجل يـ كون من مع أو ، يـ سلك أيـ ن يـ دري لا ، وماله وأهله ودمه وديـ نه نـ فـ سه عـ لى خائـ فا الـ مؤمن الـ رجل يـ صـ بح حـ تـ ى ، بـ الـ كـ فر بـ عض

ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন, "আমি ইসলামের প্রথম কাল সম্পর্কে জানতাম। আল্লাহ্‌র কসম, খারেজিদের কোনদিন এমন একটা দল হয়নি যাদের আল্লাহ্‌ তাদের পাপিষ্ঠতার দরুন বিভক্ত করেননি। এমন কোনদিন হয়নি যে এদের কেউ তার মতামত ব্যক্ত করেছে আর আল্লাহ্‌ তার গর্দানে আঘাত পরার ব্যবস্থা করেননি। মুসলিম জাতি কোনদিনও কোন খারেজির চারপাশে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। আল্লাহ্‌ যদি খারেজিদের মতামতকে শিকড় গাড়তে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত, রাস্তাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হত, আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘরে হাজ্জ করতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত, এবং ইসলাম জাহেলিয়াতের দিকে ফেরত যেতে থাকত যতদিন না মানুষ পর্বতসমূহে গিয়ে আশ্রয় নিত যেমনটা তারা জেহেলিয়াতের সময় নিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে যদি দশ অথবা বিশজন উঠে আসতো, তাহলে তাদের মধ্যে এমন একজনও বাকি থাকতো না যে কিনা নিজের জন্য খিলাফা দাবি না করতো, তাদের প্রত্যেকের সাথে আরও দশ হাজার লোক থাকতো আর তারা সবাই, সবার সাথে লড়াই করতো এবং সবাই সবাইকে কাফির হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করতো, যতক্ষণ না যে ব্যক্তি মুমিন সে নিজেও নিজের ঈমান, তার জীবন, তার পরিবার, তার সম্পদের ব্যাপারে ভীত বোধ করতে শুরু করত এবং সে বুঝে উঠতে পারত না যে তার কোথাও যাওয়া উচিৎ অথবা কার সাথে তার থাকা উচিৎ"।

[রেফ: তারিখ ইবনে আসাকির, শায়খ হাতিম আল আওনি হাফিযাহুল্লাহ এর দ্বারা সত্যায়িত]

✓ ❒ মুলঃ শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার।

■ ভাষান্তর ও সম্পাদনাঃ+ আখতার বিন আমীর

● সহযোগিতায়ঃ এক দ্বীনী ভাই।

5>কি ভাবে খারিজিদের চিনবেন? তৃতীয়- পর্ব- ৩

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

❖ কি ভাবে খারিজিদের চিনবেন? তৃতীয়- পর্ব- ৩

আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

► ওয়া'বাদ,

আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের তৃতীয় পর্ব।

❖ উল্লেখ্য যে, যেকোন আল্লাহর বান্দা কপি করতে চাইলে তা কোনরুপ কাটছাট ছাড়াই অনুবাদিত আর্টিকেল-টি যেন হবহু কপি করেন! জাযাক্বুমুল্লাহ।

❖ **-● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৪**

"তারা হত্যাকে বৈধতা দেয় (এবং তা পানির মত সহজ মনে করে)"

অথচ চুরির ব্যাপারে কড়াভাবে হুদুদ কায়েম করে যার ফলে মানুষের সম্পদ নিরাপত্তা পায় কিন্তু তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পরে [তালবিস আল-ইবলিস; খাওারিজদের অধ্যায়]

✍ ইমাম আল বাঘাওয়ি (যিনি ৫৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন) তার বই "শারহ আস-সুন্নাহ" তে খারেজিদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন:

قَوْلُهُ: «لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ» أَيْ: لَا يُقْبَلُ وَلَا يُرْفَعُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

وَقَوْلُهُ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ» أَيْ: يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ، أَيْ مِنْ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ. وَالدِّينُ: الطَّاعَةُ. وَهَذَا نَعْتُ لِخَوَارِجِ الَّذِينَ لَا يَدِينُونَ لِلْأَئِمَّةِ. وَيَسْتَعْرِضُونَ النَّاسَ بِالسَّيْفِ.

এখানে তিনি হাদিসে খারেজিদের কুরআন পড়া সংক্রান্ত যে বৈশিষ্ট্য হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে তা তাদের গলার ঊর্ধ্বে ওঠেনা, এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে, "না এগুলো কবুল করা হয় আর না তাদের নেক আমল উপরে ওঠে"।

অর্থাৎ, যদিও খারেজিরা কুরআন পড়ে, তাহাজ্জুদ আদায় করে, প্রত্যেক সপ্তাহে সিয়াম পালন করে, তাদের নিজেদের মনগড়া "জিহাদে" যুদ্ধ করে, অথবা নিজদের সম্পর্কে ভাবে যে অন্ততপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ভাল এবং তারা তাওহিদ এবং শারিয়াহ এর দিকে মানুষকে আহবান করছে, কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীনের বিপরীতে এগুলোর কোনকিছুই কোনও গুরুত্ব বহন করেনা এবং তাদের আমল একেবারে মূল্যহীন হিসাবে বিবেচিত হয়।

❖ এবং খারেজিদের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ইমাম আল-বাঘাওয়ি ব্যাখ্যা দেন যে, "খারেজিদের এই বৈশিষ্ট এজন্যে যে তারা ইমামদেরকে (মুসলিমদের আমির এবং আলেমদেরকে) অস্বীকার করে এবং লোকদেরকে তলোয়ার দিয়ে দেখে"।

[রেফ: ইমাম আল-বাঘাওয়ির শারহ উস-সুন্নাহ, ১০/২৬ শামেলা]

অর্থাৎ যেমনটা শিরোনামে এ বলা হয়েছে, তারা হত্যাকে পানির মত সহজ বানিয়ে দেয়, এবং তারা এমন আচরণ করে যেন লোকদেরকে তলোয়ার ছাড়া শেখানো, পরিশুদ্ধ করা, তাদের সাথে বোঝাপড়ায় আসা বা তাদের সাথে আলোচনা করা সম্ভবই না।

❖ **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৫**

"এমন প্রত্যেক দলকে তারা তাকফির করে যারা তাদের ইসলামি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহন করেনা"!

❖ ✍ শায়খ আল আবদারী (রাহিমাহুল্লাহ) কয়েক শতাব্দী আগে বলে গেছেন:

"তাদেরকে দেখ যারা উনাকে (আল-মুহাল্লাব, একজন অসাধারণ সেনাপতি যিনি খারেজি নির্মূল করার জন্য সুপরিচিত ছিলেন) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে; হয় তারা তার নিজের দলেরই কিছু লোক ছিল, যারা এই কাজ করেছিল ঈর্ষা আর ঘৃণার বশবর্তী হয়ে, অথবা তারা খারেজি ছিল, যারা, যদি তারা পারতো উনাকে এর চাইতে খারাপ কিছু বলে আখ্যায়িত করতে, যেমন তিনি একজন কাফের, তাহলে তারা তা করতে দ্বিধা করত না। বাস্তবতা হচ্ছে, খারেজিরা আল-মুহাল্লাব এবং সকল মুসলিমকে কাফের মনে করে"।

[রেফ তিমাসাল আল-আমসাল ১/২৫৬]

❖ **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৬**

"তারা সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে দারুল কুফর বলে আখ্যায়িত করে এবং শুধুমাত্র তাদের খিলাফার অধীন ভূমিকেই দারুল ঈমান ভাবে, এবং তারা মুসলিমদের জান-মাল আক্রমণ করা এবং ধ্বংস করাকে কাফের অথবা মুশরিক শত্রুদের ধ্বংস করার চাইতেও বেশী বৈধ মনে করে"!

✍ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন (খারেজিদের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে):

তারা (খারেজিরা) মুসলিমদের বসবাসের জায়গাকে কুফর এবং যুদ্ধের জায়গা বানিয়ে নিয়েছিল এবং তারা যেখানে হিজরত করেছিল সেই স্থানকে তারা ঈমানের স্থান ভাবতো এবং তারা সকল মুসলিম দেশকে আক্রমণের জন্য বৈধ ভাবতো, যতটা তারা কাফেরদের দেশকে আক্রমণের উপযুক্ত মনে করতো তার চেয়েও বেশী পরিমাণে।

[রেফ: মাজমু আল-ফাতওয়া ৩/২৮]

আজকেও কি তারা একই রকম না ?!!

❖ **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৭**

"তারা তুচ্ছ কারণে মহিলা শিশু এবং অসমর্থদের হত্যা করার বৈধতা দেয়"।

✍ ইবনুল হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যদি মহিলারা, শিশুরা তলোয়ার এবং ইত্যাদি দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে আত্মরক্ষার স্বার্থে তাদের হত্যা করা বৈধ হয় কিন্তু যদি তারা পাথর এবং এজাতীয় বস্তু নিক্ষেপ করতে থাকে তাদের দুর্গ বা মজবুতকৃত বাড়িঘরের উপর থেকে

তাহলে তাদের হত্যা করা উচিৎ হবে না।

[রেফ: আয-যাকিরা খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৯]

❖ আপনি এই বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল খুঁজে পাবেন যদি আপনি দেখেন এবং জানতে পারেন যে তারা শাম-এ কি করেছে মহিলাদের সাথে, তারা তাদের হত্যা করেছে এবং দাসী বানিয়েছে এরকম কাজের জন্য। তারা বলে যে প্রত্যেক যোদ্ধাকে হত্যা করতে হবে, আমরা বলি যে হ্যাঁ কিন্তু কোন মহিলা যদি তোমাদের দিকে চিৎকার করে এবং পানি কিংবা হাড়ি-পাতিল তোমাদের দিকে ছুড়ে দেয় তার বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ এবং তার পরিবারকে হত্যা করার অপরাধে, তাহলে সে কি তোমাদের কাছে যোদ্ধা বলে বিবেচিত হয়? তোমরা অপর মুসলিমদের কাছ থেকে যে পরিমাণ গণিমত আত্মসাৎ করেছ তারপরও কি তোমাদের এইটুকু প্রশিক্ষণ হয়নি যে তোমরা কতগুলো হাড়ি-পাতিলের আঘাত উপেক্ষা করবে অথবা সহ্য করে নিবে?

روى الطبري في تاريخه: أن رجلا من السبيع كان به لمم، وكان بقرية يقال لها جوبر عند الخرارة وكان يدعى سماك بن يزيد، فأتت #الخوارج قريته فأخذوه وأخذوا ابنته، فقدموا ابنته فقتلوها، وزعم لي أبو الربيع السلولي أن اسم ابنته أم يزيد، وأنها كانت تقول لهم: يا أهل الإسلام، إن أبي مصاب فلا تقتلوه، وأما أنا فإنما أنا جارية، والله ما أتيت فاحشة قط، ولا آذيت جارة لي قط، ولا تطلعت ولا تشرفت قط، فقدموها ليقتلوها، فأخذت تنادي: ما ذنبي ما ذنبي! ثم سقطت مغشيا عليها أو ميتة، ثم قطعوها بأسيافهم

❖ "যৌবার নামক এক গ্রামে এক লোক ছিল, এবং তার নাম ছিল সামাক ইবনে ইয়াযিদ। খারেজিরা তাদের গ্রামে আসল, এবং তাকে এবং তার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। তারা তাকে সামনে নিয়ে আসল হত্যা করার জন্য, সুতরাং তার মেয়ে তাদের বলল: "হে ইসলামের লোকেরা! আমার বাবা শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধ আহত লোক, তাই তাকে হত্যা করো না। আর আমি হচ্ছি শুধু একটা ছোট মেয়ে, এবং আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি কখনো কোন অনৈতিক কাজ করিনি, আর না আমি কখনো আমার প্রতিবেশীরদের কোন ক্ষতি করেছি, আর না আমি... আর না আমি..." কিন্তু এরপরও তারা তাকে সামনে নিয়ে আসলো হত্যা করার জন্য, সুতরাং সে চিৎকার করে বলতে লাগলো: আমার কি গুনাহ? আমার কি গুনাহ? তারপর অজ্ঞান অথবা মৃত অবস্থায় সে পরে গেল, আর তারা তলোয়ার দিয়ে তার শরীর কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলল"।

[রেফ: আত-তাবারি, তার তারিখে। অনুবাদ উস্তাদ ইবনে আব্বাস আল-মিস্রি এর ফেসবুক ওয়াল থেকে সংগ্রহীত]

❖ ● **চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ০৮**

"তারা তাদের বিরোধিতাকারী প্রত্যেককে মুরজিয়া লেবেল লাগিয়ে দেয় এবং তাদের বিরোধী প্রত্যেককে কাফির ভাবে"!

✍ মায়মুন ইবনে মাহরান (রাহিমাহুল্লাহ), যিনি ছিলেন একজন ইমাম, একজন হুজ্জাহ, তার ভূখণ্ডের আলিম এবং মুফতি, তিনি বলেছিলেন: "তোমরা কি জানো হারুরি আল-আযরাকি (অর্থাৎ খারেজি) কে?" তিনি বললেন: "সে হচ্ছে এমন একজন যে কিনা, তুমি যদি তার মতের বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে সে তোমাকে কাফের তকমা লাগিয়ে দেবে এবং তোমার রক্ত হালাল ঘোষণা করবে"।

[রেফ: ফাতহ আল-বারি, ইবনে রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) ৫/৯৯ ইবনে আব্বাস আর মিশরি এর ফেসবুক ওয়াল থেকে নেয়া]

❖ ✍ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

খারেজিদের কথা যদি বলতে হয়, তারা আহলুস সুন্নাহকে "মুরজিয়া' বলে থাকে এবং খারেজিদের এই অভিযোগ মিথ্যা কারণ তারা নিজেরাই মুরযি'আহ। তারা দাবি করে যে লোকদের মধ্যে একমাত্র তারাই ঈমান এবং হকের উপর আছে এবং তারা আরও দাবি করে যে যারাই তাদের বিরোধিতা করে তারা সকলে কাফির এবং পথভ্রষ্ট"।

[রেফ: তাবাকাতুল হানাবিলা ১/৩৬]

❖ ✍ শাইখুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

এদের পথভ্রষ্টতার ভিত্তি হলো, পথ প্রদর্শনের ইমাম এবং মুসলিমদের মূল জামাত সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস যে তারা ন্যায়পরায়নতার সীমানা থেকে বের হয়ে গেছে এবং তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। এ হচ্ছে তাদের চিন্তাধারা যারা সুন্নাহকে পরিত্যাগ করেছে, যেমনটা করে থাকে রাফেযিরা এবং তাদের মতো আরও যারা আছে তারা। সুতরাং তারা যেটাকে যুলুম মনে করে, তারা সেটাকেই কুফরি বলে ধরে নেয় এবং তারপর এর উপর তারা মনগড়া বিধান আবিস্কার করে। সুন্নাহকে যারা ত্যাগ করে তাদের সবার মধ্যে এই তিনটি অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়, যেমন যারা হুরুরিয়্যাহ, রাফেযি এবং তাদের মতো অন্যান্যরা। তারা ইসলামের মৌলিক কতগুলো নীতিমালা ত্যাগ করে যতক্ষণ না তারা এর থেকে বের হয়ে আসে, ঠিক যেমন তীর শিকারের দেহ থেকে বের হয়ে যায়'।

[রেফ: মাজমু ২৮/৪৯৬]

❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!

■ অনুবাদঃ আবু আবরার।

● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

6>কি ভাবে খারেজীদের চিনবেন? পর্ব- ৪

- কি ভাবে খারেজীদের চিনবেন? পর্ব- ৪
  আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
  সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
- ► ওয়া'বাদ,
  আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের চতুর্থ পর্ব।
- উল্লেখ্য যে, যেকোন আল্লাহর বান্দা কপি করতে চাইলে তা কোনরুপ কাটছাট ছাড়াই অনুবাদিত আর্টিকেল-টি যেন হবহু কপি করেন! জাযাকুমুল্লাহ।
- **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১০**
  এরা সবসময় ফিৎনার সময় বের হয়। এমন এক সময়ে যখন মুসলিমরা ইতোমধ্যেই পরীক্ষা এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে আছে অথবা যখন মুসলিমরা তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।
- ✍ আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলেছেন যে:
- الناس من اختلاف عند يخرجون
- "তারা এমন এক সময়ে বের হয়ে আসবে (অথবা তাদের দল গঠন করবে) যখন লোকেরা (মুসলিমরা) এমনিতেও খারাপ সময় পার করছে (যেমনটা যুদ্ধ অথবা হানাহানির সময়ে হয়ে থাকে)
  [রেফ: ইবনে আবি আসিম, তার সুন্নাহতে (৯২৩); আবু ইয়া'লা (৪৭৩); মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ এবং অন্যান্য, হাসান বর্ণনাকারীদের ধারা সমেত, যেমনটা বলেছেণ শায়খ মানসুর ইবনে নাসির আল-মুতাইরি এবং শায়খ আল-আলবানি তার যিলাল আল-জান্নাহ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, যা আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এখান থেকে: http://www.alalbany.net/4312 অথবা দেখুন মাক্তাবাহ শামেলা ২/৪৪৯, হাদিস নাম্বার ৯২৩ এর অধীনে]
- ✍ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন যে
- قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فرقة تخرج عند اختلاف الناس تقتل لهم أقرب الطائفتين بالحق
- তারা আত্মপ্রকাশ করবে এমন এক সময়ে যখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকবে এবং তাদের দুই দলের মধ্যে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী থাকবে তারা তাদের সাথে লড়াই করবে
  [রেফ: মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ]
- ✍ অন্যান্য হাদিস থেকেও তাদের এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ! এই হাদিসগুলো আজকের দিনের দলগুলোর সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। সম্পূর্ণ হাদিসটি মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ এবং ইবনে আবি আসিমের সুন্নাহতে...
- (52) نا حدث يحيى بن آدم قال : نا حدث يزيد بن عبد العزيز قال نا حدث إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
  والضحاك بن قيس عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغنما يوم خيبر ، أتاه فرجل من بني
  تميم قال يده ذو صرة الخويد فقال : يا رسول الله ، اعدل ، فقال : هاك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ، فقال عمر : دعني يا رسول الله
  أقتله : فقال : لا ، إن لهذا أصحابا يخرجون عند اختلاف من الناس ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق
  السهم من الرمية ، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ، آيتهم [ص: 742] رجل منهم كأن يده ثدي المرأة ، وكأنها

قتلهم حين علي مع عيني وبصر حنين يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول من أذني فسمعت سعيد أبو فقال : قال ، تدردر بضعة
إليه فنظرت استخرجه ثم ، .

- **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১১**

  তারা মসজিদ এবং অমুসলিমদের উপাসনালয়ে আক্রমণ চালায়।

- কিছু সংখ্যক খারেজি একবার মক্কায় এসে মিলিত হয়, এবং নাহরওয়ানে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে থাকে, যা আলি রাঃ এর খিলাফতের অধীনে ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল, এবং যেখানে খারেজিরা পরাজিত হয়েছিল। খারেজিদের একজন বললো, "শুধু যদি আমরা আমাদের নিহত ভাইদের সম্মানে প্রতিশোধ নিতে পারতাম"। তারা সেখানে ইসলামের তিনজন নেতৃস্থানীয় লোককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়: "ইবনে মুলজামকে দায়িত্ব দেয়া হয় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার, আল হুজ্জাজ আল তামিমির উপরে দায়িত্ব পরে মুয়াবিয়া রাঃ কে মারার, এবং আমর ইবনে বকর আল-তামিমিকে বলা হয় আমর ইবনে আল-আস রাঃ কে হত্যা করতে। এই তিন হত্যাকাণ্ড একই সময়ে ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়, যখন এই তিনজন নেতা তাদের নিজ নিজ শহরে ফজরের নামাজের ইমামতি করতে আসবেন: যেগুলো ছিল যথাক্রমে দামাস্ক, ফুসতাত এবং কুফা। হত্যার পদ্ধতি হিসাবে নির্ধারণ হলো এই যে, প্রত্যেক হত্যাকারী মুসল্লিদের কাতারে আত্মগোপন করে থাকবে, এবং সুযোগ বুঝে যার যার শিকারকে বিষ মাখানো তরবারী দিয়ে আঘাত করবে।
- হিজরি ৪০ সালের ১৯শে রমজান, বা ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে, কুফার বড় মসজিদে সলাত আদায়রত অবস্থায়, আলি রাঃ কে খারেজি আব্দ আল-রহমান ইবনে মুলজামের হামলার শিকার হন। তিনি যখন ফজর সলাতের সিজদা দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে মুলজামের বিষ মেশানো তরবারী তাকে আহত করে।
- ✍ শাইখুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

  "তার (অর্থাৎ আলি রাঃ এর) খুনি ছিল তাদের (খারেজিদের একজন), এবং সে ছিল আব্দ আল-রাহমান বিন মুলজিম আল-মুরাদী, অথচ সে ছিল সবচেয়ে বেশী ইবাদত করা লোকদের একজন, এবং সে ছিল প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন"।

  [মিনহাজ আল-সুন্নাহ আল-নাবাওইয়্যা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৭]
- ✍ এখানে বর্তমান সময়ে তাদেরই জনপ্রিয় পত্রিকা আল-জাজিরা ইংলিশের নিউজ রিপোর্ট এর লিংক দিলাম - উত্তর নাইজেরিয়ায় (২০১৫ সাল) আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কিতঃ http://www.aljazeera.com/.../nigeria-boko-haram-deadly-attack...
- আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে আলির হত্যাকারী, খারেজি ইবনে মুলজিম (লানাতুল্লাহি আলাইহি) এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার হাত পা কর্তন করা হচ্ছিল তখন সে অনবরত তাকবির, তাহলিল, তাহমিদ উচ্চারণ করে যাচ্ছিল, এবং সে একটুও অনুশোচনা প্রকাশ করছিল না। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে গেল তখন সে বাঁধা দিল এই বলে যে সে যিকর রত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে চায় না!

  فقال والبواری، بالنفط وجاء الناس، فاجتمع ملجم، ابن أحضروا على دفن لما" أنه 2/254 تاريخه فی الذهبی روی : الكرام الأخوة
  ورجليه، يديه الله عبد فقطع منه، نشتف دعونا طالب، أبی بن جعفر بن الله وعبد والحسين، -على أبناء أحد -الحنفية بن محمد
  حتى "خلق الذى ربك باسم اقرأ" يقرأ وجعل عمك، عينى لتكحل إنك :يقول وجعل يجزع فلم عينيه، فكحل يتكلم، ولم يجزع فلم
  أن أكره ولكنى بجزع، ذاك ما :فقال ذلك، فی له فقيل فجزع، لسانه عن فعولج به أمر ثم لتسيلان، عينيه وإن ختمها،
  في رأيا من ذلك أيعتبر ؟ المثلة عن الأكيد النهي مع وجهه فما كان وإن !!!! هذا صح فهل "!!! الله أذكر لا فواقا الدنيا فی أبقى
  " عنه الله رضي علي بن للحسن قوله عنه روي بل ، حرابة قتله في يري لم عنه الله رضي علي الإمام أن غير ؟ المحارب عقوبة
  . فيكم الله بارك أفيدونا . " كضربتي فضربة مت وإن ، دمي ولي فأنا عشت فإن إساره أحسنوا

  এটি অবশ্য একটি দুর্বল বর্ণনা। তবে এটি সত্যি হলেও আমি অবাক হব না, কেননা নাবি সাঃ তো বলেছিলেনই যে: "তোমরা তোমাদের সলাতকে তাদের সলাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে এবং তোমাদের তিলাওয়াতকে তাদের তিলাওয়াতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে।
- **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১২**

  এরা অপরপক্ষের মুসলিম মহিলাদেরকে দাস হিসাবে বন্দী করাকে হালাল মনে করে।
- আবারও বলতে হয় যে, কেউ যদি খারেজীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে থাকে তাহলে সে তাদের এই বৈশিষ্ট্য পড়া মাত্র তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারবে। কিন্তু যারা এই বিষয়ে জানে না তারা এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সঠিক উপসংহারে পৌছতে পারবে না।
- ✍ ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন:

  (2465) - (الزهری قال: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون , فيهم بدريون فأجمعوا أنه لا يقاد
  أحد , ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه " ذكره أحمد فی رواية الأثرم.
- "ফিতনা তৈরি হলো কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসুলের অনেক সাহাবী তখনও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন এমন ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা সকলে একমত হন যে কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হবে না (যারা সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে) এবং কুরআনের অপব্যাখ্যা করে সম্পত্তিও কুক্ষিগত করা হবেনা, তবে কেউ যদি হুবহু তার নিজের জিনিসটি খুঁজে পায় (তাহলে সে তা নিয়ে নিতে পারে)।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- **● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ১৩**
  তাদের ফন্দি এবং চক্রান্ত সমসময় মুসলিম জনসাধারণদের ক্ষতি করে।
- যেমনটা ৩ নং বৈশিষ্টে বলা হয়েছে, খারেজীদের কাজকর্ম সবসময় সাধারণ মুসলিম জনসাধারণেরই ক্ষতি করে। তারপর তাদের উপর আরও বেশী আইন চাপিয়ে দেয়া হয়, এবং তাদের শত্রুরা নিরপরাধ মুসলিমদের উপর আরও বেশী অন্যায় অত্যাচার চালানোর ছুতা খুঁজে পায়। যুক্তরাজ্যের সিটিএস বিল এর একটি ছোট্ট উদাহরণ পড়ুন।
  http://english.alarabiya.net/.../Chad-bans-full-veil-after-de...
- ✍ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন -
- "আলি রাঃ ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করেননি যতদিন না তারা নিরপরাধদের রক্তপাত করার মাধ্যমে এবং মুসলিমদের সম্পদ ধ্বংস করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছিল। তখন তিনি তাদের সাথে লড়াই করেন যাতে করে তাদের অন্যায় আগ্রাসন এবং তাদের অবৈধ বিদ্রোহকে প্রতিহত করা যায়..."
  [রেফ: মাজমু আল-ফাতওয়া ৩: ২৮২-২৮৮]
- ✍ আল হাফিয আল মুনযিরি রাহিমাহুল্লাহ তার "আত-তাগরিব ওয়াত-তারহীব" কিতাবে, তারহীব মিন আদ-দাওয়ি ফিল ইলমি ওয়াল কুর'আন অধ্যায়ে লিখেছেন যে আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ তার সাহাবীদেরকে বলেছিলেন:
  "তাদের (খারেজিদের) মধ্যে কি কোনরূপ কল্যাণ আছে?" (বস্তুত তাদের সমস্ত কর্মকান্ডই অকল্যাকর)
- [রেফঃ ইমাম আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসটিকে হাসান লি ঘাইরি সহিহ ঘোষণা করেছেন আত-তারঘিব ওয়াত তারহীব: নং ১৩৫]
- ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৪
  খাওারিজরা এবং তাদেরকে যারা সমর্থন করে তারা সচরাচর কর্কশ, নির্দয়, এবং অল্পতেই মানুষের সমালোচনা করতে অভ্যস্ত হয়।
  -✍ ইবনে আরযাক বিন কায়েস বর্ণনা করেছেন যে:
  "আমরা আল-আহওয়াজ শহরে ছিলাম যা ছিল শুকিয়ে যাওয়া এক নদীর তীরে অবস্থিত। আবু বারযা আল-আসলামী একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসলেন এবং তিনি তার ঘোড়াটিকে ছেড়ে রেখে সলাত পড়তে শুরু করলেন। ঘোড়াটি দৌড়ে পালিয়ে গেল, সুতরাং আবু বারযাহ তার সলাত রেখে তার ঘোড়ার পিছনে ছুটলেন যতক্ষণ না তিনি এটাকে আবার ধরে ফেরত নিয়ে আসতে পারলেন, এবং তারপর তিনি তার সলাত সম্পন্ন করলেন। আমাদের মধ্যে একজন লোক ছিল যে কিনা ভিন্নমত পোষণ করত (সে ছিল খাওয়ারিজদের একজন)।
  সে এসে বলতে লাগলো: "দেখো এই বৃদ্ধ লোকটাকে! সে একটা ঘোড়ার জন্য তার সলাত ছেড়ে দিল"। তখন আবু বারযাহ আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, "যেদিন আমি আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ এর কাছ থেকে চলে এসেছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমার দোষ ধরেনি; আমার বাসা এখান থেকে অনেক দূরে, এবং যদি আমি সলাত চালিয়ে যেতাম এবং আমার ঘোড়াকে পালিয়ে যেতে দিতাম, তাহলে আমি রাত পর্যন্ত আমার বাড়িতে গিয়ে পৌছতে পারতাম না"। তারপর আবু বারযাহ উল্লেখ করলেন যে, তিনি নাবী সাঃ এর সংসর্গে ছিলেন, এবং তিনি তাকে (নাবী ছাঃ কে) নমনীয়তা অবলম্বন করতে দেখেছেন।
  [রেফ: সহিহ আল-বুখারী ৬১২৭]
- এই বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কিভাবে খারেজিরা (এই সাহাবীর মতো) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোকদেরকেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং যাকে ইচ্ছা তার সমালোচনা করে। তাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু কি একজন বৃদ্ধলোক, একজন আলেম, একজন স্ত্রীলোক, নাকি একজন তরুণ, এসব বিষয়ের তারা কোন পরোয়া করে না। এমনকি আজকেও আপনি দেখবেন তারা তাদের বিরুদ্ধাচারণকারী আলেমদের সাথে চরম দুরব্যবহার করে থাকে। এবং যেসব আলেমদের বক্তব্যকে একসময় তারা রাত-দিন প্রচার করে বেড়াতো, তিনিও যখন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন অথবা ইখতেলাফ করেন অথবা তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তখন হয় তারা তাকে হত্যা করে, অথবা তাকে ব্যাঙ্গ করে। এবং এভাবেই তাদের অতি পরিচিত 'স্কলারস ফর ডলারস' অথবা 'দরবারী শাইখ' জাতীয় উপাধিগুলো চালু হয়।
- আমরা হয়তো তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই তাদের এহেন অন্যায় আচরণের জন্য তাদের বয়সের অপরিপক্কতা আর হরমোনের অতিসায্যকে দায়ী করতে পারবো, কিন্তু এই ব্যাপারটি উপেক্ষা করা যাবে না যে দিনশেষে তারা তাদের এই কাজগুলোর মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যে খারেজীদের বৈশিষ্টগুলোকে আত্মস্থ করে ফেলেছে।
- ঠিক এজন্যেই ইমাম বুখারী তার এই অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছিলেন:
  "উত্তম আদব কায়দার (আল-আদাব) বই এবং বলেছেন -
  "মানুষের জন্য পরিস্থিতিকে সহজ কর এবং তাদের অবস্থা কঠিন করে দিয়ো না"।
- ❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!
  ■ অনুবাদঃ আবু আবরার।
  ● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

7> কি ভাবে খারিজিদের চিনবেন? প্রবন্ধের ৫ম পর্ব।

- ✓ *কি ভাবে খারিজিদের চিনবেন? চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৫ম পর্ব।*

আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

▶ ওয়া'বাদ,

আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৫ম পর্ব।

উল্লেখ্য যে, যেকোন আল্লাহর বান্দা কপি করতে চাইলে তা কোনরুপ কাটছাট ছাড়াই অনুবাদিত আর্টিকেল-টি হবহু কপি করুন !

জাযাকুমুল্লাহ।

● চিহ্নিতকারী বৈশিস্ট্যঃ ১৫:

"তারা তাদের ভুল ব্যাখ্যার দরুন লড়াই করে যতক্ষণ না ফিৎনার উৎপত্তি হয়, এর বিপরীত করার পরিবর্তে"।

✍ ইবনে উমার রাঃ এর একটি অসাধারণ সুন্দর জবাব আছে, তাদের বিরুদ্ধে যারা জিহাদের আয়াত মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে।

“বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আয-যুবায়েরের সংঘাত যখন চলাকালীন দুজন লোক ইবনে উমারের কাছে আসলো এবং তাকে বললো, “লোকেরা ঈমান-আমলের ক্ষেত্রে ঘাটতিতে পরে গিয়েছে এবং আপনি হচ্ছেন উমারের ছেলে এবং আল্লাহ্‌র রাসুলের সাহাবী। সুতরাং কোন জিনিস আপনাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) বেরিয়ে যাওয়া থেকে ঠেকাচ্ছে? তিনি বললেন, “আমাকে যা বাঁধা দেয় তা হলো এই যে, আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্ত ঝরানোকে আল্লাহ্‌ আমার জন্য হারাম করেছেন”।

তারা বলল, “আল্লাহ্‌ কি বলেননি:

(এবং তাদের সাথে লড়াই করো যতদিন না ফিতনা দূরীভুত হয় (কুফর এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা)”।

তিনি বললেন, “সত্যিই আমরা লড়াই করেছি যতদিন না ফিতনা দূরীভুত হয়েছে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা লড়াই করতে চাও যতক্ষণ না ফিতনা তৈরি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের জন্য সাব্যস্ত হয়!”

[রেফ: ইবনে কাসির সুরাহ বাকারার ১৯০-১৯৩ নং আয়াতের তাফসিরে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন]

✍ ইমাম ইবনে আল-জওজী আমাদেরকে বলছেন: ‘আলী রাযিঃ সিফফিন থেকে ফেরত আসলেন এবং কুফায় প্রবেশ করলেন: খারেজিরা তার অনুসরণ করল না। বরং তারা হারুরা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করল। তারা সংখ্যায় ছিল বার হাজার, এবং তারা (কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য লিখনীর অপব্যাখ্যা করছিল) এই বলে যে: ইনিল হুকমা ইল্লা লি'ল্লাহ – “কোন বিচার হতে পারে না, আল্লাহ্‌র বিচার ছাড়া (তারা এই কথার মাধ্যমে আলী রাঃ এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ তৈরি করে নিয়েছিল)। এভাবেই তাদের সুত্রপাত হয়।

[রেফ: তাবলিস ইবলিস (শয়তানের ধোঁকা) পৃষ্ঠা ৮৯]

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৬:

"তারা কমবয়সী মেয়েদের, স্ত্রীদের, এবং পরিবারের সদস্যদের প্ররোচিত করে তাদের পরিবার এবং দায়-দায়িত্ব ফেলে তাদের তথাকথিত সাম্রাজ্যে যোগ দিতে"!

✍ ঈমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ, তার সময়কার খারেজিরা এবং তাদের সমর্থকগোষ্ঠী যুবক বয়সীরা কিভাবে আচরণ করত তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

« ثُمَّ خَرَجُوا يَتَسَلَّلُونَ وُحْدَانًا ; لِئَلَّا يَعْلَمَ أَحَدٌ بِهِمْ فَيَمْنَعُوهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ فَخَرَجُوا مِنْ بَيْنِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَفَارَقُوا سَائِرَ الْقَرَابَاتِ ، يَعْتَقِدُونَ
بِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ عِلْمِهِمْ وَعَقْلِهِمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُرْضِي رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ الْمُوبِقَاتِ ، وَالْعَظَائِمِ وَالْخَطِيئَاتِ ، وَأَنَّهُ
مِمَّا يُزَيِّنُهُ لَهُمْ إِبْلِيسُ وَأَنْفُسُهُمُ الَّتِي هِيَ بِالسُّوءِ أَمَّارَاتٌ . وَقَدْ تَدَارَكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بَعْضَ أَوْلَادِهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَرَدُّوهُمْ وَوَبَّخُوهُمْ ، فَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى
الِاسْتِقَامَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِالْخَوَارِجِ فَخَسِرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .»

“তারা বের হয়ে যেত, গোপনে এবং একাকী, যাতে করে তাদের ধরা পড়তে না হয় এবং যাতে কেউ তাদের চলে যাওয়া রোধ করতে না পারে। তারা চলে যেত তাদের বাবাদের এবং মায়েদের মাঝ থেকে, তাদের চাচা এবং খালাদের মধ্য থেকে, আত্মীয়-স্বজনকে পেছনে ফেলে দিয়ে। তাদের অজ্ঞতার কারনে তারা মনে করতো - (যেহেতু তাদের জ্ঞান এবং উপলব্ধি একদম নগণ্য ছিল) যে এরকম কাজ আসমান এবং জমিনের মালিকের কাছে পছন্দনীয় হবে, তারা বুঝতো না যে তারা সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ করে বসছে, যা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং সর্বনিকৃষ্ট পাপগুলোর একটি, আর তারা বুঝতো না যে এই কাজ তাদের কাছে নয়নপ্রীতিকর করে তুলেছে শয়তান এবং তাদেরই নিজেদের অহংবোধ, যা তাদেরকে নষ্টামিতে লিপ্ত হতে বদ্ধপরিকর হয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ তাদের সন্তান, আত্মীয়, এবং ভাইদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, এবং তাদের ফেরত এনে তাদেরকে তিরস্কার করতে পেরেছিল। এরপর এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীতে ন্যায়পরায়নতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু বাকিরা আবার পালিয়ে গিয়ে খারেজিদের সাথে যোগ দেয়, এবং এভাবে তারা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়”।
[রেফ: আল-বিদায়া ওয়া’ল নিহায়া, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫৮১]

সুবহানাল্লাহ এই ঘটনার সাথে এখন যা ঘটে চলেছে তার কি আশ্চর্য মিল! প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি এদের বৈশিষ্টগুলোকে বছরের পর বছর ধরে একই রকম রেখে দিয়েছেন যাতে আমাদের জন্য এদেরকে চেনা সহজ হয়।

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৭:

"তারা তাদের দাবীকৃত খিলাফার পক্ষে লড়াই করে যদিও তা করতে গিয়ে তাদের স্ফটিক স্বচ্ছ সুন্নাহর বিপরীতে যেতে হয়"।

✍ সাইদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন: আবদুল্লাহ বিন উমার এসে আমাদের সাথে দেখা করলেন এবং আমরা আশা করতে লাগলাম যে তিনি হয়তো আমাদেরকে ভালো কিছু বর্ণনা করে শোনাবেন। এক লোক তার কাছে আসলো এবং বলল: “ও আবু আব্দুর রহমান, আমাদেরকে জুলুম-নির্যাতনের সময় লড়াই করা সম্পর্কে বলুন যেমনটা আল্লাহ্‌ বলেছেন: “এবং লড়াই কর যতক্ষণ না অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হয়”। (২:১৯৩)

ইবনে উমার বললেন, “তোমরা কি জানো অন্যায় অত্যাচার কি? তোমার মা যেন তোমাকে হারিয়ে শোকার্ত হন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শুধুমাত্র পৌত্তলিকদের সাথেই লড়াই করেছিলেন যেহেতু দ্বীন পালন করার ক্ষেত্রে তখন নির্যাতনের শিকার হওয়া লাগছিল। এটা তোমরা যেভাবে শাসনক্ষমতা লাভ করার জন্য লড়াই করছো সেরকম নয়”।
[রেফ: সহিহ বুখারী ৬৬৮২]

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৮:

"তারা দ্বীনের বিধান প্রয়োগ করতে চায় নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই"।

✍ ইমাম গাজ্জালী আস-সুফী রাহিমাহুল্লাহ কিছু কথা বলেছিলেন যা খারেজিদের যুক্তিখণ্ডন করে এবং তাদের বানোয়াট, মনগড়া ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণিত করে!

তিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন:

“দ্বীনের ব্যাপারগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করতে পারেনা যতক্ষণ না গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। তা না হলে, কেউ যদি তার সমস্ত সময় অত্যাচারীদের তলোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত থাকে, এবং হামলাকারীদের হাত থেকে নিজের রিজিক উদ্ধারে ব্যস্ত থাকে, তাহলে কখন সে কাজ করবে আর কখন সে ইলম অন্বেষণ করবে, যা কিনা তার আখিরাতে সুখ-শান্তি অর্জন করার মাধ্যম!

সুতরাং, দুনিয়াবী বিষয়সমূহ ভালো অবস্থায় থাকা – এবং এর দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি মানুষের প্রয়োজনসমূহ পূরণ হওয়া – হচ্ছে দ্বীনি ক্ষেত্রে ভালো অবস্থায় থাকার পূর্বশর্ত”।
[রেফ: আল-ইক্বতিসাদ ফিল ইতিকাদ]

এই একই কথা শায়েখ সালিহ আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বার বার বলছেন। নিরাপত্তা ছাড়া কখনো শান্তি আসতে পারে না। দেখুন তারা মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলোকে কি বানিয়ে ছেড়েছে। লক্ষাধিক মুসলিম তাদের জীবন হারিয়েছে, ঘরবাড়ি হারিয়েছে, সারা জীবনের সঞ্চয় হারিয়েছে, আয় উপার্জনের পথ হারিয়েছে, পরিবার হারিয়েছে... এর সবকিছু হয়েছে এই দলগুলোর একটা ৫০ বর্গফুটের খিলাফা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন পূরণ করতে

গিয়ে।

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ১৯:

"তারা অমুসলিমদের দেশে বাস করতে থাকা তাদের সমমনা লোকদের এবং অনুসারীদেরকে আহ্বান জানায় যে তারা যেন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যদিও অমুসলিম দেশে বাস করার ভিসা দেয়ার সময় তাদেরকে আইন মেনে চলতে রাজি থাকার শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে"।

এই যদি হয় একজন অমুসলিমের কাছ থেকে চুরি করার বিধান (যে আমাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করছে), তাহলে তাকে হত্যা করার বিধান কি হতে পারে?

✍ ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এমন লোকদের সম্পর্কে বলছেন যারা কাফিরদের ভুমিতে প্রবেশ করে এবং তাদের সম্পদের কিছু অংশ নিয়ে নেওয়ার সুযোগ তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়: যদি কোন মুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে দার আল-হারবে প্রবেশ করে (অর্থাৎ কাফির কতৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে), এবং তাদের কিছু সম্পদ নিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে তার জন্য এর কোন অংশ গ্রহণ করা বৈধ হবেনা, হোক তা কম কিংবা বেশী, কেননা সে তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে, সুতরাং তাদেরও উচিৎ তার কাছ থেকে নিরাপদ থাকা। এবং সম্পদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বেশ কিছু ক্ষেত্রে:

১) যদি এর মালিক মুসলিম হয়,

২) যদি এর মালিক মুসলিম রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকে

৩) যদি এর মালিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা পেয়ে থাকে

[রেফ: আল-উম্ম, ৪/২৪৮]

✍ আল-সারকাসী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "নিরপত্তার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত কোন মুসলিমের জন্য এটা সমীচীন নয় যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কেননা বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম"।

সে যদি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের সম্পদ দার আল-ইসলামে (মুসলিম ভুমিতে) নিয়ে যায়, তাহলে কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ হবেনা যে সে তার কাছ থেকে জেনেশুনে এমন বস্তু ক্রয় করবে, কেননা এই জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছে হারাম পন্থায়, এবং এই লোকের কাছ থেকে ক্রয় করা হলে সে এই একই কাজ আবার করার জন্য উৎসাহ পাবে, এবং কোন মুসলিমের জন্য এমনটা করা বৈধ হবেনা। এ সম্পর্কে প্রাথমিক মূলনীতি হচ্ছে আল-মুঘিরা ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস...

[রেফ: আল-মাসবুত, ১০/৯৬]

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২০:

"এরা বাদশাহ/ শাসকের প্রতি আনুগত্যের দায়িত্বকে স্বীকার করে না।

✍ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ বলেছেন -

ب ن محمد ب كر أب ا سمعت :ي قول ال حلاب ب اكويه ه ب ن أحمد ب ن محمد ب كر أب ا سمعت :ي قول ال حاف ظ الله ع بد أب ا ال حاكم و سمعت

هؤلاء ت بغضون..... إذ كم أحمد ي ا :طاهر ب ن الله ع بد ل ي ق ال :ي قول ال رب اطي سع يد ب ن أحمد سمعت :ي قول خزي مة ب ن إ سحاق

طاعة ل ل سلطان ي رون لا إنهم :أو لا .معرف ة عن أب غضهم وأنا جهلا، ال قوم

"আমি আহমাদ বিন সাইদ আর-রিবাতিকে বলতে শুনেছি "আবদুল্লাহ বিন তাহির আমাকে বলেছেন, "হে আহমাদ (ইবনে সাইদ), নিশ্চয়ই তোমরা ওই দলটিকে (মুরজিয়াদের) ঘৃণা করো, অজ্ঞতার ভিত্তিতে, আর আমি তাদের ঘৃণা করি জ্ঞানের ভিত্তিতে।

প্রথমত, (তাদের চিহ্ন হচ্ছে) তারা বিশ্বাস করে না যে শাসকের আনুগত্য করা একটি কর্তব্য..."

[রেফ: ইমাম আবু উসমান আস-সাবুনি (মৃত্যু ৪৪৯

হিজরী রাহিমাহুল্লাহ) এর কিতাব, 'আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদিস' থেকে]

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২১:

"এরা মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দিবে কিন্তু মুসলিমদের হত্যা করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববে না"

✍ রাসুলুল্লাহ ছাঃ বলেছেন -

ي ق ت لون أهل الإ سلام وي دعون أهل الأوث ان

তারা (খারিজিরা) মুসলিমদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদেরকে ছেড়ে দেবে/ বাঁচিয়ে রাখবে।

[রেফ: সহিহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, বই ৫৫, হাদিস ৫৫৮; সুনান আন-নাসাই, ২৫৭৮]

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২২:

"এদের কাজকর্ম এত বেশী বিশৃঙ্খলা তৈরি করে যে এদেরকে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হয়েছে"।

✍ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, খারেজী বিদ্রোহীদেরকে আল্লাহ্‌র সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি কবলে মনে করতেন!

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

[রেফ: সহিহ আল-বুখারী ৬৫৩১]

✍ ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলেছেন:

এই হাদিসের ইসনাদ সহিহ। এছাড়াও ইমাম মুসলিমের সহিহ মারফু হাদিস থেকে প্রমাণিত, যেখানে তিনি আবু যার রাঃ এর কাছ থেকে খারেজিদের বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিস বলছে যে: “তারা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি”। এবং ইমাম আহমাদও একই ধরনের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আনাস বিন মালিক রাঃ এর কাছ থেকে, যেই হাদিসটির ইসনাদ মজবুত। ইমাম বাযযার (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আয়িশা রাঃ এর কাছ থেকে, যিনি আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: “তারা হবে আমার উম্মাহের মধ্যে নিকৃষ্ট এবং তাদেরকে হত্যা করবে যারা আমার উম্মাহের শ্রেষ্ঠ! এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারা হাসান।

[রেফ: ফাতহুল বারী, খণ্ড নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ১৬৮-৯]

❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!

■ অনুবাদঃ আবু আবরার।

● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

কি ভাবে খারিজিদের চিনবেন? খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" ৫ম পর্ব।

✓ *About সহীহ-আকিদা(RIGP)*

৪> খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" ৬ষ্ঠ পর্ব!

❖ খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" ৬ষ্ঠ পর্ব!

❖ আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

❖ ▶ ওয়া'বাদ,

আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ পরব!

❖ ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৩

"তারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করে যে তারা তাদের পক্ষে কিনা এবং যদি তারা তাদের সমর্থক না হয় (এমনকি রাজনৈতিকভাবেও) তাহলে খারেজিরা তাদের হত্যা করা হালাল মনে করে"!

✍ ইতিহাসবিদ ঈমাম আল-তাবারী এবং ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুমুল্লাহ অত্যন্ত সুক্ষ ও ভীতিকর বর্ণনা সংরক্ষণ করে গিয়েছেন যে কিভাবে খারেজিরা সন্ত্রাসবাদ, হানাহানি আর রক্তপাত ঘটিয়ে বেড়াতো। ৩৭ হিজরি/ ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার ইতিহাস তারা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন খারেজিরা নাহারাওয়ান এবং ইরাকের আশেপাশের এলাকাগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে শুরু করে। তারা সেখানে যাকে ধরতো তাকে এক “ইমতিহান” বা প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হতো।

❖ “যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের পবিত্রতা, বা জজবার ধারণার সাথে যথেষ্ট পরিমাণে না মিলতো, অথবা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যার সাথে মিলে না যেত, তাহলে এর শাস্তি ছিল "মৃত্যু"। পরিস্থিতি চরম অসহনীয় হয়ে উঠল যখন তারা একেবারে প্রথম দিকের সাহাবী, খাব্বাব আল-আরাতের ছেলে, আব্দুল্লাহকে তাদের পরবর্তী শিকার হিসাবে বেছে নিল।

কিছুসংখ্যক খারেজি রসদ সংগ্রহের জন্য ঘোড়া চালিয়ে তার গ্রামে এসে উপস্থিত হলো এবং তারা ভাবলো যে আবদুল্লাহকে দিয়ে তারা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তারা তাকে তাদের তির্যক সব প্রশ্ন করতে শুরু করলো! প্রথমে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল আবু বকর, উমার, এবং উসমানের খিলাফতের ব্যাপারে। আবদুল্লাহ তাদের ব্যাপক প্রশংসা করলেন এবং তাদের প্রত্যেকের খিলাফারও প্রশংসা করলেন। এই পর্যন্ত সব কিছু ভালোই ছিল। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল আলি রাঃ এর ব্যাপারে, এবং তিনি ‘তাহকিম’ বা মধ্যস্ততা করার পূর্বে ও পরে তার অবস্থা সম্পর্কে তারা

তার কাছে জানতে চাইলো। আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, "তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অনেক ভালো জ্ঞান রাখেন, এবং তিনি তোমাদের চাইতে অনেক বেশী ধার্মিক এবং তার দ্বীন সম্পর্কে উপলব্ধিও তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী"। এবং এই কথার দ্বারা, তার পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গেল।

❖ তারা তাকে এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বাঁধলো এবং তাদের হেঁচড়ে এক খেজুর বাগানে নিয়ে আসলো, যা গাছে পরিপূর্ণ ছিল এবং যার পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। যখন তারা তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, এমন সময়ে একটি খেজুর মাটিতে এসে পড়লো, এবং খারেজিদের একজন সেটা মাটি থেকে তুলে মুখে দিয়ে দিল। এমতাবস্থায় তার খারেজি সতীর্থদের একজন বলল "তুমি কি এটা মালিকের অনুমতি ছাড়াই করলে আর এর দাম না দিয়েই এমন করলে?" সে তৎক্ষণাৎ খেজুরটি মুখ থেকে ফেলে দিল।

❖ অপর এক খারেজি যে আক্রমণাত্মকভাবে তার তলোয়ার ঘোরাচ্ছিল, সে দুর্ঘটনাবসত তার পেছনে চড়ে বেড়াতে থাকা একটা গরুর শরীরে আঘাত করে পশুটিকে মেরে ফেলল। তার সঙ্গীরা জোর দাবি জানালো যে সে এর মালিককে খুঁজে বের করুক এবং তাকে পশুটির পূর্ণ মূল্য বুঝিয়ে দিক। সে এর দাম শোধ করে আসা পর্যন্ত তারা তার জন্য অপেক্ষা করল। এভাবে, একটা খেজুর এবং একটা গরুর ব্যাপারে সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়নতা দেখিয়ে, তারা আবদুল্লাহকে জবাই করে হত্যা করল এবং তার স্ত্রীর পেট চিরে ফেলল। খজুর ফেলে দিয়ে, গরুর দাম শোধ করে দিয়ে, স্বামী, স্ত্রী এবং অনাগত শিশুকে পাশবিক কায়দায় হত্যা করে, একদম পরিস্কার বিবেকসহ তারা তাদের রসদ কিনে সেখান থেকে চলে গেল"।
[রেফ: আত-তাবারী, তারিখ আল-রাসুল ওয়া'ল-মুলুক (মিসর: দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৬৪); ৫:৮১-২; ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়া'ল-নিয়াহা (দার আল-হিজর, ১৯৯৮) ১০:৫৮৪; আরও দেখুন এই শিরোনামযুক্ত পিডিএফ "Selected Examples from the Characteristics of the Extremist Khawaarij" (চরমপন্থী খাওয়ারিজদের নির্বাচিত বৈশিষ্টসমূহের উদাহরণ) যা সংকলন করে প্রস্তুত করেছেন তালিবুল ইল্ম, আদিল বিন আলি আল-ফুরাইদান, এবং যার সম্পাদনা এবং সত্যায়ন করেছেন শায়খ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দির-রাহমান আল-খুমায়্যিস]

❖ ✍ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এক মাথামোটা খারেজীকে তার নিজের বিদআত দিয়েই ঘোল খাইয়ে দিলেন যখন কুফায় খারেজিদের আবির্ভাব ঘটল, তখন তারা আবু হানিফাহ রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে এসে বলল, "কুফর থেকে তওবা করুন ও শায়খ!"
তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করছি সকল কুফর থেকে" তখন খারেজিরা তাকে ছেড়ে দিল। এরপর যখন তিনি চলে যেতে নিলেন তখন তাদেরকে বলা হল, "তিনি কুফর থেকে তওবা করেছেন, কিন্তু এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন তোমরা যার উপর আছো সেটাকে, অতএব তাকে ফেরত নিয়ে আসো"। সুতরাং তাদের নেতা তাকে বললেন, "হে শায়খ! আপনি কুফর থেকে তওবা করেছেন, আপনি কি (কুফর দ্বারা) সেই জিনিস বুঝিয়েছেন যার উপর আমরা আছি?" আবু হানিফা তাকে বললেন, "তুমি কি এই কথা ধারণা থেকে বলছো নাকি নিশ্চিত জ্ঞান থেকে বলেছো?" সে বলল, "ধারণা থেকে" সুতরাং আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "মহান আল্লাহ্ বলেছেন "ও তোমরা যারা ঈমান এনেছো, অতিরিক্ত [নেতিবাচক] ধারণা করা (যাউন) থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই, কোন কোন ধারণা করা হচ্ছে গুনাহ"। (৩৯:১২)। এবং এ হচ্ছে তোমার তরফ থেকে হওয়া এক গুনাহ, এবং তোমাদের মতানুসারে, প্রত্যেক গুনাহ ই হচ্ছে কুফর। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই কুফর থেকে তওবা করতে হবে"। সে বলল, "আপনি সত্যি কথাই বলেছেন হে শায়খ, আমি কুফরি থেকে তওবা করছি"।
রেফারেন্সঃ
মানাকিব আবি হানিফাহ, আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কি (পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)

● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্য' ২৪
"এরা অধিকাংশই বয়সে তরুন হয়, জ্ঞানী, শিক্ষিত, এবং বয়োবৃদ্ধ আলেমরা এদের সঙ্গে থাকেন না এবং যারা তা করেন তারা ভয় থেকে করেন যেহেতু এরা তাদের ভুমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়"।

❖ ✍ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার ইসনাদে আলী রাঃ এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন
"আমি নাবী সাঃ কে বলতে শুনেছি: "সময়ের শেষের দিকে এমন কিছু লোক বের হবে যারা বয়সে হবে তরুণ এবং চিন্তায় হবে অপরিপক্ক (হুদাসা আল-আসনান ওয়া সুফাহা আল-আহলাম), কিন্তু তারা এমনভাবে কথা বলবে যেন তাদের কথা হচ্ছে সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে সেরা"।

❖ ✍ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন "খারেজিরা; কিভাবে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কাফের, যে কারণে তারা তাদের রক্তকে হালাল বলে ঘোষণা করে... এবং তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ এবং তাদের হত্যা করায় লিপ্ত হয়? এর সব কিছু হচ্ছে ওই সমস্ত লোকদের চিন্তাধারা থেকে উদ্গত যারা অজ্ঞতার উপরে থেকে ইবাদত করে; যাদের হৃদয় জ্ঞানের আলোয় বিকশিত হয়নি, আর না তারা ইল্মের রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।
[রেফ: ফাতহুল বারী, ১৫: ৩৯৪]

❖ ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৫:
"এদের মধ্যে প্রকৃত আলেমরা থাকবেন না"!
✍ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের সম্পর্কে বলেছেন:
" لو و الله الا سلام، سابـ قة فـ ي بـ أهل الامر لهذا و لا الـ تأويـ ل فـ ي علماء و لا الديـ ن فـ ي فـ قهاء و لا لـ لقرآن بـ قراء لـ يـسوا الذيـ ن
وهوقـ ل كـ سرى بـ أعمال فـ يكم لـ عملوا عـ لـ يكم؛ وُلُّوا"

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

❖ "তারা না কুররা (কুরআনের তিলাওয়াতকারী যারা এর আদেশ মোতাবেক জীবনযাপন করে) আর না তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন লোক। না তারা কুরআনের ব্যাখ্যা করার শাস্ত্রে দক্ষ আলিম, আর না তারা এই কাজের উপযুক্ত (যা কিছু ইসলামে ইতোমধ্যে হয়ে গেছে) আল্লাহ্র কসম! তাদেরকে যদি তোমাদের উপর স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তাহলে তারা তোমাদের মাঝে খসরু আর হেরাক্লিয়াসের কাজকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।
[রেফ: ৩/১১৭ - الطبري تاريخ]

ঠিক এজন্যেই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে তার বিতর্কের সময় তাদেরকে বলেছিলেন: আমি তোমাদের কাছে এসেছি [এমন আলেমদের কাছ থেকে যারা] মুহাজিরিন এবং আনসার, এবং আল্লাহ্র রাসুল সাঃ এর মেয়ে-জামাই। তাদের উপরে কুরআন নাযিল হয়েছিল। তারা এর অর্থ সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত; এবং তাদের একজনও তোমাদের সাথে নেই!!
[রেফ: সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ (৫/১২-১৩)]

❖ ● চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্যঃ ২৬:
তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রক্তাক্ত, ৫০ মিটারের তথাকথিত খিলাফা এর সীমানার ভেতরে হত্যা থেকে শুরু করে হুদুদ কার্যকর করা পর্যন্ত, প্রত্যেকটি কাজে তারা বাড়াবাড়ি করে"।
✍ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলা হয়েছিল যে,
قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه : إن أناسا إذا قرئ عليهم القرآن
يُصعقون قال : فذاك فعل الخوارج.
নিশ্চয়ই এমন কিছু লোক আছে, যাদের সামনে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা অজ্ঞান হয়ে পরে, তিনি বললেন: "এই (বাড়াবাড়ি) রকমের কাজ হচ্ছে খারেজিদের কাজের অন্তর্ভুক্ত"।
[রেফ: তাবলিস ইবলিস ১৮৯]

❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!■ অনুবাদঃ আবু আবরার।● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

❖ *About সহীহ-আকিদা(RIGP)*
বল,এটিই আমার পথ।স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহবান করি নিয়মিত আপডেট পাবেন- Important Knowledge= নির্ভেজাল জ্ঞান পেতে ভিজিট করুন এই সাইটে- https://sarolpoth.blogspot.com আলাদা আলাদা সাজানো আছে... আপনি চাইলে ওয়েবসাইটটি এবং লেখাগুলি,বা অন্যান্য জিনিস গুলি শেয়ার করে বন্ধুদের জানিয়ে দিতে পারেন এতে আপনার ও আমার ইনশাআল্লাহ সাদকায়ে জারিয়া হবে.ইসলামিক বই পেতে-.http://rasikulindia.blogspot.com/

9> খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৭ম পর্ব!
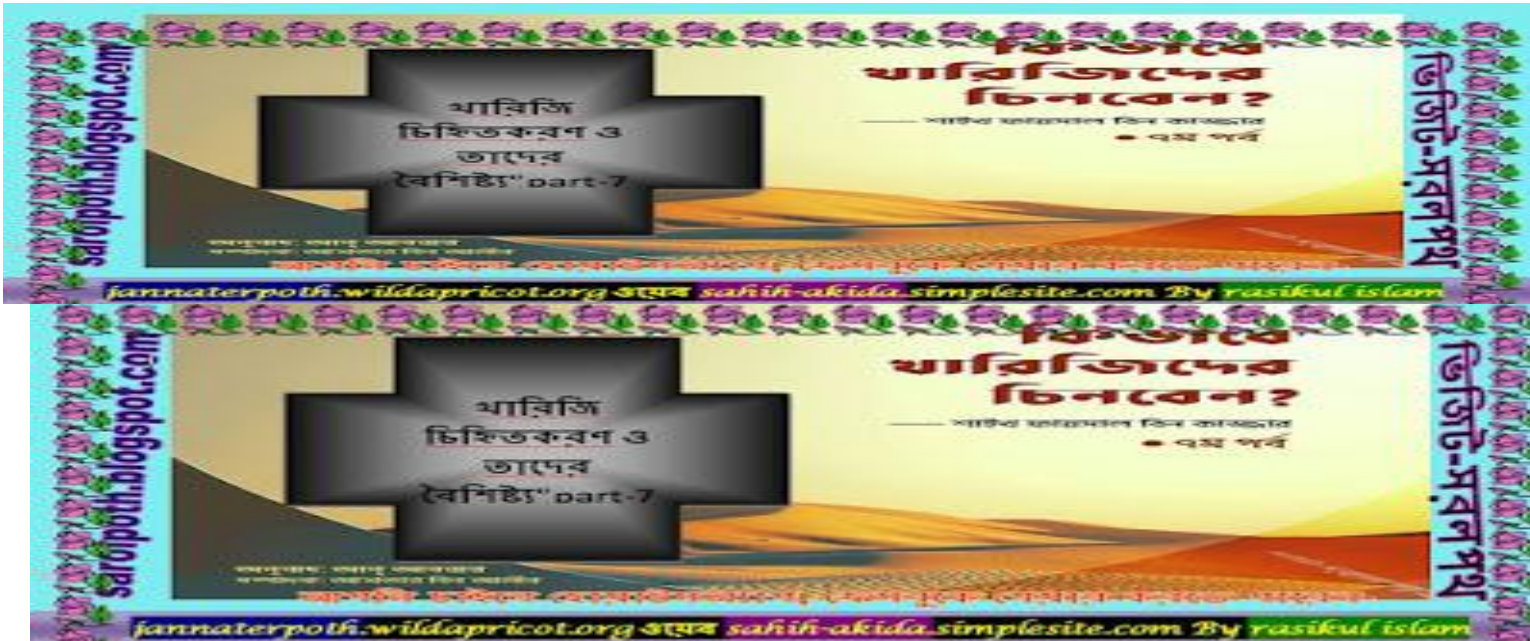
○ খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৭ম পর্ব!

○ আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

○ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- ▶ ওয়া'বাদ,
- প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,
- আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৭ম পর্ব!
- আজকে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো সাধারনত খারেজীদের মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ!
-
- ● বাড়তি বৈশিষ্ট্যঃ ১
- "অকৃতজ্ঞতা এবং কোন মুসলিম শাসকের নেক আমল ও অবদানকে খাটো করে দেখা "
- এসব দল অর্থাৎ খারেজী এবং অ-খারেজী উভয়েই – মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাদের অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এরকমটা করে থাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে! যেমন:
- ▶ স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সময় ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে ভিআইপি এর সুবিধা না পাওয়া!
- ▶ জিসিসি ভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকত্ব না পাওয়া এবং এর মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে না পারা!
- ▶ শর্তহীন ফ্রি বাণিজ্য করার লাইসেন্স না পাওয়া
- ভালো বেতন না পাওয়া অথবা এই কারণে যে তারা অমুসলিমদের দেশে কিছু একটা সুযোগ সুবিধা পায় যা তারা মুসলিমদের দেশে আসার পর থেকে পায় না সুতরাং ওই মুসলিম ভুমি তাদের অন্য যত বৈষয়িক এবং দ্বীনি সুবিধা দিয়েছে তার সব কিছু তারা ভুলে যায় শুধুমাত্র অমুসলিমদের দেশ থেকে পাওয়া কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে!
- তাদের (খারিজীদের) কারণগুলো এরকমই। বিভিন্ন সংগঠনের উপরের স্তরগুলো থেকে যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এবং পরিবর্তন সাধনের ডাক দেয়, তারা এরকমটা করে মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থ যেমন সরকারী খাতগুলোতে তাদের কোম্পানির শেয়ার থাকা, ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্যে। এ ধরণের স্পর্শকাতর তথ্য আলোচনা করার জায়গা এই কলাম না, কিন্তু বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝে নিতে পারবেন আমি কি বুঝাতে চেয়েছি। আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ যে সমস্ত হাদিস আমাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকার আদেশ দেয় সেগুলো সংখ্যায় অনেক।
-
- ✍ হাদিসে এমনও আছে যে আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ
- বলেছেন:
- “যে ব্যক্তি লোকদেরকে তাদের উপকারের জন্য ধন্যবাদ দেয় না (তাদের করা উপকারের জন্য), সে আল্লাহ্‌কেও (ঠিকভাবে) ধন্যবাদ দেয়নি। মহান এবং মহিমান্বিত তিনি!” (মুসনাদ আহমাদ, সুনান আত-তিরমিযি)
-
- এটি নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটি গুণ, তা না হলে মানুষকে ধন্যবাদ দেয়ার কাজটিকে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়ার সাথে উল্লেখ করা হতো না। অপর এক হাদিস
- আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলছেন: কোন ভালো কাজকেই ছোট করে দেখো না বা মনে করো না যে সেই কাজটি তুচ্ছ, যদিওবা তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা হয়। এবং নাবিজী এই ছোট ছোট কাজগুলোকেও সদাকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন! এই হচ্ছে ইসলামে ছোট ছোট আমলগুলোর পুরষ্কার এবং মর্যাদা! অপর এক হাদিসে কারও পানির পাত্র ভর্তি করে দেয়াকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যদি কেউ আর কোনও উপায়ে তা করতে না পারে।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবীদের জীবন থেকে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট মুনাফিক অথবা মুশরিকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন যখন তারা একজন বা দুজন মুসলিমের কোন উপকার করেছে। যেমন,
- ✍রাসুলুল্লাহ ﷺ মনে রেখেছিলেন সেই সময়ের কথা যখন মুত'ইম ইবনে আদি তাকে সাহায্য করেছিল, এমন এক সময়ে যখন আর সবাই তার দিক থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিয়েছিল এবং মক্কায় প্রবেশের জন্য তাকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তখন মূর্তিপূজারী , রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণীকে প্রত্যাখ্যানকারী, কুরাইশি মুত’ইম ইবনে আদি
- আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ নিরাপত্তা দিয়েছিল এবং তার জীবন বহুলাংশে সহজ করে দিয়েছিল ওয়ালিল্লাহিল হামদ। কিন্তু তার মৃত্যু হয় কুফরের উপর। এর কয়েক বছর পরে যখন আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ হাতে বেশ কয়েকজন যুদ্ধবন্দী এসে পরে, যারা সেই সময়ের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতো, তখন তিনি প্রকাশ্যে এবং উচ্চস্বরে বলেন:
- “আজ যদি আল-মুত’ইম বিন আদি জীবিত থাকতো এবং সে এই লোকগুলোর ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করতো, তাহলে আমি তার জন্যে এদেরকে মুক্ত করে দিতাম”
- [রেফ: বুখারী (১৩৯৩, ৬৫১৬)]
- এরকম আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, কেয়ামত পর্যন্ত মুনাফিকদের সর্দার হয়ে থাকা আবদুল্লাহ বিন উবাই আল-সালুলকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জানাযা দেয়া এবং তাকে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া।
-

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- বর্ণিত হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার চাদর আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুলকে দিয়েছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর তাকে এটি দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এজন্যে এমনটা করেছিলেন কারণ সে (আবদুল্লাহ বিন উবাই) নাবিজীর চাচা আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে পরার জন্য একটি কাপড় দিয়েছিল যখন তিনি বদরের যুদ্ধে বন্দি হন, সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিনিময়ে তাকে একটি কাপড় প্রদান করেন যদিও সে ছিল মুনাফিকদের নেতা যেমনটা আমরা সকলেই জানি!
-
- ✍ ইবনে ইসহাক রাদিঃ বলেছেন:
- قال ابن إسحاق: و كان ممن قتل يوم أحد، مخيريق وكان أحد بني ثعلبة بن الفيطون، فلما كان يوم أحد قال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: ((مخيريق خير يهود)).
-
- "উহুদের দিনে যারা নিহত হয়েছিল তাদের একজন ছিল মুখাইরিক, এবং সে ছিল বানু সালাবাহ ইবনে আল-ঘাইসুন গোত্রের। উহুদের দিনে সে বলেছিল, 'হে ইহুদিরা! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা ভালো করেই জানো যে মুহাম্মাদকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য কর্তব্য!' তারা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আজকের দিন হচ্ছে সাবাথের দিন (ইহুদিদের বিশ্রাম নেয়ার দিন)' সে জবাব দিল, 'তোমাদের যেন কোনদিন বিশ্রাম না হয়'। এরপর সে তার তলোয়ার এবং তার সরঞ্জামাদি নিয়ে নিল এবং বলল, 'আমি যদি নিহত হই (যুদ্ধ করতে গিয়ে), তাহলে আমার সম্পদ মুহাম্মাদের কাছে যাবে, সে তা দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে"। এরপর সে আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ এর কাছে চলে গেল এবং তার পাশে থেকে যুদ্ধ করল যতক্ষণ না সে নিহত হলো। সুতরাং আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ তার ব্যাপারে বললেন, 'মুকাইরিক হচ্ছে ইহুদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'"।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু যে তার প্রশংসা করেছিলেন তাই নয় বরং তার অর্থ সম্পদকে ওয়াকফ করে দেয়ার মাধ্যমে তিনি তা মুসলিমদের কাজে লাগিয়েছিলেন! কি অসাধারণ সম্মাননা আর কৃতজ্ঞতা প্রর্দশন করলেন একজন অমুসলিমের জন্যে শুধুমাত্র তার একটি উপকারের কারণে!
-
- ✍ এক মহিলাকে একবার থামানো হয়েছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ কে পানি দিতে। ঘটনাটি বেশ দীর্ঘ, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সেই মহিলা তার পানির পাত্র দিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন। সেই হাদিসটি বলছে:
- ونَكُمْيَدَعُ الْقَوْمَ هَؤُلاَءِ أَنَّ أُرَى مَا لِقَوْمِهَا يَوْمًا فَقَالَتْ ،مِنْهُ هِيَ الَّذِي الصِّرْمَ يُصِيبُونَ وَلاَ ،الْمُشْرِكِينَ مِنَ حَوْلَهَا مَنْ عَلَى يُغِيرُونَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ.
- এরপর থেকে মুসলিমরা তার চারপাশে বসবাসরত পৌত্তলিকদেরকে আক্রমণ করতেন কিন্তু তার বসতিটি সবসময় এড়িয়ে যেতেন। একদিন সেই মহিলা তার গোত্রের লোকদেরকে বললেন: "আমার মনে হয় তারা ইচ্ছা করে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে যায়। তোমাদের কি ইসলামের প্রতি কোন আগ্রহ আছে? তারা তার কথা শুনলো এবং তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। আবু আবদুল্লাহ বলেন: "সাবা শব্দটির অর্থ "এমন একজন যে তার পূর্বের ধর্মকে ত্যাগ করেছে এবং কোন নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে"। আবুল আইলিয়া বলেন, সা'বি-রা হচ্ছে আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে একদল লোক যারা যবুর কিতাব থেকে তিলাওয়াত করে"।
- [রেফ: সাহিহ আল-বুখারী ৩৪৪]
-
- এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে যা প্রমাণ করে যে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম, এবং যেকোনো সম্মানের উপযুক্ত এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোক, কখনো তাদের শত্রুর দ্বারা তাদের কোন ক্ষুদ্র উপকারের কথাও ভুলে যেতেন না। কিন্তু আজকের খারেজিরা বিগত দিনগুলির খারেজিদের চেয়েও নিকৃষ্ট এই কারণে যে অন্তত্পক্ষে আগেকার দিনের খারেজিরা মুসলিম শাসকদের ভালো দিকগুলো স্বীকার করে নিত। অথচ আজকের যুগের খারেজিরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অনুদানকেও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, মিথ্যাচার করে খারাপ কিছু বলে দাবি করে।
-
- ✍ আজকের দিনের খারেজিদের অকৃতজ্ঞতা আগেকার দিনের খারেজিদের চাইতে বহুগুণ খারাপ!
- উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো একজন সাহাবীকেও তার নিজের অবদানের কথা একটা একটা করে খুলে বলা লেগেছিল তার সময়কার খারেজিদের সামনে। তাদের সমালোচনার সম্মুখে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তিনি কোন কোন কাজের জন্য প্রসংসার উপযুক্ত ছিলেন, এবং সেসময় তিনি মুসলিমদের খলিফা ছিলেন। শেষের দিকে
- উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন: "তোমার সেই দুই জন সঙ্গীকে নিয়ে আসো যে তোমাকে আমার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে... উসমান তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ্‌ এবং ইসলামের নামে, তোমরা কি জানো যে-
-
- প্রথমত: আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ যখন মদিনাতে এসেছিলেন তখন সেখানে রুমাহ কূপ ছাড়া মিঠা পানির আর কোন উৎস ছিল না? তখন নাবিজী সাঃ বলেছিলেন "কে আছে যে রুমাহ কূপ ক্রয় করে নেবে এবং এর পানি মুসলিমদেরকে দিবে জান্নাতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট একটি কূপের বিনিময়ে?

তখন আমি আমার সম্পদ দিয়ে এটা কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে তোমরা আমাকে এর থেকে পান করতে বাঁধা দিচ্ছ যতক্ষণ না আমি সমুদ্রের পানি পান করি?

- তারা বললো: আল্লাহ্র কসম, এই কথা সত্যি।
- দ্বিতীয়ত: মসজিদে সলাত আদায় করতে আসা সব লোকের যায়গা হতো না। আল্লাহ্র রাসুল সাঃ বলেছিলেন: "কে অমুকের জমিটি কিনে নিবে যাতে মসজিদ বড় করা যায়, জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম একটি জমির বিনিময়ে?" তখন আমি আমার টাকা দিয়ে সেটি কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে তোমরা আমাকে সেখানে দুই রাকাত সলাত আদায় করতে দিচ্ছ না? তারা বললো: আল্লাহ্র কসম, এই কথা সত্যি
- তৃতীয়ত: "কষ্টের সময়ের" বাহিনীকে আমি আমার টাকা দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনে দিয়েছিলাম। তারা বলল: আল্লাহ্র কসম, এই কথাও সত্যি!
- এরপরে তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি (আল্লাহ্ এবং ইসলামের নামে), তোমরা কি জানো
- চতুর্থত: আল্লাহ্র রাসুল সাঃ সাবির (মক্কাহ এবং আরাফার মাঝখানে একটি পাহাড়) এর উপর ছিলেন আবু বকর, উমর, এবং আমার সাথে। তাই পাহাড়টি কাঁপতে লাগলো যতক্ষণ না এর পাথরগুলো খসে পড়তে শুরু করলো। তিনি সাঃ পাহাড়টিকে পা দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন: "ও সাবির, শান্ত হও, কেননা তোমার উপর আছে একজন নবী, একজন সত্যবাদী ব্যক্তি, এবং একজন শহীদ। "তারা বলল: আল্লাহ্র কসম, এই কথা সত্যি। তিনি বললেন: আল্লাহু আকবর, কা'বার রবের কসম, এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমি হচ্ছি একজন শহীদ (তিনবার)
- ► নোটঃ যে কারণে তখনকার দিনের খারেজিরা আজকের দিনের খারেজিদের চাইতে উত্তম ছিল তা হচ্ছে এই যে, আগেকার দিনের খারেজিরা অন্ততপক্ষে শাসকদের গুণাবলী এবং তাদের ভালো কাজগুলির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো, যেখানে আজকে তারা প্রত্যেক ভালো কাজ এবং অবদানের বিকৃত ব্যাখ্যা দাড় করায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ভালো উদ্যোগগুলিকেও ষড়যন্ত্র বানিয়ে ছাড়ে।
- ❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার!
- ■ অনুবাদঃ আবু আবরার। ● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

10> খারিজীদের কি ভাবে চিনবেন? ৮ পর্ব-,

- *খারিজীদের কি ভাবে চিনবেন? ৮ পর্ব-, খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ*
- আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
- ► ওয়া'বাদ,
- প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,
- আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার আল জাসিম হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৮ম পর্ব!
- ● কিছু সন্দেহের নিরসনঃ------------------------- -----------
- ■ *সন্দেহঃ ১*

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- এরকম স্পর্শকাতর সময়ে তারা(খারিজিরা) কি তাদের ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করছে? তাদের (খারিজিদের) কাজগুলো কি ইসলামের মূলনীতিগুলো দ্বারা সমর্থিত?
-
- উত্তর: সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আছে।
- ✍ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:
- أو المصالح من يفوت الذي كان فإن له؛ المعارض في فينظر مفسدة ودفع مصلحة لتحصيل متضمنا كان وإن والنهي الأمر فإن مصلحته من أكثر مفسدته كانت إذا رمامح يكون بل به، مأمورا يكن لم أكثر المفاسد من يحصل নিশ্চয়ই এটা আবশ্যক যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দ্বারা কল্যাণ অনুসন্ধান করা এবং অকল্যাণ দূর করার প্রচেষ্টা করতে হবে; কিন্তু এর বিপরীতে, যদি এর কল্যাণ হারিয়ে যায় অথবা এর অকল্যাণ (যা আমরা রোধ করতে চাইছি) এর কারণে বৃদ্ধি পায় তাহলে এই কাজ করা আর বাধ্যতামূলক নয়, বরং এমন পরিস্থিতিতে তা করা হচ্ছে নিষিদ্ধ যদি এতে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশী থাকে।
- [রেফ: المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٣-١٢]
- ✍ তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- “আহলুস সুন্নাহর উসুল হচ্ছে জামাতের সাথে থাকা, শাসকের সাথে লড়াই না করা, অর্থাৎ: জালিম শাসক, এবং ফিত্নার সময়কালীন লড়াই না করা। এবং এর সবকিছু অন্তর্ভুক্ত ওই সাধারন মূলনীতির মধ্যে যে, যদি উপকারিতা এবং ক্ষতি, এবং অকল্যাণ এবং কল্যাণ পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সবচেয়ে উত্তম পন্থাটি বেছে নিতে হবে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যদিও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ থেকে কিছু কল্যাণ অর্জন করা যায়, এবং কিছু ক্ষতি দূর করা যায়, তবুও এর বিপরীতটাও বিবেচনা করা দরকার। যদি, এই আদেশ এবং নিষেধ করার কাজ করতে গিয়ে, অর্জিত কল্যাণের চেয়ে বেশী কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যায়, বা এড়িয়ে যাওয়া ক্ষতির চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এটি সেইসব জিনিসের অংশ নয় যা করতে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, বরং এমনটা করা হারাম। কেননা এর মোট ক্ষতি এর মোট উপকারের চাইতে বেশী। যেই একমাত্র মাপকাঠি দিয়ে উপরে উল্লেখিত এই উপকার বা ক্ষতি মাপা হবে তা হচ্ছে শরিয়ার মাপকাঠি। যখনই কেউ কোন আয়াত বা হাদিসের সরাসরি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তখন তার জন্য এটা বৈধ না যে অন্য কোন কিছুর শরণাপন্ন হবে। সে যদি তার সামনে আগত সমস্যার হুবহু উত্তর সহ কোন আয়াত বা হাদিস না পায় তাহলে সে তার বিবেচনাশক্তি ব্যবহার করে তুলনার মাধ্যমে এর বিধান বুঝতে চেষ্টা করতে পারে। আয়াত এবং হাদিসগুলির ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই এমন কাউকে পাওয়া যায় যে এগুলোর ব্যাখ্যা জানে এবং যে এগুলো থেকে শরিয়তের বিধান বের করে আনতে পারে।
- [মাজমু আল-ফাতওয়া খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা ১২৮,]
-
- এর একটি উদাহরণ হচ্ছে যখন আল্লাহ্‌র রাসুল ﷺ
- আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন - যদিও সে মুনাফিক হিসাবে সুপরিচিত ছিল – কেননা তাকে হত্যা করা হলে মুসলিমদের আরও বেশী ক্ষতি এবং আরও বেশী অকল্যাণ হতো।
- ✍ ইমাম আন-নববী (রাহিমাহুল্লাহ) রাসুলুল্লাহ ﷺ
- আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা না করার হাদিস সম্পর্কে তার মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন,
- “এই হাদিস প্রমাণ বহন করে যে কিছু জিনিস পছন্দনীয় হলেও সেগুলো পরে করার জন্য রেখে দেয়া; এবং তীব্র অপছন্দনীয় হলেও কোন ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা, যদি এমন ভয় থাকে যে তা না করা হলে আরও বড় কোন ক্ষতি হবে, এর উভয়টি বৈধ”।
- [রেফ: শারহ আন-নববী ‘আলা সাহিহ মুসলিম, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯]
-
- ✍শাইখুল ইসলাম, হাফিয ইবনে আল-কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ‘ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন" কিতাবে এ বলেছেন (৩/১২-১৩):
- مثله، هو ما يخلفه أن :الثالثة بجملته، يزل لم وإن يقل أن :الثانية ضده، ويخلفه يزول أن :الأولى درجات؛ أربع المنكر فإنكار منه شر هو ما يخلفه أن :الرابعة
- “অন্যায়ের বিরোধিতা করার চারটি স্তর রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে যখন সেই অন্যায় নির্মূল হয়ে যায় এবং এর বিপরীত অবস্থা অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে যখন সেই অন্যায় দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় না। তৃতীয় হচ্ছে এমন কোন অবস্থা যখন এর মতোই আরেকটি অন্যায় এর স্থান এসে দখল করে। চতুর্থ হচ্ছে যখন এর চেয়েও খারাপ কোন জিনিস এর স্থলাভিষিক্ত হয়”।
- ✍ এরপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:
- محرمة والرابعة اجتهاد، موضع والثالثة مشروعتان، الأوليان فالدرجتان
- “প্রথম দুইটি নির্দেশিত এবং তৃতীয়টি বিবেচনাসাপেক্ষ। আর চতুর্থটি নিষিদ্ধ”।
- على تركهم كان وإلا المراد، فهو الله طاعة إلى عنه نقلتهم فإن وتصدية مكاء سماع أو ولعب لهو على اجتمعوا قد الفساق رأيت وإذا ذلك من أعظم هو لما تفرغهم أن من خيرا ذلك “যখন তুমি দেখতে পাও যে পাপিষ্ঠরা তাদের খেল তামাশা বা ফালতু কথায় মত্ত হয়ে আছে আর

তারপর যদি তুমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে পার তাহলে সেটাই উত্তম। তা না হলে তাদেরকে তাদের গুনাহের মধ্যেই ছেড়ে রাখা, তাদেরকে এর চেয়েও খারাপ কিছু করতে আহ্বান জানানোর চাইতে উত্তম"।

- ✍ তিনি এরপর বলেন:
- يشربون منهم بقوم التتار زمن في أصحابي وبعض أنا مررت :يقول ضريحه ونور روحه الله قدس تيمية ابن الإسلام شيخ وسمعت يصدهم وهؤلاء الصلاة، وعن الله ذكر عن تصد لأنها الخمر الله حرم إنما :له وقلت عليه، فأنكرت معي، كان من عليهم فأنكر الخمر، فدعهم الأموال وأخذ الذرية وسبي النفوس قتل عن الخمر "এবং আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌ যেন তার আত্মাকে প্রশান্তি দেন এবং তার কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, যে: 'তাতারিদের দিনগুলিতে একবার আমি এবং আমার এক সাথী এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা মদ্যপান করছিল। আমার সাথে যিনি ছিলেন তিনি গিয়ে তাদের থামাতে চাইলেন কিন্তু আমি তাকে থামালাম। আমি তাকে বললাম: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মদকে হারাম করেছেন কেননা এটি আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং সলাত থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু এই লোকগুলির অবস্থা হচ্ছে যে মদ তাদেরকে হত্যা, শিশুদের বন্দি করা, এবং লুঠপাট চালানো থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং তাদের এভাবেই রেখে দাও"।
- [ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন]
- ● *উপসংহারঃ*
- খারেজিদের পক্ষ থেকে এটা চরম দ্বিমুখীতা যে তারা নাবী সাঃ এর সুন্নাহের অনুসরণের দাবি করে কিন্তু তিনি মক্কায় ১৩ বছর ধরে যা করে আসছিলেন, মুসলিমরা দুর্বল থাকা অবস্থায়, তার অনুসরণ করে না। বরং গত কয়েক বছর ধরে, মাত্র ৪ থেকে ৭ বছর সময়ের মধ্যে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।
- তারা সুন্নাহের অনুসরণ করার দাবি করে অথচ তাদের শিকার হয় শুধু মুসলিমরাই। যখন সুন্নাহ বলছে যে নাবিজী সাঃ ইবনে উবাইয়ের মতো লোককেও হত্যা করেননি, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদের হত্যা করার বিধান কি?
- আল্লাহ্‌র রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবীগণ রাত-দিন অভুক্ত থেকে পরিখা কেটেছেন যাতে করে আরব মুশরিকরা মদিনায় প্রবেশ করে মুসলিমদের ক্ষতি করতে না পারে। সেই একই নবি মুনাফিক এবং ইহুদিদের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শুধু যাতে মুসলিমরা নিরাপদে থাকতে পারে। তিনি এর সবকিছু করেছিলেন যাতে মদিনায় বসবাসকারী মুসলিমরা নিরাপদ থাকতে পারে আর এই খারেজিরা যা করে তা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।
- ✍ আবু শুরাইহ বর্ণনা করেছেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ
- বলেছেন,
- قَاتِلِهِ غَيْرَ قَتَلَ مَنْ لَّوَجَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَعْتَى مِنْ إِنَّ
- নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অত্যাচারী লোক সেই ব্যক্তি যে এমন লোকদের হত্যা করে যারা তার সাথে লড়াই করেনি"।
- [রেফ: মুসনাদ আহমাদ ১৫৯৪৩; হাইসামি একে সহিহ বলেছেন]
- ✍ আল-আজুরী (মৃত্যু: ৩৬০ হিজরি) বলেন:
- "পুরাতন অথবা নতুন, কোন আলেম কখনো খারেজিদের ব্যাপারে মতভেদ করেননি। তারা তাদেরকে পাপিষ্ঠ লোকজন হিসাবে গণ্য করতেন যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসুলের অবাধ্য, যদিও তারা সলাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে ইবাদতের স্বার্থে, এবং এই সবকিছু তাদের কোন কাজে আসেনি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতো যে তারা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করছে, কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসতো না কারণ তারা ছিল এমন কিছু লোক যারা কুরআনকে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসারে ব্যাখ্যা করতো"।
- [রেফ: কিতাব উশ-শারিয়াহ খণ্ড ১/৩২৫]
- ❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল বিন কাজ্জার আল জাসিম।

■ অনুবাদঃ আবু আবরার। ● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

ভয়ঙ্কর 'একটি ফিতনার নাম হচ্ছে- "খারেজি ফিতনা" যেটা-আগের যুগের,ও বর্তমান সময়ের যুবোকদের মধ্যে এই লক্ষন গুলি পাওয়া যায়। (এদের থেকে সাবধান)।

11> খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য ৯ম ও শেষ পর্ব!

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- **খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য ৯ম ও শেষ পর্ব!**
- আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
- ▶ ওয়া'বাদ,
  প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,
- আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি শায়খ ফায়সাল বিন কাজ্জার আল জাসিম হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত "খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ৯ম ও শেষ পর্ব!
  এ পর্বে থাকছে "আইএস ও সমমনা খারিজী দলগুলোর এর আক্বিদা (বিশ্বাস) এবং তাদের লক্ষ্যসমূহের সারসংক্ষেপ" নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা!

আল কায়েদা এবং আইএস উভয়ে হচ্ছে চরমপন্থী দল যাদের আক্বিদা (বিশ্বাস) আদর্শ এবং লক্ষ্যসমূহ এক ও অভিন্ন সামান্য কিছু পার্থক্য ছাড়া! যার মধ্যে রয়েছেঃ

● সকল মুসলিম শাসকেরা হচ্ছে তাগুত,কাফের। এই ধারণা সরাসরি আল-মওদুদী এবং কুতুবের শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত।

● শরিয়াহ ছাড়া অন্য যেকোনো প্রকারের আইন ব্যবহার করা হচ্ছে কুফর, শাসক এক্ষেত্রে ইস্তিহলাল করে থাকুক বা না থাকুক (অর্থাৎ সে শরিয়াহর পরিবর্তে অন্য আইন ব্যবহার করা হালাল মনে করে থাকুক আর না থাকুক!

[নোটঃ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলিমগণ এই ব্যাপারে রায় দিয়েছেন যে শরিয়াহর জায়গায় অন্য আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে কুফর, কিন্তু সবক্ষেত্রে তেমনটা না-ও হতে পারে! আহলে সুন্নাহর অবস্থান হল, যে আল্লাহ'র আইন দিয়ে বিচার করবে না সে কাফির, যদি তা হয় আল্লাহ'র আইনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, অথবা আল্লাহ'র আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে নিজেকে বাধ্য মনে না করার কারণে, অথবা আল্লাহ'র আইনকে যুগের জন্য অনুপযোগী মনে করার কারণে, বা আল্লাহ'র আইনকে অপছন্দ করার কারণে, অথবা মানবরচিত কোন আইনকে আল্লাহ'র আইনের চেয়ে উত্তম বা সমপর্যায়ের মনে করার কারণে, বা আল্লাহ'র আইন ছাড়া অন্য কোন আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা হালাল মনে করার মাধ্যমে। আর এসব কারণ ছাড়াই যদি কেউ আল্লাহ'র আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আহলে সুন্নাহ তাকে কাফির ঘোষণা করে না, বরং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে তারা জালেম, অথবা ফাসিক্ব!
তবে আইএস,আল কায়েদা,বোকো হারামসহ সমমনা খারেজী দলগুলো এই পার্থক্যটা করে না।]

● যেই কাজের ব্যাপারে আলেমরা সর্বসম্মতভাবে যে তা কুফর, এবং যেই কাজের কুফর হওয়া সম্পর্কে আলেমরা মতভেদ করেছেন, এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কুফরির সমস্ত কাজকে কুফর হিসাবেই ধরা হয়, অপরাধীর ভুল ইজতিহাদ অথবা অজ্ঞতার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করেই।
● কাফিরদের সাথে মু'আওয়ান্নাহ (একত্রে কাজ করা, যদিওবা তা কোন বৈধ শরিয়তসম্মত কারণে হয়), মুদাহানা (ইসলাম এবং মুসলিমদের কল্যাণের স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হওয়া) এবং তা'আলুফ, এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই – এর সবকিছুই কুফর।

● ইস্তিহলাল এবং দুর্বলতার কারণে গুনাহ করে ফেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (২ নং পয়েন্ট দ্রষ্টব্য)।

● জীবিত তাওয়াগিত (তাগুতের বহুবচন: আল্লাহ্‌র বিপরীতে যার আনুগত্য করা হয় এমন কিছু) হচ্ছে মৃত তাওয়াগিত থেকেও খারাপ, অর্থাৎ শাসকদের কুফর কবর পুজার থেকেও ঢের নিকৃষ্ট।
তারা এমনকি এই সম্পর্কে একটা প্রবাদও চালু করেছে:
"প্রাসাদসমূহের (কুসুর) শিরক হচ্ছে কবরসমূহের (কুবুর) শিরক থেকে খারাপ"।
● শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফারয আল-আইন (একটি আবশ্যকরণীয় কাজ)।
● যেই ইজতিহাদ বলে যে জিহাদের পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হয়নি অথবা এমন ফাতওয়া যা জিহাদের শর্তগুলোকে সঙ্কুচিত করে দেয়, এমন ইজতিহাদ বাতিল এবং অগ্রহনযোগ্য।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

● শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, কুফফার অমুসলিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের প্রথমে মুসলিম ভূমিগুলোর প্রতিরক্ষা করতে হবে, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং রিদ্দা (ধর্মত্যাগিতা) নির্মূল করতে হবে কেননা রিদ্দাহ হচ্ছে কুফর - অমুসলিমের চেয়েও খারাপ।

● আলেম, মন্ত্রী, সৈন্য, পুলিশ অফিসার সহ, সকল সরকারি কর্মচারী হচ্ছে তাদের সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে কাফির।

[নোটঃ আহলুস সুন্নাহর আলেমরা কাউকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে ঘোষণা করার জন্য কতগুলো শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো আদ-দাওয়াবিত আত-তাকফির নামে পরিচিত। এগুলোর একটি নিয়ম বলছে যে কারও উপরে কোন বিধান কার্যকর করার আগে তার ভুল কোথায় হচ্ছে তা তার কাছে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে।
উপরের এই সবকিছু আত-তাওহিদ আল-হাকিমিয়্যাহ নামের বানোয়াট, মনগড়া প্রকারভেদের মধ্যে পরে!]

● আজকের দিনের মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে আবু বকরের সময়ের মতো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন মুরতাদ হয়ে যাওয়া কতগুলি গোত্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন (তারাও তাই করছে)। তারা মনে করে যে তাদের জনবিচ্ছিন্ন দল হচ্ছে আল-মদিনার মতো মুসলিমদের আবাসস্থল; এবং এর বাইরের প্রত্যেক শহর এবং দেশ আল-ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের গন্তব্য হচ্ছে জাহান্নাম।
এর ভিত্তিতে, গোটা দুনিয়া হচ্ছে দার আল-কুফর (এবং ক্ষেত্রবিশেষে দার আল-হারব) এর মধ্যে মক্কা এবং মদিনাও অন্তর্ভুক্ত।

● একজন গড়পড়তা মুসলিম চারটি ভাগের মধ্যে পড়ে: কাফির, মুরতাদ, মাস্তুর হাল এবং মাজহুল আল-হাল।
হাল: অর্থাৎ, তাদের দেখলে মুসলিম মনে হয় কিন্তু তাদের বিশ্বাস/আনুগত্য অনিশ্চিত।
মাজহুল আল-হাল: অর্থাৎ, এই ব্যক্তি তার বেশভূষায় মুসলিম নয় এবং তার কাজেকর্মেও তা প্রকাশ পায় না। এরকম লোককে হত্যা করা এবং তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া বৈধ।

[নোটঃ উল্লেখ্য যে, উপরের সমস্ত প্রকারভেদ এবং মনগড়া বিধিবিধান শুধুমাত্র এইজন্যেই দ্বীনের ভেতরে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে যাতে করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা যায় এবং গণহত্যা চালানো যায়।]

● চুক্তি কিংবা অজুহাত বলতে কিছু নেই। যে কেউ খলিফার হুকুম অথবা মুসলিমদের জামাতকে অমান্য করবে, তার সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করা যাবে।

[অতএব তারা বিশ্বাস করে যে নেতৃত্বের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে এবং কেউ যদি এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ধর্মত্যাগের অভিযোগে হত্যা করতে হবে।
-মিথ্যা বলা, ছলচাতুরী করা, এবং প্রতারনা করা, এসব যুদ্ধের অংশ হিসেবে বৈধ। এজন্য নিজের মতাদর্শ গোপন রেখে কাফেরদের দেশে গিয়ে সেখানে হামলা করা বৈধ!]

[নোটঃ এটা স্পষ্টতই জিহাদের শর্তসমূহের লঙ্ঘন, যা দাবি করে যে একজন ইমাম থাকা আবশ্যক যুদ্ধ হতে হবে ময়দানে (জনশূন্য স্থানে)। (ব্র্যাকেটের কথাটা ঠিক আছে তো?]

● সমস্ত শাসকরা হয় কুফফার, মুরতাদ, নয়তো মুনাফিক। তাদের জনগণের অবস্থাও ওই একই!

[বিঃদ্র- তারা এমন ফাতওয়াও দিয়েছে যে শুধুমাত্র কোন দেশের ভিসা অথবা জাতীয়তা ধারণ করাই একজনকে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কেউ কেউ এমনও বলেছে যে শুধুমাত্র একটি পতাকা উত্তোলন করলেই একজন কাফির হয়ে যায়!]

● আলেমরা হচ্ছেন মুনাফিক এবং তাদের ফাতওয়াসমূহ বাতিল এবং অগ্রহণীয়!

● কবিরা গুনাহ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। সুদ, যিনা, ঘুষ, এবং খলিফাকে আনুগত্য না দেয়া, এর সবকিছু হচ্ছে কুফর।

● মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ, এরা সবাই হত্যার জন্য উপযুক্ত এবং তাদের অন্তরে কি আছে তা বিবেচনা করা হবে না।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

● অমুসলিমদের হত্যা করা বৈধ, যদিওবা তারা যিম্মি হয় (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক), মুসতা’মান (এমন কেউ যাকে মুসলিম রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিয়েছে), অথবা মু’আহাদ (এমন কেউ যার সাথে কোন মুসলিম দেশের সন্ধি রয়েছে) হয়। এবং তাদেরকে অধিক সংখ্যায় হত্যা করা হচ্ছে অধিক সওয়াবের কাজ!

● কেউ নাগরিকত্ব রাখলে এর মানে হচ্ছে যে সে কুফরের উপর সন্তুষ্ট। তাই তার সম্পদ, তার সম্মান এবং তার রক্ত, এর সবকিছু বৈধ এবং এমন প্রত্যেকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে যেহেতু তারা কুফফারদের সাথে মেশা এবং বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● ভিসা সংগ্রহ করা কোন চুক্তি (আমানাহ) নয়; আর যদি তা চুক্তি হয়েও থাকে তাহলেও তা প্রতারনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ। এর শর্ত রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই – যাতে করে খুন-খারাবি এবং গণহত্যা চালানো যায়!

▶ এই হল তাদের (সমমনা খারিজী সংগঠনগুলোর) মৌলিক আক্বিদা (বিশ্বাস) ও মানহাজ (কর্মনীতি)।

▶ [শায়েখ ফয়সাল বিন কাযযার আল জাসিম (হাফিযাহুল্লাহ) এর রচিত, ‘উসুল আল-ফিকরিয়্যাহ লি তানসিইমি দায়েশ ওয়া আল-কায়েদা’ থেকে অনুবাদিত।]

নিশ্চয় আল্লাহই পারেন পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। এই দীর্ঘ আলোচনায় কারো যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তার সকল প্রশংসা আল্লাহর! আর যদি এই আলোচনায় কোনো ভ্রান্তি থাকে তা নিশ্চয়ই আমাদের সীমাবদ্ধতা!

❒ মুলঃ শাইখ ফায়সাল আল জাসিম। ■ অনুবাদঃ আবু আবরার। ● সম্পাদনাঃ আখতার বিন আমীর।

12> খারেজীদের সম্পর্কে যেই কথাগুলো সবার জানা থাকা দরকার...

খারিজিদের সম্পর্কে যে কথা গুলো আপনার জানা প্রয়োজন.........!

খারেজীদের সম্পর্কে যেই কথাগুলো সবার জানা থাকা দরকার...

- সরকার যদি কুরান ও সুন্নাহ দিয়ে দেশ পরিচালনা না করে, তাহলে তার অনুগত্য করারর হুকুম কি?
  ১. শিরক। তাগুতের অনুসরণ করার কারণে সেটা শিরক হবে।
  ২. হারাম
  ৩. জায়েজ
  ৪. কখনো আনুগত্য করা ফরয হবে, কখনো হারাম হবে কখনোবা সেটা শিরকও হতে পারে।
- উত্তরঃ ৪. কখনো আনুগত্য করা ফরয হবে, কখনো হারাম হবে কখনোবা সেটা শিরকও হতে পারে।
- ব্যখ্যাঃ মুসলমান হিসেবে কোন সরকার বা বিচারকের জন্য ফরয হচ্ছে আল্লাহর আইন দিয়ে দেশ/বিচার পরিচালনা করা। তবে কেউ কখনো আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার না করলেই সে কাফের হয়ে যায়না, বরং তার আকীদা ও আমল অনুযায়ী সে ফাসেক/বড় গুনাহগার, জালেম হতে পারে আবার কখনো ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের-মুর্তাদ হতে পারে। এনিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এই পোস্ট দেখুন –
- কোন রাজা যদি কুরান ও সুন্নাহ দিয়ে দেশ পরিচালনা না করে তাহলে সে ফাসেক জালেম কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাকে মুর্তাদ ঘোষণা করার মতো হুজ্জাহ বা স্পষ্ট প্রমান নেই। অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে এমন রাজা সে বড় জালেম হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম, এ ব্যপারে ইজমা বা সমস্ত আলেমদের ঐক্যমত্য আছে। এটা মুসলমানদের আকীদা, কারণ মুসলমান শাসক জালেম হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা

হারাম, কারণ বিদ্রোহ করলে সমাজে ফাসাদ ও রক্তপাত আরো বেড়ে যাবে। একমাত্র খারেজীরাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই আকীদাহকে অস্বীকার করে।

- শাইখুল ইসলাম, ইমাম আল বার্বাহারী (রহ:) বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সে খারেজিদের মধ্যে একজন।"
  শারহুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১৪।
- ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-ত্বাহাওয়ী (রহঃ), তার বিখ্যাত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিব না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যচরণের আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দো'আ করব।"
  আকীদাহ আত-ত্বাহাবীয়া।
- অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এটা কি করে হতে পারে যে বাদশাহ ক্কুরান ও সুন্নাহ দিয়ে দেশ শাসন করেনা তবুও তার আনুগত্য করতে হবে?? এর জবাব হচ্ছে, এখানে আনুগত্য বলতে সেটা ভালো কিংবা জায়েজ কাজের ক্ষেত্রেই বোঝায়। হারাম কোন কাজে আদেশ দিলে সেটা বাবা-মা, বাদশাহ যেই দেক না কেনো, সেই আদেশ মানা যাবেনা। কিন্তু জায়েজ কাজে তাদের অনুগত থাকতে হবে, এটাই রাসুল সাঃ এর আদেশ, শাসকদের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভংগি। যেই হাদীস থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এই আকীদাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ
  "হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমরা অকল্যাণ ও মন্দের মধ্যে (কুফরীর মধ্যে) ডুবে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণের (ঈমানের) মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এখন আমরা সেই কল্যাণের মধ্যে বহাল আছি। তবে এই কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণের যুগ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, সেই অকল্যানের যুগের পর কি পুনরায় কল্যানের যুগ আসবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যানের পর কি আবার অকল্যানের যুগ আসবে? তিনি বললেনঃ আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ "আমার পরে এমন কিছু ইমামের (শাসক) আগমন ঘটবে, তারা আমার প্রদর্শিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত (জীবন বিধান) গ্রহন করবে না। (অর্থাৎ তারা নিজেদের খোয়াল-খুশী মত চলার পথ আবিষ্কার করে নেবে)। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়াবে যাদের মানব দেহে থাকবে শয়তানের অন্তর"।
  আমি (হুজাইফা রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই যুগে উপনীত হই তাহলে আমি কি করব?
  তিনি (সাঃ) বললেনঃ "তুমি আমীরের নির্দেশ শোন এবং তার আনুগত্য কর। যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত (নির্যাতন) করে এবং তোমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবুও তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর"।
  কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায়,
  সহীহ মুসলিমঃ ৪৫৫৪।
- এটা মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীস, খারেজীরা সেটা প্রাচীনকালের হোক আর বর্তমান যুগের, তারা ছাড়া আর কেউই এই হাদীসকে অস্বীকার করেনা। অথচ দেখুন হাদীসের বক্তব্য কত স্পষ্ট!
- => মুসলমানদের উপর কিছু নিকৃষ্ট শাসক আসবে যারা রাসুল সাঃ এর প্রদর্শিত পথে চলবে না এবং সুন্নাত (জীবন বিধান) গ্রহন করবে না।
  => তাদের কাজ-কর্ম এতো খারাপ হবে যে, রাসুল সাঃ তাদেরকে মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর বলেছেন।
- তবুও রাসুল সাঃ তাদের আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। তবে আনুগত্য শুধু ভালো কাজে, হারাম কোন কাজে আনুগত্য করাও হারাম। তবে কেউ যদি মনে যে, শাসকের এতো ক্ষমতা বা শাসক যদি হারামকে হালাল ঘোষণা করে তাহলে সেটকে সে হালাল বা হারামকে হালাল হিসেবে মনে করে তাহলে সে শাসককে আল্লাহর আসনে বসিয়ে শিরককারী মুশরেক হয়ে যাবে।
- সর্বশেষ, সাইয়েদ কুতুব, জসীম উদ্দিন রাহমানী, আনোয়ার আল-আওলাকি, আনজেম চৌধুরী, মাগদিসি,জিব্রিল,কাতাদাহ ইত্যাদি বিভ্রান্ত লেখক ও বক্তারা কাফের দেশে বসে মুসলমান দেশের শাসকদেরকে কাফের ঘোষণা করে চরমপন্থী দলগুলোকে বিদ্রোহের দিকে উস্কে দিচ্ছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদেরকে জালেম শাসকদের যুলুম অত্যাচার ও রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কথিত জিহাদী আয়াম্মায়ে দ্বোয়াল্লিনরা।

ভয়ঙ্কর 'একটি ফিতনার নাম হচ্ছে- "খারেজি ফিতনা" যেটা-আগের যুগের,ও বর্তমান সময়ের যুবোকদের মধ্যে এই লক্ষন গুলি পাওয়া যায়। (এদের থেকে সাবধান)।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

13><=====দেশে দেশে খারেজীদের ফেতনা ও আমাদের করনীয়====>

- <=====দেশে দেশে খারেজীদের ফেতনা ও আমাদের করনীয়====>
- যদিও রাসুল সাঃ এর সময়ে ও পরবর্তীতে আবু বকর, উমার ও উসমান রাঃ এর যুগে কিছু খারেজী আকীদার লোক ছিলো, কিন্তু খারেজীদের ফেতনা সবচাইতে মারাত্মক আকার ধারণ করে আলী রাঃ এর শাসন আমলে। সেই থেকে নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে-বেনামে খারেজী দল বা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে।
- এরই ধারাবাহিকতায় বিগত শতাব্দীর বড় আলেম যারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন যেমন - শায়খ আব্দুল আজীজ বিন বাজ, শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন এবং বর্তমানে বড় ওলামাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন যেমন - শায়খ সালেহ আল-ফাওজান, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শায়খ সালেহ আল-লুহাইধান,শাইখ রাবি বিন হাদি আল মাদখালি,শাইখ জাবেরি,শাইখ ওয়াসিউল্লাহ,শাইখ ইরশাদুল হক আথারিসহ ...এমন বহু আলেম বর্তমান যুগের খারেজী বা খারেজী আকীদা রাখে এমন ব্যক্তি বা সংগঠন নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় উম্মতকে সতর্ক করেছেন।
- আমাদের দেশে খারেজী আকীদার একটা সংগঠন হচ্ছে জেএমবি, যাদের নেতা হচ্ছে তাদের কথিত শায়খ আব্দুর রহমান (চাউলের ব্যবসায়ী) এবং বাংলা ভাই (আসল নাম সিদ্দিকুর রহমান, বাংলার টিচার)।
- আবার বর্তমানে আল কায়েদা পন্থি একজন সুরেলা বক্তা তামিম আল আদনানিও আস্তে আস্তে যুবকদের ব্রেন ওয়াশ করছে!
- এই অজ্ঞ লোকগুলো কিছু খারেজী আকীদার লোকের লেখা পড়ে বাংলাদেশে #জিহাদ ঘোষণা করে এবং বোমা মেরে মানুষ মারার যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম তা বাংলাদেশে আমদানি করে মুসলমানদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ততকালীন ক্ষমতাসীন সরকারী দলের মন্ত্রী এমপিরা তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন আমেরিকার চাপে তারাই তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তারা নিহত হলেও রেখে যায় তাকফিরি খারেজীদের নিকৃষ্ট বিষ, তাদের অন্ধভক্ত সরলমনা মুসলমানদের অন্তরে।
- যাই হোক, ইসলামের নামে, জিহাদের নামে এমন খারেজী আকীদার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আসল চেহারা উন্মোচন করে খারেজী আকীদা কি ও খারেজীদের ইতিহাস নিয়ে অসাধারণ একটা বই লিখেন ডা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাংগীর। আপনারা আব্দুল্লাহ জাহাংগীর স্যারের লেখা এই আর্টিকেলটা পড়তে পারেন, সংক্ষেপে খারেজীদের সম্পর্কে জানার জন্য।
- এই প্রবন্ধ টিতে চরমপন্থি খারিজিদের মুখে চপেটাঘাত করা হয়েছে!
- ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদঃ একটি পর্যালোচনা”
- উল্লেখ্য, আই এস /জেএমবির /আল কায়েদা/তালেবান/বোকো হারামের মতো দল যারা বোমাবাজী করে মানুষ মারে ও খারেজী আকীদার রাখে তাঁদের বিরুদ্ধে লেখালিখি করার কারণে, জসীম উদ্দিন রাহমানী নামের এক লোক ও তার অন্ধ ভক্তরা আব্দুল্লাহ জাহাংগীর স্যারের নামে আজেবাজে কথা বলা শুরু করে। কারণ হচ্ছে, স্যার খারেজীদের বিরুদ্ধে লিখেছেন – আর তার এবং তার দলের অনুসারীদের মাঝেও খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেইজন্য ক্ষেপে গিয়ে তারা আব্দুল্লাহ জাহাংগীর স্যারের নামে খারাপ কথা বলা শুরু করে। এমন কি স্যার কে "জাতিয় বেইমান" পর্যন্ত বলেছে!
- যাইহোক, পরবর্তীতে জিহাদ নিয়ে ফতোয়াবাজি করে নিজের মূর্খতা প্রকাশ করা এই লোকটাকে আপনারা বর্জন করবেন। বর্তমান সময়ে বড় বড় ওলামা যেমন শায়খ বিন বাজ, শায়খ উসাইমিন, শায়খ আলবানী তাঁদের বই বা ফতোয়া থেকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন। মনে রাখবেন, যে বেদাতী, খারেজী, কবর, মাযার পূজারী – সে কিন্তু মায়ের পেট থেকে এইরকম হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। বড় হয়ে #বেদাতী হুজুরের ওয়াজ শুনে, মূর্খ লোকদের বই পড়েই কিন্তু সে বেদাতী হয়েছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া, শুধু ওয়াজ শুনতে ভালো লাগে, ভালো লিখে এর ভিত্তিতেই সবার কথা শুনতে থাকেন, সম্ভাবনা আছে আপনিও একদিন নিজের অজান্তেই কোন বেদাতীর পাল্লায় পড়ে সাহাবীদের তরীকাকে হারিয়ে ফেলবেন (আল্লাহু মুস্তাআন)।
- আল্লাহ আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হিসেবেই মৃত্যু দান করুন, আমিন।
- কলাম-আখতার বিন আমির
- দেশে দেশে খারেজীদের ফেতনা ও আমাদের করনীয়

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

14> খাওয়ারিজ-দের বিভ্রান্তির মূল কারন

- খাওয়ারিজ-দের বিভ্রান্তির মূল কারন
- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!
- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।
- প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা—
- ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায়ের পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল অর্জনের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদি কারণে আবেগী হয়ে যারা যুদ্ধ, সন্ত্রাস, সহিংসতা বা হঠকারিতার পথ বেছে নিয়েছে তারা কখনোই ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী গোষ্ঠি তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা করা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা ও শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।
- এক্ষেত্রে আল্লামাহ আলবানি রাহঃ বলতেন–
- "বর্তমানে মুসলমানরা এমন কিছু শাসকের শাসনাধীনে রয়েছে যাদেরকে ধরে নেওয়া যায় যে তারা মুশরিকদের মত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত। যদি এটা ধরে নেয়া হয় তবে আমি বলব, আজকের যুগের শাসকদের অধীনে মুসলমানরা যে অবস্থায় জীবন-যাপন করছে, এটা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মাক্কী জীবনের ন্যায়। রাসূল (ছাঃ)-কে তার মাক্কী জীবন কাফের-মুশরিকদের ত্বাগূতী শাসনের অধীনেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতকে এবং কালেমায়ে ত্বাইয়েবার আহবানকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করত। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালিবও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার দাওয়াতকে অস্বীকার করে বলেছিলেন, যদি আমার কওম আমার ব্যাপারে কটূক্তি না করত, তাহলে আমি অবশ্যই এ কালেমা উচ্চারণ করে তোমার চক্ষু শীতল করতাম।
-
- তারা ছিল নবী (ছাঃ)-এর দাওয়াতের প্রকাশ্য অস্বীকার কারী। অথচ রাসূল (ছাঃ) তাদের শাসনাধীনেই বসবাস করতেন। তিনি তাদেরকে কোন কথাই বলতেন না কেবল একটি দাওয়াত ছাড়া, তা হ'ল- 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কারো শরীক করো না'।
-
- অতঃপর তিনি মাদানী জীবনে পদার্পণ করলেন। শারঈ বিধি-বিধান নাযিল হতে লাগল। মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের যুদ্ধ শুরু হ'ল। যার ইতিহাস সুবিদিত।
-
- কিন্তু মাক্কী জীবনে কোন বিদ্রোহ ছিল না যেমনটি বর্তমানে অনেক অমুসলিম দেশে মুসলমানরা করছে। এরূপ বিদ্রোহ মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ছিল না। যার অনুসরণের জন্য আমরা নির্দেশিত হয়েছি"!
- (আল্লামাহ আলবানি রাহঃ ক্যাসেট থেকে অনুদিত)
- **খারিজিদের বিভ্রান্তির মুল কারণ সমুহঃ–**
- (১). রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহারিক-প্রায়োগিক সুন্নাত, বাণী ও সাহাবীগণের মতামত অস্বীকার করে কুরআন মানতে যেয়ে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তিতে খারিজীগণ নিপতিত হয় তা ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন না করা। ফলে তারা তিনটি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়।
-
- প্রথমত, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা কাল্পনিক বা প্রকৃত অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সমাজ বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- দ্বিতীয়ত্ব, রাষ্ট্রের আনুগত্য ও সাধারণ পাপীর পাপের সমর্থনের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের সাধারণ আনুগত্যকে পাপীর আনুগত্য ও পাপের সমর্থন বলে গণ্য করে এই অপরাধে সকল সাধারণ নাগরিক মুসলিমকে কাফির বলে দাবি করে। অথচ সুন্নাতের আলোকে প্রথমটি ইসলাম নির্দেশিত ইবাদত ও দ্বিতীয়টি পাপ ও অন্যায়।

- তৃতীয়ত্ব, রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা বিচার ও জিহাদকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদত বলে গণ্য করে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে জিহাদ পরিচালনার নামে হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়।

- (২). রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে উগ্রতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে যেমন ভুলত্র“টি, পাপ ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন হতে পারে তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনায়ও ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন ঘটতে পারে। ব্যক্তি মুসলিমকে যেমন পাপের কারণে কাফির বলা যায় না, রাষ্ট্রকেও তেমনি পাপ বা অন্যায়ের কারণে ‘কাফির’ বলা যাবে না বা বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং শান্তিপূর্ণভাবে পাপ, অপরাধ বা অন্যায়ের প্রতিবাদ সহ রাষ্ট্রীয় সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
- বলেছেন:

- جاهلية ميتة مات إلا فيموت شبرا الجماعة يفارق أحد ليس فإنه فليصبر يكرهه شيئا أميره من رأى من
- “কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা‘আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সিদ্ধান্তের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”

- আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
- বলেছেন:
- جاهلية ميتة مات فمات الجماعة وفارق الطاعة من خرج من
- “যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা‘আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”

- ৬০ হিজরীতে হযরত মু‘আবিয়ার (রা) ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ ইয়াযিদের জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আনুগত্যের অস্বিকৃতি করেন। তাদের অস্বিকৃতির মুল কারন ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায় পরিবর্তন ও প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনাবাসীদের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি’র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি:

- جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات ومن له حجة لا القيامة يوم الله لقي طاعة من يدا خلع من

- “যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”

- উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
- বলেন,

- لَّوْاصَ مَا لا قَالَ نُقَاتِلُهُمْ أَلَا اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالُوا تَابَعَوَ رَضِيَ مَنْ وَلَكِنْ سَلِمَ فَقَدْ أَنْكَرَ وَمَنْ بَرِئَ فَقَدْ كَرِهَ فَمَنْ وَتُنْكِرُونَ فَتَعْرِفُونَ أُمَرَاءُ عَلَيْكُمْ يُسْتَعْمَلُ إِنَّهُ

- “অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ

মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)” সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, “না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।”

- এভাবে আমরা দেখছি যে, যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন, অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি তার সরকারের পাপের ভাগী হবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো নাগরিক পাপী হবে না। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) কাফির ফিরাউনের অধীনে স্বেচ্ছায় কর্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ফিরাউনের কুফর, শিরক বা আল্লাহর আইন বিরোধিতায় সহযোগী বলে কল্পনা করা যায় না।
- যালিম, পাপী বা অন্যায়ে লিপ্ত শাসক বা প্রশাসকের অন্যায়ের প্রতি আপত্তি সহ তার আনুগত্য বজায় রাখাই ইসলামের নির্দেশ। যালিম বা পাপী শাসক, প্রশাসক বা সরকার যদি পাপের নির্দেশ দেয় তবে তা মান্য করা যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ρ বলেছেন,

- طاعة من يدا ي نزعن و لا الله معصية من يأتي ما ف لايكره الله معصية من شيئا يأتي ف رآه وال عليه ولي من ألا

- “তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।”

- অন্য বর্ণনায়:
- طاعة من يدا ت نزعوا و لا عمله ف اكرهوا ت كرهونه شيئا ولاتكم من رأيتم إذا

- “যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।”

- আরো অনেক হাদীসে পক্ষপাতিত্ব, যুলুম ও পাপে লিপ্ত শাসক বা সরকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ শাসক বা সরকার কোনো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা যাবে না। আবার অন্যায় নির্দেশের কারণে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতাও করা যাবে না। বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। তবে শাসক বা প্রশাসক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে বিদ্রোহ বা আনুগত্য পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এসকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা বলে মনে করেছেন। কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। এমনকি সালাতের সময় ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে।

- উমাইয়া শাসনামলে সাহাবীগণ এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে ‘রাষ্ট্র’ বা সরকারকে জাহিলী, কাফির বা অনৈসলামিক বলে গণ্য করেন নি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের আপত্তি জ্ঞাপন সহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালেও কোনো মুসলিম ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে ‘দারুল হরব’, ‘অনৈসলামিক রাষ্ট্র’ বা ‘জাহিলী রাষ্ট্র’ বলে মনে করেন নি। তারা তাদের সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন। পাশাপাশি তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন এবং জিহাদ বা আদেশ নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, শক্তিপ্রয়োগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি ইত্যাদি নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থ- সমূহে সংকলিত হয়েছে।
- (জিহাদ,সন্ত্রাস ও জংগীবাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

- (৩). ফিস্কক ও যুলুমের মত কুফরও দুইভাগে বিভক্ত। খারেজীদের বিভ্রান্তির মূল আরেকটি কারণ হল তারা ইত্তিহলালী ক্বলবী ও ইত্তিহলালী আমালী কুফরকে এক করে ফেলছে। অথচ ইত্তিহলালী আমালি কুফরের কারণে কোন মুসলিম কাফের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইত্তিহলালী ক্বলবী হবে। অর্থাৎ আন্তরিকভাবে (মন থেকে আকীদাগতভাবে) কোন হারাম কাজকে যদি হালাল মনে করে তবেই কাফের হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি বা শাসক সুদ কিংবা মদকে আমলগতভাবে হালাল করে কিন্তু আকীদাগতভাবে হারাম মনে করে তবেই এইক্ষেত্রে হুকুম হল তাকে কাফের বলা যাবে না।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- একটা বিখ্যাত হাদিস আমরা সবাই জানি। যেইখানে একজন সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে এক মুশরিক সেনাকে হত্যা করতে চাইলে ওই মুশরিক কালেমা পাঠ করে। কিন্তু সাহাবীরা তারপরেও তাকে হত্যা করে ফেলে! এই কথা রাসুল(সা) শুনলে বারবার ওই সাহাবীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। উক্ত সাহাবী অজুহাত পেশ করলেন মৃত্যু ভয়ে ওই ব্যক্তি কালেমা পড়েছিল। রাসুল (সা) তাকে বলতে লাগলেন, তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছিলে (দেখুন: মিশকাত ৭/৩৩০৩ হাদিস)।
- এই হাদিসটা একদম জ্বলন্ত প্রমাণ যখন কেউ কালেমার স্বীকৃতি দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না যদিও সে আমলগত কুফরে লিপ্ত থাকে। যদি আকীদাগত কুফর তার কাছ থেকে মুখ দ্বারা কিংবা কাজে প্রকাশ পায় তবেই তখন কেবল তার উপর তাকফীরের হুকুম প্রযোজ্য হবে।
- এইরকম আরেকটা উদাহরণ হল: রাসুল(সা) বলেছেন "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তার সাথে ঝগড়া করা কুফরি" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮)।
- এইখানে যদি এই কুফর আকীদাগত কুফর হয় তবে অধিকাংশ মুসলিম তো কাফের হয়ে যাবে। অথচ উক্ত হাদিসে কুফর বলতে বুঝানো হয়েছে আমালী কুফর।
- হে যুবক সম্প্রদায়!
- মুসলিমকে তাকফীর করা খুবই ভয়াবহ ব্যপার। আর সেই মুসলিম যদি শাসক হয় তাহলে তাকে তাকফীর করা তো আরো ভয়ানক। কেননা, শাসকদের অনিচ্ছা স্বত্বেও অনেক কাজ করতে হয় যা কুফর পর্যায়ের। শাসক নামাজ পড়ছে, যাকাত দিচ্ছে, হজ্জ করছে ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের বিধান পালন করছে তাহলে কিভাবে আপনি শাসককে তাকফীর করার সাহস দেখান? শাসক তো জনগণের প্রতিচ্ছবি। যেমন জনগণ তেমন শাসক। আপনি জনগণকে পাল্টান শাসকও পাল্টে যাবে!(ইনশা আল্লাহ)
- লেখকঃ আখতার বিন আমীর! সহযোগীতায়ঃ মাসুদ আত আছারী ইবনে আহম্মদ।

15>

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

15-@@ খারিজি ফিতনা>>>>

- আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।✍আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,من يـ قولـون) البريةِ قولِ خيرِ مِن يقولونَ الأحلامِ سُفَهاءُ ، الأسنانِ (أحدث) حُدَثاءُ قومٌ (الـ زمان اخر فـ ي الأمـ ة هذه فـ ي) فـ يكم يـخرج لَقيتُموهم (فأينَما) فـ إذا ، حناجرَهم إيمانُهم يُجاوِزُ لا ، الرميةِ منَ السهمُ مرُقُي كـما (الـحق من) الإسلامِ منَ يمرُقونَ (الـحق يـ تكـلمون) (الـ بـرية خـير قـول فاقتُلوهم ، فإنَّ قتلَهم أجرٌ لِمَن قتلَهم عـند الله يومَ القيامةِ"এ উম্মাতের মধ্যে (তোমাদের মধ্যে, শেষ যুগে) এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে (সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে, সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে)। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।" বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান ৪/৪৮১; নাসাঈ, আহমদ ইবন শু'আয়ব (৩০৪ হি.), আস-সুনানুল কুবরা ৪/১৬১ ।প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,উপরোক্ত হাদিসে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:প্রথমত,এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দুচার জন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।দ্বিতীয়ত,এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।■ এখন প্রশ্ন হল এরা কারা?কিভাবে এদেরকে চিহ্নিত করা যাবে বা এদের বৈশিস্ট্য সমুহ কি কি?এ সম্বন্ধে স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন শায়খ ফায়সাল আল জাসিম হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত একটি চমৎকার, দালিলিক আর্টিকেল আমরা অনুবাদ করেছিলাম যা গত মাসে পর্বাকারে প্রকাশিত হয়েছিল!বন্ধুগণ,যারা এখনো পড়েন নি, তারা নিম্নের লিংকগুলোতে ক্লিক করে পড়ে নিতে পারেন - জাযাকুমুল্লাহু।
- ▶ ১ম পর্বঃ বা ব্লগে পড়ুন
- খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট pa-1

  ▶ ২য় পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট pai 2

  ▶ ৩য় পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্টpa-3

  ▶ ৪র্থ পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্টpa-4

  ▶ ৫ম পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্টpa-5

  ▶ ৬ষ্ঠ পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্টpa-6

  ▶ ৭ম পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট pa-7

  ▶ ৮ম পর্বঃ
  খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট pa-8

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

▶ ৯ম পর্বঃ
খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য ৯ম ও শেষ পর্ব!

■ আরও পড়তে পারেন -
খারেজীদের বিভ্রান্তির মুল কারণসমুহঃ
লিংকঃ ▶https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1026321017528650&id=100004522838130
▶ আত্মঘাতি বোমা হামলা কি জায়েজ?
আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমিন রাহিমাহুল্লাহ -

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1110488659111885&id=100004522838130
▶ আত্মঘাতি হামলার বিধানঃ
আল্লামাহ সালিহ আল ফাউজান হাফিযাহুল্লাহ -
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1110113882482696&id=100004522838130
▶ নিজেকে বিস্ফোরিত করে দেয়ার বিধানঃ
শাইখ ছলেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিযাহুল্লাহ -
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1112068558953895&id=100004522838130

সর্বশেষ,
আপনি, আমি এসকল সন্ত্রাসীদেরকে অমুসলিমদের ক্রীড়ানক বা এজেন্ট মনে করলেও সাধারণ অনেক যুবক শুধু ইসলামের আবেগেই এদের সাথে যোগ দিয়েছে। ইসলামের কিছু শিক্ষা এসকল খারেজী সন্ত্রাসী দলগুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অনেককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল বিকৃতি তাত্ত্বিকভাবে আমাদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ কখনো অবহেলা, গালি বা কঠোর শাস্তি দিয়ে অবদমিত করা যায় না। ধর্মীয়ভাবে এগুলির বিকৃতি উপলব্ধি করানোই এরূপ প্রবণতা থামানোর অন্যতম পথ। ইসলামের নামে উগ্রতার উদ্ভবের একটি কারণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা।

তাই আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদিসকে বুঝতে হবে কেবলমাত্র সালাফদের "বুঝ" অনুসারে, তা না হলে এসকল গোমরাহ ফিরকাগুলির কবলে পড়ে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ হয়ে যেতে পারে!
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-আমাদের সকলকে যাবতীয় ফিতনা, গোমরাহির রাস্তাসমুহ থেকে হিফাজত করুন। আ-মীন।
❒ আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,
✍ আখতার বিন আমীর।

16> খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস

- খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- আভিধানিক অর্থে 'খারেজী' শব্দটি আরবী 'খুরূজ' (الخروج) শব্দ হ'তে নির্গত, যার অর্থ 'বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া'। বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে শাহরাস্তানী (মৃঃ ৫৪৮ হিঃ) এর মতে খারেজী হ'ল- 'প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এমন হক ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাকে লোকেরা ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। চাই এই বিদ্রোহ ছাহাবীগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাদের পরবর্তী তাবেঈনে এযামের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যে কোন শাসকের যুগে হোক'।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'খারেজী বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায় যারা চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় অবলম্বনকারী, তা যেকোন যুগেই হোক না কেন'। ড. নাছির আল-আক্বল বলেন, 'খারেজী হচ্ছে, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে'। তিনি আরো বলেন, 'খারেজী' নামটি যেমন পূর্বের খারেজীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে তাদের নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের পন্থা অবলম্বন করে। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের প্রধান দু'টি আলামত বা লক্ষণ হ'ল, তারা কবীরা গোনাহগারকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসকের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদেরকে 'খারেজী' বলা হয় এজন্য যে, তারা দ্বীন অথবা জামা'আত অথবা আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও খারেজীদের উত্থান :

ইসলামের প্রথম বাতিল দল হ'ল 'খারেজী'। অনেকে মনে করেন খারেজীদের উত্থান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ব্যক্তি পর্যায়ের ঘটনা। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা 'যুল খুওয়াইছারা'র ঘটনা উল্লেখ করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

يَعْدِلُ مَنْوَ، وَيْلَكَ فَقَالَ. اعْدِلْ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ، تَمِيمٍ بَنِي مِنْ رَجُلٌ هُوَوَ، الْخُوَيْصِرَةِ ذُو أَتَاهُ قَسْمًا يَقْسِمُ وَهُوَ و سلم عليه الله صلى اللهِ رَسُوْلِ عِنْدَ نَحْنُ بَيْنَمَا
أَحَدُكُمْ يَحْقِرُ، أَصْحَابًا لَهُ فَإِنَّ دَعْهُ قَالَفَ. عُنُقَهُ فَأَضْرِبَ، فِيهِ لِي ائْذَنْ اللهِ رَسُولَ يَا عُمَرُ فَقَالَ أَعْدِلُ أَكُنْ لَمْ إِنْ وَخَسِرْتَ خِبْتَ قَدْ أَعْدِلْ لَمْ إِذَا
ثُمَّ، شَىْءٌ ﻪِفِيهِ يُوجَدُ فَلاَ نَصْلِهِ ىإِلَ يُنْظَرُ، الرَّمِيَّةِ مِنَ السَّهْمُ يَمْرُقُ كَمَا الدِّينِ مِنَ يَمْرُقُونَ، تَرَاقِيَهُمْ يُجَاوِزُ لاَ الْقُرْآنَ يَقْرَءُونَ، صِيَامِهِمْ مَعَ وَصِيَامَهُ صَلاَتِهِمْ مَعَ صَلاَتَهُ
وَالدَّمَ ثَالْفَرْ سَبَقَ قَدْ، شَىْءٌ فِيهِ يُوجَدُ فَلاَ قُذَذِهِ إِلَى يُنْظَرُ ثُمَّ، شَىْءٌ فِيهِ يُوجَدُ فَلاَ، قِدْحُهُ وَهُوَ، نَضِيِّهِ إِلَى يُنْظَرُ ثُمَّ، شَىْءٌ فِيهِ يُوجَدُ فَمَا رِصَافِهِ إِلَى يُنْظَرُ
النَّاسِ مِنَ فُرْقَةٍ حِينِ عَلَى وَيَخْرُجُونَ تَدَرْدَرُ الْبَضْعَةِ مِثْلُ أَوْ، الْمَرْأَةِ ثَدْيِ مِثْلُ عَضُدَيْهِ إِحْدَى أَسْوَدُ رَجُلٌ آيَتُهُمْ-

'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামীম গোত্রের 'যুল খুওয়াইছারা' নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনছাফ করুন'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ'লে কে ইনছাফ করবে? আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ'লে তো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিষ্ফল হব। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, 'ওকে যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে। তোমাদের কেউ তাদের ছালাতের তুলনায় নিজের ছালাত এবং তাদের ছিয়ামের তুলনায় নিজের ছিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। এরা দ্বীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে, কিন্তু (শিকারের) চিহ্ন দেখা যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কোন কিছুর দেখা মিলবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। অথচ তীরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্ত-মাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হ'ল এমন একজন কালো মানুষ, যার একটি বাহু নারীর স্তনের ন্যায় অথবা গোশতের টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা মানুষের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

نَيَقْتُلُو، الرَّمِيَّةِ مِنَ السَّهْمِ مُرُوقَ الإِسْلاَمِ مِنَ يَمْرُقُونَ، حَنَاجِرَهُمْ يُجَاوِزُ لاَ الْقُرْآنَ يَقْرَءُونَ قَوْمًا هَذَا ضِئْضِئِ مِنْ إِنَّ و سلم عليه الله صلى النَّبِيُّ قَالَ وَلَّى فَلَمَّا
عَادٍ قَتْلَ لأَقْتُلَنَّهُمْ أَدْرَكْتُهُمْ لَئِنْ. الأَوْثَانِ أَهْلَ وَيَدَعُونَ الإِسْلاَمِ أَهْلَ-

'লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে এবং মুসলমানদেরক হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই তাহ'লে 'আদ' জাতির মত তাদেরকে হত্যা করব'।[2]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে 'জি'রানা' নামক স্থানে দেখা করে। এটি সেই স্থান যেখানে রাসূল (ছাঃ) হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। ছাহাবী বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ের ওপর রূপার টুকরাগুলো রাখা ছিল। রাসূল (ছাঃ) মুষ্ঠিবদ্ধভাবে মানুষকে দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ঐ লোকটি বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন ও ইনছাফ করুন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ধ্বংস তোমার জন্য। আমি যদি ইনছাফ না করি তবে কে ইনছাফ করবে? আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা এমন কোন লোক পাবে না, যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ হবে'। সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'। তিনি বললেন, 'না, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যদি এমন কর, তবে লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করি...'।[3] এই ব্যক্তিই ছিল প্রথম 'খারেজী' যে নবী করীম (ছাঃ)-এর বণ্টনের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে এবং নিজ প্রবৃত্তির রায়কে

প্রাধান্য দেয়।

অন্যদিকে ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারী এবং পরে অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যাকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতাকেও ত্বাবারী ও ইবনু কাছীর (রহঃ) ‘খারেজী’ বলে অভিহিত করেছেন। তবে তখনও ‘খারেজী’ একটি পৃথক দল ও মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এই ব্যক্তির বংশধর ও অনুসারীরাই ‘খারেজী’। এরা কেমন হবে? কি করবে? রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন,

-حَنَاجِرَهُمْ إِيمَانُهُمْ يُجَاوِزُ لاَ .الْبَرِيَّةِ قَوْلِ خَيْرِ مِنْ يَقُولُونَ .الأَحْلاَمِ سُفَهَاءُ .الأَسْنَانِ حُدَّاثُ .الزَّمَانِ آخِرِ فِى قَوْمٌ سَيَخْرُجُ

- ‘শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ তাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না...’।[4]
- আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

مَا قِيلَ .وقِهِفُ إِلَى السَّهْمُ يَعُودَ حَتَّى فِيهِ يَعُودُونَ لاَ ثُمَّ .الرَّمِيَّةِ مِنَ السَّهْمُ يَمْرُقُ كَمَا الدِّينِ مِنَ يَمْرُقُونَ .تَرَاقِيَهُمْ يُجَاوِزُ لاَ الْقُرْآنَ وَيَقْرَءُونَ الْمَشْرِقِ قِبَلِ مِنْ نَاسٌ يَخْرُجُ
-التَّسْبِيدِ قَالَ أَوْ .التَّحْلِيقُ سِيمَاهُمْ قَالَ .سِيمَاهُمْ

‘পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হ’ল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, ‘তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুন্ডন করা’।[5]

মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ‘অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরক্বা সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে আর কাজ করবে মন্দ। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকবে অথচ তারা আমার কোন আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হবে’। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তাদের আলামত কী? তিনি বললেন, ‘অধিক মাথা মুন্ডন করা’।[6]

- খারেজী মতবাদ সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত খারেজীরা আত্মপ্রকাশ করে। হিজরী ৩৭ সালে একটি ঘটনার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে সকল ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। আলী (রাঃ)-এর শাসনামলে খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুনাফিক ও খারেজীদের চক্রান্তে মুসলমানরা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল আলী (রাঃ)-এর এবং অন্য দল মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করে। ক্রমে অবস্থা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে ৬৫৭ সালের জুলাই মাসে ‘ছিফফীন’ নামক স্থানে আলী (রাঃ)-এর সাথে মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধকালে সমস্যার সমাধানের লক্ষে দু’জন বিচারক নির্ধারণ করা হয় এই মর্মে যে, তারা দু’জনে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা উভয় পক্ষ মেনে নিবে। আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) এবং মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে নির্ধারণ করা হয়। ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে ‘তাহকীম’ বা সালিস নির্ধারণ নামে পরিচিত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শাম ও ইরাকের সকল ছাহাবীর ঐক্যমতে বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং আলী (রাঃ)-এর কুফায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করে তখনই আলী (রাঃ)-এর দল থেকে কিছু লোক বের হয়ে যায় এবং ‘হারুরা’ নামক প্রান্তরে এসে অবস্থান করে। তাদের সংখ্যা মতান্তরে ৬, ৮, ১২ অথবা ১৬ হাযার হবে। বিচ্ছিন্নতার সংবাদ পেয়ে আলী (রাঃ) দূরদর্শী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সংশয়গুলিকে বিচক্ষণতার সাথে খন্ডন করায় বেরিয়ে যাওয়াদের মধ্য থেকে প্রায় ৪ অথবা ৬ হাযার লোক আলী (রাঃ)-এর আনুগত্যে ফিরে আসেন। অতঃপর আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলে মসজিদের এক কোনায় ‘লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ’ ‘আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানি না’ স্লোগানে তারা মসজিদ প্রকম্পিত করে তুলে। তারা আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আপনি বিচার ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন! অথচ বিচারের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। আপনি সূরা আন‘আমের ৫৭নং আয়াত (ان الحكم الا ﷲ) ‘আল্লাহ ব্যতীত কারো ফায়ছালা গ্রহণযোগ্য নয়’-এর হুকুম ভঙ্গ করেছেন। আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আপনি মুশরিক হয়ে গেছেন ইত্যাদি।

তাদের মতে আলী, মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আছ সহ তাহকীমকে সমর্থনকারী সকল ছাহাবী কুফরী করেছেন এবং কাফের হয়ে গেছেন। অথচ সত্য হ’ল, মানুষের ফায়ছালার জন্য মানুষকেই বিচারক হ’তে হবে। আর ফায়ছালা হবে আল্লাহর আইন অনুসারে।

খারেজীরা নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতাকে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে রূপ দান করে এবং মুসলমানদের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করে। আলী (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১. তোমাদেরকে মসজিদে আসতে আমরা নিষেধ করব না ২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ হ’তে আমরা তোমাদের বঞ্চিত করব না ৩. তোমরা আগে ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

কিছুদিন পর তারা সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। তখন আব্দুল্লাহ বিন খাববাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ফিৎনা সংক্রান্ত

হাদীছ শুনালে তারা তাঁকে হত্যা করে। তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর পেট ফেড়ে বাচ্চা বের করে ফেলে দেয় এবং দু'টুকরো করে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'আব্দুল্লাহকে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে, আমরা সবাই মিলে হত্যা করেছি। এরপর আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। যুদ্ধের আগে তিনি নিজে ইবনু আব্বাস ও আবু আইয়ূব (রাঃ) সহ তাদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করেন এবং তাদের সংশয়গুলিকে দূর করতঃ সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

❖ আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে খারেজীদের সংশয় সমূহের যথার্থ জবাব :

খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে আলী (রাঃ) তাদের বেরিয়ে যওয়ার কারণগুলি জানতে চাইলে তারা কিছু সংশয় উপস্থাপন করে এবং তিনি প্রত্যেকটির যথার্থ জবাব দেন। তাদের সংশয়গুলির সংক্ষিপ্ত জবাব নিমণরূপ-

প্রথম সংশয় : উষ্ট্রের যুদ্ধে তাদের জন্য নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার বৈধতা কেন দেওয়া হয়নি, যেমন দেওয়া হয়েছিল অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে? আলী (রাঃ) জবাব দেন কয়েকটি দিক থেকে, (১) ত্বালহা ও যুবায়র (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে যে সামান্য অর্থ নিয়েছিলেন তার বিনিময়ে তাদের জন্য মাল নেয়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়াও তা ছিল খুবই সামান্য সম্পদ। (২) নারী ও শিশুরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়াও তারা ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী মুসলিম। তারা মুরতাদ হয়েও যায়নি যে, তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয হবে। (৩) তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমি যদি নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ করতাম তাহ'লে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে (উম্মুল মুমিনীন) আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের অংশে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখ?! তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের মধ্যে অনেকেই সঠিক পথে ফিরে এসে আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য মেনে নেয়।

❖ দ্বিতীয় সংশয় : আলী (রাঃ) কেন মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে ছিফফীনের সন্ধি চুক্তি লেখার সময় নিজের নামের প্রথমে 'আমীরুল মুমিনীন' কথাটি মুছে ফেলেন এবং তাঁর কথা মেনে নিলেন? তিনি জবাব দেন এই বলে যে, 'আমি তো তাই করেছি যা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে করেছিলেন। তিনি নিজের নামের প্রথম থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কাফেরদের দাবী অনুযায়ী মুছে ফেলেন'।

তৃতীয় সংশয় : তিনি হকের পথে থাকার পরেও কেন তাহকীম বা শালিস নিয়োগ করলেন? এর জবাবে তিনি বলেন, 'হক্কের পথে থাকার পরেও রাসূল (ছাঃ) বানু কুরায়যা-এর ক্ষেত্রে সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে শালিস নিয়োগ করেছিলেন'।

চতুর্থ সংশয় : আলী (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি যদি খেলাফতের হকদার হয়ে থাকি, তাহ'লে তারা আমাকে খলীফা নির্বাচন করবে'। খারেজীদের দাবী তিনি নিজের খলীফা হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এর জবাবে তিনি বলেন, 'এটা ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি ইনছাফ করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) নাজরানের নাছারাদেরকে মুবাহালার জন্য আহবান করেছিলেন তাদের প্রতি ইনছাফ প্রদর্শনের জন্য। এরপর তাদের অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসে এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়। আর বাকীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন, যা 'নাহরাওয়ান' যুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে তারা নয় জন ব্যতীত সকলেই নিহত হয়। পক্ষান্তরে আলী (রাঃ)-এর পক্ষের নয় জন শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধেই খারেজী নেতা আব্দুল্লাহ বিন ওহাব রাসবী নিহত হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজীরা পরাজিত হয় এবং তাদের ফিৎনাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বলা হয়, সেদিন বেঁচে যাওয়া নয়জন খারেজীই বিভিন্ন দেশে তাদের বীজ বপন করে। পরাজিত খারেজীদের বংশধর ও অনুসারীরা এর পরেও বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করে এবং ফিৎনা-ফাসাদ বাধানোর চেষ্টা করে। যদিও রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে ও পরবর্তীতে আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর যুগে কিছু খারেজী আক্বীদার লোক ছিল, কিন্তু তাদের ফিৎনা সবচাইতে মারাত্মক আকার ধারণ করে আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। সেই থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে-বেনামে খারেজী দল বা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আলামত :

❖ ১. তারা হবে নবীন, তরুণ ও নির্বোধ, অথচ নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাববে।[7] ২. তারা সর্বোত্তম কথা বলবে, কিন্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ করবে।[8] ৩. বাহ্যিকভাবে সুন্দর কথা বলবে।[9] ৪. মুখে ঈমানের কথা বললেও তাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না।[10] ৫. তাদের ঈমান ও ছালাত তাদের গ্রীবাদেশ অতিক্রম করবে না।[11] ৬. পথভ্রষ্ট হওয়ার পর এরা আর ঈমানের দিকে ফিরে আসবে না। যেমন তীর আর ধনুকের ছিলাতে ফিরে আসে না।[12] ৭. তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী। লোকেরা তাদের ইবাদত দেখে অবাক হবে।[13] ৮. তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের মাথা থাকবে ন্যাড়া।[14] ৯. তারা মুসলমানদের হত্যা করবে আর কাফের, মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে।[15] ১০. তারা দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, এমনকি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে।[16] ১১. তারা মুসলিম শাসকদের নিন্দা করে, অপবাদ দেয় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির বলে দাবী করে। যেমনটি খুওয়াইছারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে করেছিল। ১২. তারা মানুষকে কিতাবুল্লাহর দিকে আহবান করবে। কিন্তু সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই থাকবে না। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ দিয়ে দলীল গ্রহণ করবে। কিন্তু না বুঝার কারণে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল করবে।[17] ১৩. তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করবে।[18] ১৪. তারা সর্বোত্তম দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। যেমন আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে করেছিল।[19] ১৫. তারা তাদের নিহতদেরকে জান্নাতী মনে করে। যেমন তারা নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরকে 'জান্নাতমুখী' 'জান্নাতমুখী' বলে ডাকছিল'।[20] ১৬. ওরা এমন জাতি যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা।[21] ১৭. মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় এদের আবির্ভাব হবে।[22] ১৮. তাদের উৎপত্তি পূর্ব দিক (ইরাক ও তৎসংলগ্ন) থেকে হবে।[23] ১৯. যেসব আয়াত কাফেরের জন্য প্রযোজ্য তারা সেগুলিকে মুমিনদের উপর প্রয়োগ করবে।[24] ২০. তাদের আগমন ঘটবে শেষ

যামানায়।[25] ২১. তারাও কুরআন ও সুন্নাহ দিয়েই কথা বলবে কিন্তু অপব্যাখ্যা করবে।[26] ফলে তারা আলেমদের সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষণকারী হবে। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করতে গিয়ে জাল হাদীছ পর্যন্ত রচনা করে।[27] ২২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নামে এ সম্পর্কিত শরী'আতের দলীলগুলিকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। ২৩. তারা কেবল ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত আয়াতগুলি দিয়ে দলীল গ্রহণ করে। কিন্তু ভাল কাজের পুরস্কার বা উৎসাহমূলক আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করে। ২৪. তারা আলেমগণকে মূল্যায়ন করবে না। নিজেদেরকেই বড় জ্ঞানী মনে করবে। যেমন খারেজীরা নিজেদেরকে আলী, ইবনু আব্বাস সহ সকল ছাহাবী (রাঃ)-এর চেয়ে জ্ঞানী দাবী করেছিল। ২৫. ওরা হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে।[28] ২৬. তারাই সর্বপ্রথম মুসলিমদের জামা'আত হ'তে বেরিয়ে গেছে এবং তাদেরকে পাপের কারণে কাফের সাব্যস্ত করেছে।[29] ২৭. তারা ক্বিয়াস (ধারণা বা অনুমান) ভিত্তিক কাজে বেশী বিশ্বাসী।[30] ২৮. তারা মনে করে যালেম শাসকের শাসন জায়েয নয়।[31] ৩০. ওরা মুখে আহলে ইল্মদের কথার বকওয়ায করে কিন্তু তার মর্মার্থ বুঝে না।[32] ৩০. ওরা লোকদেরকে মুসলিম সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহবান জানায়। ফলে তারা নিজেরা মাদরাসা, শিক্ষা ইন্সটিটিউট, বিশববিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী এবং মুসলমানদের সাথে বসবাস করা পরিহার করে।[33] ৩১. তারা আত্মহত্যার মাধ্যমে এবং অন্যকে হত্যার মাধ্যমে সীমালংঘন করতঃ রক্তপাত ঘটাবে। ৩২. যতবারই তাদের আবির্ভাব হবে, ততবারই তারা ধ্বংস হবে। এভাবে রাসূল (ছাঃ) বিশ বার বলেন।[34] ৩৪. ভূপৃষ্ঠে সর্বদাই খারেজী আক্বীদার লোক থাকবে এবং সর্বশেষ এদের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[35] ৩৫. তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি।[36]

- **খারেজীদের বিষাক্ত ছোবলে কলংকিত ইসলামের ইতিহাস :**

খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময় খারেজীরা মাথাচাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু আবু লু'লু নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করে। ২৩ হিজরীর ২৬শে যিলহজ্জ তারিখে ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে ইমামতি করছিলেন, এমন সময় সে ছদ্মবেশে প্রথম কাতারে অবস্থান নেয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তিন অথবা ছয়বার তাঁর কোমরে আঘাত করে। তিনদিন পর তিনি শাহাদত বরণ করেন। ফলে চরমপন্থী তৎপরতার পুনরুত্থান ঘটে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সে আরো ১৩ জন ছাহাবীকে আঘাত করে। তন্মধ্যে ৯ জন শাহাদত বরণ করেন। ঐ ঘাতক পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে।

ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রে খারেজী চরমপন্থীদের হাতেই ৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখ জুম'আর দিন রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ৮২ বছর বয়সী ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া খারেজীরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য গোপনে আব্দুর রহমান বিন মুলজামকে ঠিক করে। অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কে হত্যা করার জন্য বারাক বিন আব্দুল্লাহকে এবং আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য আমর বিন বাকরকে নির্বাচন করে। এভাবে তারা একই দিনে হত্যা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম তার দু'জন সহযোগী ওরদান ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান জুম'আর রাতে কূফায় গমন করে। ফজরের সময় আলী (রাঃ)-এর বাড়ীর দরজার আড়ালে অস্ত্র নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে যখন 'ছালাত' 'ছালাত' বলে মানুষকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই তারা আলী (রাঃ)-এর মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে ঐ রক্তপিপাসু বলেছিল, لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك 'হে আলী! আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই। তোমার জন্যও নেই এবং তোমার সাথীদের জন্যও নেই হে আলী'। তাকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে উঠে, شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن أقتل به شر خلقه 'আমি চল্লিশ দিন যাবৎ তরবারিকে ধার দিয়েছি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি, আমি যেন এই অস্ত্র দ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারি' (নাঊযুবিল্লাহ্)।

আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর বেঁচে থাকলে আমিই যা করার করব। কিন্তু তিনদিন পর ৪০ হিজরীর ২১শে রামাযান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ঐ দিন একই সময় মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আঘাত করলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ভীষণ অসুস্থ থাকায় তিনি সেদিন মসজিদে আসতে পারেননি। ফলে তিনি বেঁচে যান। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম খারেজাহ ইবনু আবী হাবীবাকে ঐ ঘাতক হত্যা করে। এভাবেই খারেজীরা খুলাফায়ে রাশেদার মত জান্নাতী ও বিশিষ্ট ছাহাবীগণের প্রাণনাশ ঘটিয়ে ইসলামের সোনালী ইতিহাসকে কলংকিত করে।

- **খারেজীদের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব :**

খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীন-এর বুঝকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করা। নিম্নে তাদের অপব্যাখ্যার কিছু নমুনা জবাব সহ আলোচিত হ'ল।-

এক : আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মুমিন' (তাগাবুন ৬৪/২)। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কাফির ও মুমিন দু'ভাগে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর ফাসিকরা মুমিন নয়। সুতরাং তারা কাফির।

জবাব : এ আয়াত দ্বারা মানুষকে কেবল দু'ভাগের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। কেননা আরও এক প্রকার মানুষ রয়েছে, তারা হ'ল পাপী। আর দু'প্রকার উল্লেখ করার কারণে বাকিগুলিকে অস্বীকার করা বুঝায় না। তাছাড়া এখানে বলা হয়েছে, কিছু মানুষ কাফির আর কিছু মুমিন। এর বাস্তবতা নিয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা বুঝায় না যে, পাপী মুমিনেরা কাফির যেমন দাবী করেছে খারেজীরা।

❖ দুই : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فِيْهَا يْهِإِلَ النَّاسُ يَرْفَعُ نُهْبَةً يَنْتَهِبُ وَلاَ ،مُؤْمِنٌ وَهْوَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَلاَ ،مُؤْمِنٌ وَهْوَ يَشْرَبُ حِيْنَ الْخَمْرَ يَشْرَبُ لاَوَ ،مُؤْمِنٌ وَهْوَ يَزْنِى حِيْنَ الزَّانِىْ يَزْنِى لاَ مُؤْمِنٌ وَهْوَ أَبْصَارَهُمْ 'কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। সে মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না। সে মুমিন থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। ছিনতাইকারী যখন প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, আর লোক অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে, তখন সে মুমিন থাকে না'।[37]

❖ তারা এ হাদীছটি দ্বারা কবীরা গোনাহকারীকে ঈমান থেকে পুরোপুরি খারিজ দাবী করে।

জবাব : বিদ্বানগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে যে ব্যক্তি উল্লিখিত পাপগুলিকে হালাল মনে করে করবে তার ক্ষেত্রে এটি বলা হয়েছে। অথবা হাদীছে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয় বুঝানো হয়েছে। এ হাদীছে উল্লিখিত পাপের কারণে যদি দ্বীন থেকে খারিজ উদ্দেশ্য হ'ত, তাহ'লে তার জন্য শুধু 'হদ' জারি করাই যথেষ্ট মনে করা হ'ত না। এজন্যই যুহরী (রহঃ) এ ধরনের হাদীছ সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা এগুলিকে প্রয়োগ কর যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ প্রয়োগ করতেন। অন্য হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন বান্দা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং এর উপরেই মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। এভাবে আমি তিন বার বললাম, প্রত্যেকবার তিনি একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবার বললেন, 'যদিও আবু যারের নাক ভূলুণ্ঠিত হয়...'।[38]

তিন : মহান আল্লাহ বলেন,الْكَافِرُوْنَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ 'যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারা কাফির' (মায়েদা ৫/৪৪)। তাদের দাবী এ আয়াত সকল প্রকার পাপীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা তারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না। সুতরাং তাদের কাফের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

জবাবঃ অত্র আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে এবং গায়রুল্লাহর বিধান দিয়ে ফায়ছালা করাকে বৈধ মনে করে। কিন্তু যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং স্বীকার করে যে, তাঁর বিধান সত্য, তাহ'লে সে কাফির নয়, সে পাপী হিসাবে গণ্য হবে কুফরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত। সারা পৃথিবীতে যখন মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। নেতৃত্বসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে শতধাবিভক্ত। এমনি করুণ মুহূর্তে এ বিদ'আতী খারেজী দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম শাসকদের দোষ-ত্রুটির কারণে তাদেরকে কাফের, মুরতাদ ফৎওয়া দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা খারেজীদের ধর্ম। এই বিষয়টি এত ধ্বংসাত্মক যে, আপনি প্রত্যেকটা আক্বীদার কিতাব খুলে দেখুন মুসলিম শাসকদের অন্যায় বা যুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও সৎকাজে তাদের প্রতি অনুগত থাকা এবং কোন মতেই বিদ্রোহ না করার কথা বলা হয়েছে।

চারঃ মহান আল্লাহ বলেন, ان حكم الا لا إ لله 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই' (উইসুফ ৪০/৬৭)। খারেজীরা অজ্ঞতাহেতু এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে, মানুষকে শালিস নিয়োগ করা কুরআন পরিপন্থী এবং কুফরী। এর জবাবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كلمة حق أريد بها باطل 'কথা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ'। কেননা মানুষের ফায়ছালা মানুষই করবে, আর তা হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী (নিসা ৪/৩৫; মায়েদা ৫/৯৫)।

❖ **খারেজী আক্বীদা বনাম আহলেহাদীছদের আক্বীদা :**

কবীরা গোনাহগার সম্পর্কে : খারেজীদের মতে, মানুষ হয় মুমিন, নয় কাফির। একই বান্দার মাঝে ছওয়াব ও শাস্তি জমা হ'তে পারে না। তাই প্রত্যেক কবীরা গোনাহ কুফরী। আর কবীরা গোনাহগার কাফির। যে কোন মুসলিম কবীরা গোনাহ করলে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায় ও কুফরীতে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় অথবা একবার মিথ্যা বলে ছগীরা গোনাহ করে তওবা না করে মারা গেলে সে মুশরিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যারা কবীরা গোনাহ করে তওবা করে না, তাদেরকে হত্যা করা তারা বৈধ মনে করে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : কবীরা গোনাহগার কাফের নয়। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। তাকে হত্যা করাও জায়েয নয়। যদি সে তওবা না করে মারা যায়, তাহ'লে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। বরং অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর দয়ায় আবার সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে কবীরা গোনাহের কারণে অসম্পূর্ণ মুমিন অথবা ফাসেক। কিন্তু ঈমানের কারণে সে মুমিন। এটিই খারেজীদের চরমপন্থা এবং মু'তাযিলা ও মুরজিয়াদের চরম শিথিলতার বিপরীতে মধ্যমপন্থী আক্বীদা। মহান আল্লাহ্ কবীরা গোনাহকারীদেরকে মুমিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا 'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহ'লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে' (হুজুরাত ৪৯/৯)। এ আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

ي قوله كما لا عظمت، وإن ب المعصية الإيمان عن لاي خرج أنه على وغيره ال بخاري ا س تدل وب هذا الاق ت تال، مع مؤمنين هف سما ت ا ب عهم ومن ال خوارج.

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

‘পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মুমিন নামকরণ করেছেন। এ আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পাপের কারণে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, যদিও পাপ বড় হয়। বিষয়টি এমন নয় যেমন খারেজী ও তাদের দোসররা বলে’।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

الإيـ مان من يـ حرجوا لـ م أنهم بـ ين ومن الـ كـ بائـ ر، أكـ بر من يـ عد الـ ذي الـ قـ تال من بـ يـ نهم وقـ ع ما مع مع مؤمـ نـ ين هؤلاء الله فـ سمى
بـ الـ كـ لـ ية.

‘তারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে যা সবচেয়ে বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত, তবুও আল্লাহ তাদেরকে মুমিন নামকরণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যায়নি। এজন্যই ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন,أهل الـ ذنـ وب أي الـ كـ بائـ ر مؤمـ نون بـ ون مذنـ ‘কবীরা গোনাহকারীরা পাপী মুমিন’।

শাসক ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে : খারেজীদের মতে, কোন মুসলিম শাসক যদি তাদের মানহাজ না মানে অথবা ফাসেকী ও যুলুম করে, তাহ’লে তার জন্য ক্ষমতায় থাকা বৈধ নয়। এমন শাসকের আনুগত্য করাও জায়েয নয়। তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তার অধীনে সরকারী চাকুরী, সরকারী বাসভবনে বসবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা জায়েয নয়। তার অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মী ও আইন-শৃংখলা বাহিনীকে হত্যা করা জায়েয। তাদের মতে কোন মুসলিম বিচারক যদি আল্লাহর বিধান মতে বিচার না করেন, তাহ’লে তিনি অবশ্যই কাফের। তাকে হত্যা করা জায়েয, যদি তিনি তওবা না করেন।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, ‘আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা যুলুম করে। আমরা তাদের অভিশাপও করি না, আনুগত্য হ’তে হাত গুটিয়ে নেই না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দো‘আ করব’।

কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে : যে সকল সুন্নাত তাদের দাবী অনুযায়ী কুরআনের বাহ্যিক অর্থ বিরোধী মনে হয়, তারা তা অস্বীকার করে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে’। তারা সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতঃ ব্যভিচারীকে রজম করার বিধান অস্বীকার করে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : কুরআন-সুন্নাহ দু’টিই অহী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ألا إنـ ي أوتـ يت الـ قرآن ومـ ثـ له معه... ‘জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্ত’...।[39] হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ‘আমরা আপনার নিকটে ‘যিকর’ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ (নাহ্ল ১৬/৪৪)। সুতরাং এ দু’য়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে : খারেজীদের কোন কোন দল নবী-রাসূলগণের দ্বারাও ছগীরা ও কবীরা গোনাহ সংঘটিত হওয়াকে জায়েয মনে করে। তাই তাদের মতে কোন নবীকেও কবীরা গোনাহের কারণে কাফের বলা যায়। যতক্ষণ না তিনি তওবা করে ফিরে আসেন (নাঊযুবিল্লাহ)। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘খারেজীরা রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে যুলুম এবং তিনি তাঁর সুন্নাতের ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট এমন অপবাদ আরোপ করা জায়েয করেছে। আর তাঁর আনুগত্য ও ইত্তেবা করা ওয়াজিব মনে করত না’। নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে খারেজীদের এমন আক্বীদা কুফরীর শামিল।

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে : তাদের মতে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কবীরা গোনাহ ও কুফরী করেছেন। তারা ওছমান (রাঃ)-কে কাফের ও মুরতাদ মনে করত এবং তাকে হত্যাকারীদের প্রশংসা করত। যেমন তারা আলী, মু‘আবিয়া, আমর ইবনুল আছ, আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) সহ যে সকল ছাহাবী শালিস নিয়োগ করাকে সমর্থন করেছেন তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করতঃ তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খারেজীদের যে আক্বীদা তা স্পষ্টত ফাসেকী। কেননা, ‘আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট’ (মায়েদা ৫/১১৯)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তা তাদের এক অঞ্জলি বা অর্ধাঞ্জলি দানের সমতুল্য হবে না।

পরকালে শাফা‘আত সম্পর্কে : তারা কবীরা গোনাহকারীর জন্য শাফা‘আতকে অস্বীকার করে। তাদের দাবী শাফা‘আত কেবল মুত্তাক্বীদের জন্য। তাদের মতে যাকে একবার জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী থাকবে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : খারেজীদের এমন আক্বীদা স্পষ্ট সুন্নাহ বিরোধী। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার শাফা'আত আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গোনাহগার তাদের জন্য'।[40]

❖

❖ খারেজীদের বিধান :

দুনিয়াবী বিধান : খারেজীদের হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন তারা কাফের। তাদের দলীল- যুল খুওয়াইছারার ঘটনা, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহ এবং আলী, মু'আবিয়া সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণের সাথে তাদের ন্যক্কারজনক আচরণ। আবার অনেকেই বলেন, তারা ফাসিক ও বিদ'আতী। কারণ কাউকে ইসলাম বহির্ভূত বলা সহজ বিষয় নয়। তবে স্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হ'লে তা ভিন্ন কথা। মোদ্দাকথা হ'ল, তাদের কথা, কর্ম ও আক্বীদার ভিত্তিতে তাদের ওপর হুকুম প্রযোজ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'তে বহির্ভূত'। ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, 'ফিরক্বা নাজিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করায় তাদেরকে ভ্রষ্ট দল হিসাবে ধরা হয়'। সালাফে ছালেহীন যদিও তাদেরকে কাফের বলেন না। তবে তাদেরকে হাদীছে বর্ণিত ৭২টি ভ্রান্ত দলের একটি গণ্য করেন।

❖

পরকালীন বিধান : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর'।[41]

উপসংহার : খারেজীদের সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

ف سدوا قد عندهم ال ناس لأن : امرأة و لا رجلا و لا ط فلة و لا ط فلا ي تركوا ولم و شاما، عراق ا ك لها الأرض لأف سدوا هؤلاء قووا لو و إذ جملة ال ق تل إلا ي صلحهم لا ف سادا.

'যদি খারেজীরা শক্তিশালী হয় তথা ক্ষমতা পায়, তখন তারা ইরাক ও শামের সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি (মুসলমানদেরকে তাকফীর ও হত্যা...ইত্যাদি) করে বেড়াবে। তারা কোন ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু এবং নারী-পুরুষ কাউকে রেহাই দিবে না। কেননা তাদের আক্বীদা হ'ল, মানুষ এমনভাবে ফাসাদে লিপ্ত হয়েছে যে, তাদেরকে সামগ্রিকভাবে হত্যা করা ব্যতীত তারা সংশোধিত হবে না। খারেজীদের ভয়ানক রূপ সম্পর্কে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

مسـ تحلـ ين يـ واف قهم، لـم مسلم كل قـ تل فـ ي مجـ تهدين كانوا فـ إنهم الـ نصارى، ولا الـ يهود لا منهم، المسلمين على شرا أحد يـ كن لم الـمضلة وبـ دع تهم جهلهم لـ عظم بـ ذلك مـ تدي نـ ين وكانوا لـهم، مكـ فرين أولادهم، وقـ تل وأموالهم، المسلمين لـ دماء.

'মুসলমানদের জন্য তাদের চাইতে ক্ষতিকর আর কেউ ছিল না। ইহুদীও নয়, নাছারাও নয়। কেননা যেসকল মুসলিম তাদেরকে সমর্থন করেনি, তারা তাদেরকে হত্যা করতে সদা তৎপর ছিল। মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ এবং তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করে তাদেরকে কাফের গণ্য করে। এরপরেও তাদের ব্যাপক অজ্ঞতা ও ভ্রষ্ট বিদ'আত সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করত।

অতএব পথভ্রষ্ট খারেজী দল ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুণ-আমীন!

[1]. বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।

[2]. বুখারী হা/৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।

[3]. মুসলিম হা/১০৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৭৮।

[4]. বুখারী হা/৬৯৩০; মিশকাত হা/৩৫৩৫।

[5]. বুখারী হা/৭৫৬২।

[6]. আবু দাউদ হা/৪৭৬৫; মিশকাত হা/৩৫৪৩, সনদ ছহীহ।

[7]. বুখারী হা/৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩৪; মুসলিম হা/২৪৬২, ২৪৬৯।

[8]. মুসলিম হা/২৪৬২; আবুদাঊদ হা/৪৭৬৭; আহমাদ হা/২০৪৪৬।

[9]. বুখারী হা/৫০৫৭।

[10]. বুখারী হা/৩৪১৫।

[11]. মুসলিম হা/২৪৬২।

[12]. বুখারী হা/২৪৬২।

[13]. আহমাদ হা/১২৯৭২; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ হা/৯৪৫; আলবানী একে ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫।

[14]. বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭।

[15]. বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১।

[16]. বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; আহমাদ হা/৭০৩৮; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ, হা/৯২৯-৯৩০।

[17]. আবুদাঊদ হা/৪৭৬৫; আহমাদ হা/১৩৩৩৮; মিশকাত হা/৩৫৪৩; আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৬৮।

[18]. আহমাদ হা/১২৯৭২; বায়হাক্বী, মাজমা যাওয়ায়েদ ২২৯/৬; আলবানী ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫।

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

[19]. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৩০৫।

[20]. আল-বিদায়া ১০/৫৮৭।

[21]. আলে-ইমরান ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩১৩।

[22]. বুখারী হা/৬৯৩৩।

[23]. বুখারী হা/৭১২৩।

[24]. বুখারী, হুজ্জাত কায়েম হওয়ার পর খাওয়ারেজ ও মুলহিদদের হত্যা করা অধ্যায়, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।

[25]. আবুদাউদ হা/৪৭৬৯।

[26]. বুখারী হা/৩৪১৫।

[27]. আল-খাওয়ারিজ আক্বীদাতান ওয়া ফিকরান ৫৪-৬৮ পৃঃ।

[28]. আল-খাওয়ারিজ আউয়ালুল ফিরাক্ব ফী তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৩৭-৩৮ ও ১৪৬।

[29]. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৭৯/৩৪৯, ৭/৩।

[30]. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১১৬/১।

[31]. মাকালাতুল ইসলামমিয়্যন ২০৪/১।

[32]. আশ-শারী‘আহ ২৮ পৃঃ।

[33]. দিরাসাতুন আনিল ফিরাক্ব ওয়া তারীখিল মুসলিমীন পৃঃ ১৩৪।

[34]. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী হাসান বলেছেন, ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৭২; আরনাঊত্ব ছহীহ বলেছেন, মুসনাদ ৩৯৮/৯।

[35]. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী একে হাসান বলেছেন, ছহীহা হা/২৪৫৫।

[36]. মুসলিম হা/২৪৬৯, ২৪৫৭।

[37]. বুখারী হা/৬৭৭২; মুসলিম হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৩।

[38]. বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/৯৪; মিশকাত হা/২৬।

[39]. আহমাদ হা/১৭২১৩।

[40]. আবু দাউদ হা/৪৭৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০; মিশকাত হা/৫৫৯৯, সনদ ছহীহ।

[41]. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩, সনদ ছহীহ। -:-মীযানুর রহমান ---

লিসান্স; এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

17> হক্বপন্থি ওলামাদের উপরে খাওয়ারিজদের ভিবিন্ন তোহমত নিয়ে একটি ত্বাত্তিক বিশ্লেষণ...!

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- --হক্কপন্থি ওলামাদের উপরে খাওয়ারিজদের ভিবিন্ন তোহমত নিয়ে একটি ত্বাত্তিক বিশ্লেষণ...!
- একটি মুলনীতি জেনে রাখুন -
- বিদাতীদের লক্ষণ হচ্ছে আহলে সুন্নাহর ইমাম/ আলেম/দ্বায়ীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা (প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য) এবং তাদেরকে বিভিন্ন আজে বাজে নামে গালি দেওয়া (অনলাইন অথবা অফলাইনে)!
- ঠিক তেমনি একটি বহুল প্রচলিত গালি হল -"পেট্রো ডলার/আহলে রিয়াল শাইখ"!!!
- এর হাকিকত কি জানেন?
- কাদের & কেন এই "গালি" দেওয়া হচ্ছে?
- চরমপন্থি /খারিজিরা এই গালি গুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকে হক্কপন্থি ওলামাদের প্রতি ঘৃনা ছড়িয়ে দিতে! "পেট্রো ডলার শাইখ" এই টার্ম টা মুলত খারেজীরা আহলে সুন্নাহর আলেমদের প্রতি তোহমত লাগিয়ে এটাই বুঝাতে চায় " তাদের(খারিজিদের) অন্যায় বিদ্রোহ, বোমাবাজি ও রক্তপাতের বিরোধীতা করার পিছনে এসব ওলামারা পশ্চিমাদের থেকে ডলার পায়!(আউজুবিল্লাহ)
- তাইতো এসকল আলেমদেরকে শাসকের গোলাম, তাগুতের পাচাটা দালাল, ইয়াহুদী খ্রীস্টানদের এজেন্ট, পেট্রো ডলার আলেম ইত্যাদি গালি দিয়ে বেড়ায়!এরা এতোটাই জাহিল/আহাম্মক যে, তারা জনসম্মুখে বলে বেড়ায় " এসব ওলামাদেরকে আমেরিকা, ইসরায়েল, সিআইএ অর্থ দিয়ে পুষে, তাই তারা আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজি করে যাতে করে আমাদের চলমান জিহাদকে (আসলে ফিতনা) ধ্বংস করা যায়"!
- আবার যখন ওলামাগন তাওহীদের ভুমি সৌদিআরব কে ডিফেন্ড করে কোন বক্তব্য দেন ঠিক তখন এরাই হাউমাউ করে বলে ফেলে "আরে এই শাইখ গুলো তো "আহলে রিয়াল" মানে সৌদি সরকার কর্তৃক রিয়াল প্রাপ্ত শাইখ!!! ----লা নাতুল্লাহি আলাল কাজিবিন।আমিন
- #পর_সমাচার
- গত কিছুদিন আগে ঠিক এমনি ই একজন "আহলে রিয়াল" শাইখের সাথে কথা হচ্ছিলো! এক ফাকে জিজ্ঞেস করলাম "উস্তাদ" যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা প্রশ্ন করতাম যদিও প্রশ্ন টা আপত্তিকর! হেসে বললেন -জি বলেন:-
- বললাম -শাইখ ইসলামী সেন্টারে আপনাকে সম্মানী কত দেওয়া হয়?
- জবাবে যে এমাউন্ট বললেন- তা আমার বেতনের সাথে সামান্য পার্থক্য!
- জিজ্ঞেস করলাম - শাইখ আমার পরিবারের ৫ জন সদস্যা নিয়েও চলতে হিমশিম খাই, আপনার পরিবার তো আরও বড়....
- জবাবে শুধু এতটুকু ই বললেন -ভাই,আলহামদুলিল্লাহ কোন'মতে চলে যায়! আর স্ত্রী /সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তিত হই নি! ফিউচারের জন্য কোন অর্থকড়ি জমা করতে না পারলেও অন্তত সন্তানগুলো একটি উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে এবং মানুষ হচ্ছে, এটা ই বা কম কিসের? (আলহামদুলিল্লাহ)।
- সন্তানদেরকে সবসময় একটা কথাই বলি -" আব্বু কখনো কারো কাছে হাত পাতবে না, দ্বীন বিক্রি করিও না দুনিয়ার বিনিময়ে, প্রয়োজনে মাটি কেটে জিবিকা নির্বাহ করিও"!
- কথাগুলো শুনে চোখের পানি আটকাতে পারিনি কিন্তু তারপরও #আপনারা_ই_আহলে_রিয়াল_শাইখ!!!
- এইতো সেদিক কথা বলতেছিলাম উস্তাদের এক ছাত্রের সাথে!কথার এক ফাকে বললেন"আমাদের উস্তাদ গতকাল রাত ১২ টায় মাহফিল শেষ করে ফজরের পর পর ই রওয়ানা দেন আরেকটি মাহফিলে এ্যাটেন্ড করার জন্য! দুপুরে মাহফিল শেষ করে একটা নিম্নমানের হোটেলে গিয়ে নিজ পকেটের পয়সা দিয়ে খানা খেয়ে একটা ট্যাক্সিতে করে বাসায় ফিরে যান!
- আহা! যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা /লেকচারের পর লেকচার দিয়ে যারা কখনো কারো কাছে একটা পয়সাও দাবি করেননি তারাই আজ পেট্রো ডলার শাইখ হয়ে গেছে! যাদের নিজস্ব একটি গাড়ি পর্যন্ত কেনার সৌভাগ্য হয়নি আজ পর্যন্ত, তারাই কিনা আহলে রিয়াল খেতাবে ভুষিত!
- আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানি রাহি:সম্পকে কে না জানে! তিনি ছিলেন একজন ঘড়ির মেকানিক!
- মৃত্যুর আগে উল্লেখ্য করার মত সম্পদ রেখে যেতে পারেন নি স্ত্রী /সন্তানদের জন্য তারপরও খারিজিদের মুখ থেকে রেহাই পেয়েছেন কি?
- শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন রাহি:র এক ছাত্র বলেছেন, শায়খের ব্যংক-ব্যালান্সতো দূরের কথা, মৃত্যুর পূর্বে তিনি শুধুমাত্র মাটির একটি ঘর রেখে গেছেন তার পরিবারের লোকদের জন্য।
- আহা! তারপরও এরাই নাকি দরবারী শাইখ?
- ইয়ামানের বিখ্যাত সুন্নী মাদ্রাসা, দারুল হাদীস দাম্মাজের প্রতিষ্ঠাতা, শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদী রাহি:র কথা না বললেই নয়! উনার বিরুদ্ধে চরমপন্থিরা অভিযোগ করে (বিশেষ করে আল কায়েদা) তিনি নাকি টাকা খেয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন !
- অথচ শায়খ মুক্ববিল রাহি:র কাছ থেকে তার ছাত্ররা বর্ণনা করেছেন, কোনদিন যদি শায়খের কাছে অতিরিক্ত রুটি থাকতো সেটা তিনি ঘরের একটা খুঁটির গর্তে ভরে রাখতেন। পরে যেইদিন খাবার থাকতো না ঘরে সেইদিন সেই গর্ত থেকে রুটিটা বের করতেন। কখনো কখনো পুরনো সেই রুটি থেকে তেলাপোকা তাড়িয়ে সেই রুটিই খেয়ে নিতেন!!!
- আহা! তারপরও আপনারা ই #পেট্রো_ডলার_শাইখ!

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- হে বিষাক্ত গোশতখোর--যারা এত কষ্টে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে/করছে তারাই কিনা আজ তোমাদের কাছে "দালাল" হিসেবে খ্যাত!
- যেই ওলামারা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উম্মতকে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যারা ছিলেন সত্যিকার অর্থে নবী-রাসূলদের ওয়ারিশ, অথচ তোমার মত যুবক যারা এই সমস্ত আলেমদের দারসে বসার মতো যোগ্যতাই রাখো না, সেই তুমি ই কিনা উঠতে বসতে দুনিয়াত্যাগী এসকল আলেমদের নামে/বেনামে গালিগালাজ করছো!!!
- যুবক! এখনো সময় আছে ফিরে এসো!
- #কলাম-আখতার বিন আমির (ছালালাহ-ওমান)

18>❒ খারেজীরাই মুরজি'আহ! [১ম পর্ব

- @@ ❒ খারেজীরাই মুরজি'আহ!
- ❒ খারেজীরাই মুরজি'আহ! [১ম পর্ব]

___________________________________---..

❒ সূচনাঃ

যেকারণে আমি এই পরিচ্ছেদ আমার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করছি, তা হল আমি অনেক দলান্ধকেই দেখেছি যে, তারা শাইখ ইবনু বায, শাইখ আলবানী, এবং শাইখ ইবনু উছাইমীনকে ইরজা'র দোষে দোষী (মুরজি'আহ) বলে অপবাদ দেয়। তাদের এই অভিযোগের কারণ হচ্ছে, উক্ত শাইখগণ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে অন্য বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করার ব্যাপারে বর্ণিত আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন ব্যাখ্যা সালাফদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। আর যেহেতু তাঁরা যত্রতত্র মানুষকে নিঃশর্তভাবে (মুত্বলাক্বভাবে) তাকফীর করে বেড়ান না।

[লেখকের টীকা: আপনি যদি চান, তাহলে মুহাম্মাদ কুতুবের মানহাজের ব্যাপারে আলোচনা দেখুন এই পরিচ্ছেদে— 'আহলুস সুন্নাহর সাথে মুসলিম ব্রাদারহুডের যুদ্ধ'। আর অবশ্যই উপরে উল্লিখিত তিন ইমামের এই গ্রন্থটি পড়বেন— "আত-তাহযীর মিন ফিতনাতিত তাকফীর (তাকফীরের ফিতনাহ থেকে সতর্কীকরণ)"। কেননা এটা একটি অমূল্য গ্রন্থ।]

তথাপি তাঁরা মুসলিমদের মধ্যে বসবাসকারী জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে নিষিদ্ধ বলেন। আর যদিও তাঁরা সুস্পষ্ট কুফর (কুফরে বাওয়াহ) তাঁদের সামনে ঘটতে দেখেন, তবুও তাঁরা এমনটা (বিদ্রোহ) করাকে নিষিদ্ধ বলেন, যদি শাসক অপসারণ করার সামর্থ্য না থাকে এবং যদি এথেকে কোন শার'ঈ উপকার অর্জিত না হয়। সুতরাং আমি বলব:

- ■ এক.

শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত বিদ্রোহ করতে বলা হচ্ছে মুরজি'আহদের মাযহাব (কর্মপদ্ধতি)। তারা (মুরজি'আহরা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে)। শাসকের কুফরকে শর্ত করে না।

✍ ইবনু শাহীন সুফইয়ান আছ-ছাওরীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন,

«اتَّقوا هذه الأهواء المضِلَّة!، قيل له: بَيِّن لنا رحمك الله ! فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون ...، وذكر شيئاً من أقوالهم، إلى أن قال: وهُم يَرَوْن السيفَ على أهل القبلة».

"তোমরা এসব ভ্রষ্টকারী বিদ'আত থেকে বেঁচে থাক।" তাঁকে বলা হল, "আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন।" তখন সুফইয়ান বললেন, "মুরজি'আহরা বলে..." –এরপর তিনি (সুফইয়ান) তাদের কিছু কথা বর্ণনা করলেন– এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "মুরজি'আহরা আহলুল কিবলাহদের (সাধারণ মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাকে বৈধ মনে করে।"

[আল-কিতাবুল লাত্বীফ, আছার নং: ১৫; আল-আজুর্রী, আশ-শারী'আহ, আছার নং: ২০৬২; আল-লালাকা'ঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, আছার নং: ১৮৩৪]

- ✍ **তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে,** যখন ইবনুল মুবারাককে বলা হয়েছিল,

«قال الإرجاء؟ رأي تری؟ فقال: كيف أكون مرجئاً؛ وأنا لا أرى السيف؟!»

"আপনি কি ইরজা'র মত পোষণ করেন?" তিনি বলেন, "কিভাবে আমি মুরজি'আহ হতে পারি, যেখানে আমি (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তরবারি নিয়ে বের হওয়াকে বৈধ মনে করি না?"

[আল-কিতাবুল লাত্বীফ, আছার নং: ১৭]

- ✍ **আবূ ইসহাক্ব আল-ফাযযারী বলেন,** আমি সুফইয়ান এবং আওযা'ঈকে বলতে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন,

«إنَّ قول المرجئة يخرج إلى السيف».

"নিশ্চয়ই মুরজি'আহদের মতাদর্শ হল— তরবারির দিকে বের হওয়া।"

['আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আস-সুন্নাহ; আছার নং: ৩৬৩; সনদ: স্বহীহ]

✍ এছাড়াও আস্ব-স্বাবূনী [মৃত্যু: ৪৪৯ হি.] এক বিশুদ্ধ সনদে –যা আহমাদ বিন সা'ঈদ আর-রিবাত্বী পর্যন্ত পৌঁছেছে– বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: **'আব্দুল্লাহ বিন ত্বাহির আমাকে বলেছেন,**

- «يا أحمد! إنكم تبغضون هؤلاء القوم (المرجئة يعني) جهلاً، وأنا أبغضهم عن معرفة؛ أولاً: إنهم لا يَرَوْن طاعة السلطان...».

"হে আহমাদ, নিশ্চয়ই তোমরা ওই সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ মুরজি'আহদের) না জেনে ঘৃণা কর, আর আমি তাদেরকে ঘৃণা করি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। প্রথমত, তারা শাসকের আনুগত্য করা বৈধ মনে করে না...।"

['আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আস্বহাবিল হাদীছ, পৃষ্ঠা: ১০৯]

- **আমি বলছি: এই বক্তব্যগুলি কি স্পষ্টত প্রমাণ করে না যে,** এরাই (সাফার আল-হাওয়ালি, সালমান আল-আওদাহ, আলি-বিন হাজ প্রমুখ) হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে মুরজি'আহ এবং কিছুপূর্বে আমাদের যেসকল আলিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সেসব থেকে মুক্ত?!

- ■ একটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা:

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মুরজি'আহ এবং খারিজীদের মধ্যকার এই স্পষ্ট যোগসূত্র সাফার আল-হাওয়ালীর বুঝতে না পারা। সে বলেছে,

- «كما ورد للإمام أحمد عبارةٌ قد يتعسَّر فهمُها، وهي قوله: إنَّ الخوارج هم المرجئة!»

"ইমাম আহমাদ থেকে এমন একটি কথা বর্ণিত হয়েছে যা বোঝা কঠিন এবং সেই কথাটি হল— "নিশ্চয়ই যারা খারিজী, তারাই মুরজি'আহ"।" এরপর সে এক অসহনীয় বিপথগামিতা নিয়ে এসেছে। সে বলেছে, "সাহাবীদের ইরজা'র মাধ্যমেই এই কথার ব্যাখ্যা করা সম্ভব (وتفسيرُها بإرجاء الصحابة هو الممكن)!"

[যহিরাতুল ইরজা', খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৩৬১]

- **আমি বলছি যে:** সে যদি পূর্বেকার বর্ণনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করত, তাহলে সে বুঝতে পারত যে, মুরজি'আহ এবং খারিজীদের মধ্যে মিল হচ্ছে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যা বুঝতে পারা কঠিন কিছু নয়।

সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বিদ্রোহের একদম পরপরই ইরজা' উদ্ভূত হয়। ক্বাতাদাহ বলেন,

- «إنما حدَثَ الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث».

"ইরজা' [নামক বিদ'আত] দেখা দিয়েছিল ইবনুল আশ'আছের (খারিজীদের একজন প্রবক্তা) ফিতনাহর পর।"

['আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আস-সুন্নাহ; আছার নং: ৬৪৪; আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ; আছার নং: ১২৩০; ইবনু বাত্বত্বাহ, আল-ইবানাহ; আছার নং: ১২৩৫; আল-লালাকা'ঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, আছার নং: ১৮৪১; সনদ: স্বহীহ]

- ■ দুই.

ঈমান ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তারা ইসতিছনা' (ব্যতিক্রম, ব্যত্যয়) বর্জন করে। যদিও তাদের কেউ কেউ মুখে বলে যে, সে সালাফদের মানহাজ অনুসরণ করছে। আপনি কি লক্ষ করেননা যে, তারা বলে, "আশ-শাহীদ হাসান আল-বান্না" এবং "আশ-শাহীদ সাইয়্যিদ ক্বুতুব"?!

যদি তাদেরকে বলা হয় যে, এদেরকে শহীদ সাব্যস্ত করা যদি সাংগঠনিকভাবে বাধ্যতামূলক হয়, যা করা আবশ্যক, তাহলে কমপক্ষে তোমরা 'ইনশাআল্লাহ' বলে ইসতিছনা' (ব্যত্যয়) কর। যেহেতু ইমাম বুখারী তাঁর আস্ব-স্বহীহ গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায়ে একটি বাব তথা পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন— "পরিচ্ছেদ: 'অমুক শহীদ' এই কথা বলা যাবে না (باب: لا يُقال فلان شهيد)" এবং তিনি এই ব্যাপারে বিভিন্ন দলিল উপস্থাপন করেছেন।

তাদের নিকট থেকে এটা (ইসতিছনা') বারবার তলব করা সত্ত্বেও তারা কেবল ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। তারা বলেছে, "তোমরা জিহাদকে হেয় প্রতিপন্ন কর, আর বিশ্বের খবরাখবরকে তুচ্ছ মনে কর!!"

- ঈমান ও তদসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইসতিছনা' বর্জন করে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করাই ইরজা'র মূলভিত্তি (অর্থাৎ, ইনশাআল্লাহ না বলেই এমন বলা যে, অমুক নিশ্চিত শহীদ বা জান্নাতী প্রভৃতি)।

✍ **'আব্দুর রহমান বিন মাহদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,**

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

- «الا سـ تـ ثـ ناء تَرْكُ الإرجاء أصل».
  “ইসতিছনা’ বর্জন করাই ইরজা’র মূলভিত্তি (অর্থাৎ, ইরজা’র মূল ভিত্তি এটা যে, কোন ব্যক্তি কাউকে নিখুঁত ঈমানের অধিকারী অথবা নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলে দাবি করবে)।”
- [আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ; আছার নং: ১০৬১; ইবনু বাত্বত্বাহ, আল-ইবানাহ; আছার নং: ১১৮৮; অনুরূপভাবে ইবনু শাহীন আল-কিতাবুল লাত্বীফে (আছার নং: ১৬) এবং আল-লালাকাঈ শারহু উসূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহতে (আছার নং: ১৮৩৫) বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা (ইনক্বিত্বা‘) এই আছারকে বিনষ্ট করে না। কেননা এটা অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ সনদে মুত্তাস্বিলভাবে বর্ণিত হয়েছে ত্বাবারীর নিকটে, তাহযীবুল আছার কিতাবে (আছার নং: ১৫১৯)। অনুরূপ কথা সুফইয়ান থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: আবূ নু‘আইম, আল-হিলইয়াহ; খণ্ড: ৭; পৃষ্ঠা: ৩৩; আল-জূর্ঝাজানী, আল-আবাত্বীল (৪২)]
- ❒ *তথ্যসূত্র:*
  ‘আব্দুল মালিক আহমাদ ইবনুল মুবারাক আর-রামাদ্বানী, মাদানিকুন নাযার ফিস সিয়াসাহ বাইনাত তাত্ববীক্বিয়্যাতিশ শার‘ইয়্যাতি ওয়াল ইনফি‘আলাতিল হামাসিয়্যাহ; পৃষ্ঠা: ২৯০-২৯২; দারুল ফুরক্বান, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. (৮ম প্রকাশ); গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন এবং তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ নাস্বিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ)।
- ► ইনশা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে পর্বাকারে চলবে!
  ► সালাফচারিতা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
  ► https://www.facebook.com/salafcharita/

19-ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

- ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ (যিনি প্রসঙ্গত, নিজেও একজন মুজাহিদ ছিলেন) বলেছেন:
- الحافظ ابن كثير الدمشقي . رحمه الله . في كتابه "البداية والنهاية" (١٠/ ٥٨٤-٥٨٥) عن ما سيفعله الخوارج بالأمة إذا قووا
- لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً وشاماً، ولم يتركوا طفلاً ولا طفلة، ولا رجلاً ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا القتل جملة
- “তারা (খারেজীরা) যদি কোনদিন শক্তি অর্জন করতে পারে, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে – ইরাকে, শামে, (এবং সর্বত্র)। তারা কোন ছোট বালক কিংবা বালিকাকেও রেহাই দিবে না, আর না কোন পুরুষকে বা কোন মহিলাকে ছাড়বে (তাদেরকে হত্যা করা ব্যতিত)। এর কারণ হচ্ছে তারা বিশ্বাস করে যে মানুষেরা এত খারাপ হয়ে গেছে যে কোন কিছুই আর তাদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না একমাত্র গণহত্যা ছাড়া”।
  [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০/৫৮৪-৫৮৫)]

- *আপনি চাইলে -Whatapps-Facebook-Twitter-ব্লগ- আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking-ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]--admin by rasikul islam নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিটকরুন -এই*

ইসলামিক বিশুদ্ধ বই পেতে-*https://rasikulindia.blogspot.com* *জানা ও অজানা জ্ঞান পেতে* *https://sarolpoth.blogspot.com*

-খারেজিদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত

ওয়েবসাইটে -https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে runing update),<> -https://rasikulindia.blogspot.com(ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে, পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারবেন).
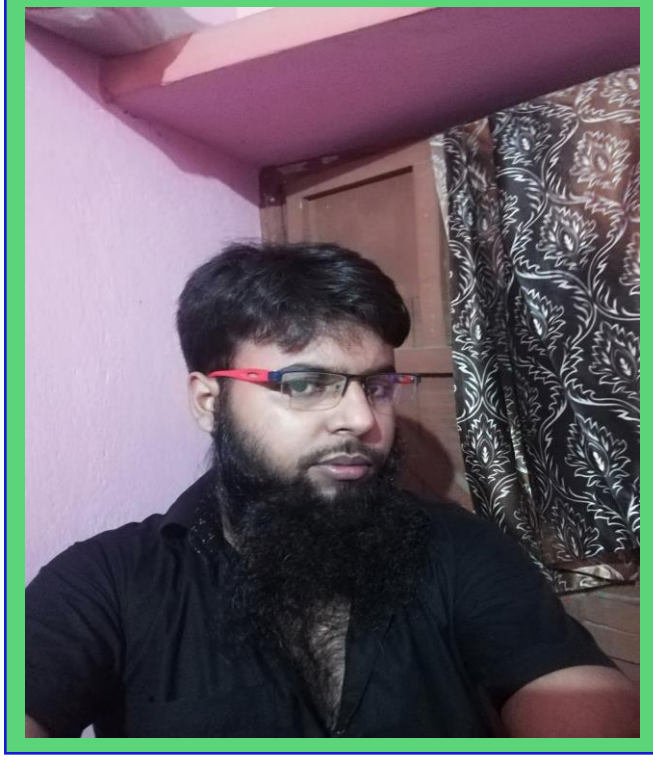
খারিজি চিহ্নিতকরণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য
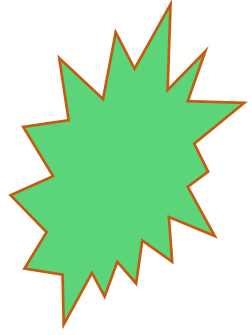
ভয়ঙ্কর 'একটি ফিতনার নাম হচ্ছে- "খারেজি ফিতনা" যেটা- আগের যুগের,ও বর্তমান সময়ের যুবোকদের মধ্যে এই লক্ষন গুলি পাওয়া যায়। (এদের থেকে সাবধান)।

Admin by rasikul islam (rasikulindia)

ইসলামিক বিশুদ্ধ বই পেতে-https://rasikulindia.blogspot.com জানা ও অজানা জ্ঞান পেতে https://sarolpoth.blogspot.com